আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়াইদ

اَلدُّرُوْسُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ

ইবতেদায়ি

পঞ্চম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

قرر مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش تدريس هذا الكتاب للصف الخامس الابتدائي من عام ٢٠١٣م
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلدُّرُوْسُ الْعَرَبِيَّةُ وَالْقَوَاعِدُ

لِلصَّفِّ الْخَامِسِ الْاِبْتِدَائِيْ

আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়াইদ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

রচনা
মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
মোঃ আবদুর রহমান
মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান

সম্পাদনা
শাব্বীর আহমদ মোমতাজী

مَجْلِسُ التَّعْلِيْمِ لِمَدَارِسَ بَنْغَلَادِيْش ، دَاكَا
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১** এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিদেশি ভাষা হিসেবে আরবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, কেননা ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের ভাষা আরবি। তাই পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করে তদানুযায়ী জীবন গঠনের জন্য আরবি ভাষা জানা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে ভাষার চারটি দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) চর্চার উপযোগী করে **'আদ্দুরূসুল আরাবিয়্যাহ'** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

اَلْمُحْتَوِيَاتُ

সূচিপত্র

اَلْأَبْوَبُ وَالدُّرُوْسُ	اَلْمَوْضُوْعَاتُ	اَلصَّفْحَة	اَلْأَبْوَبُ وَالدُّرُوْسُ	اَلْمَوْضُوْعَاتُ	اَلصَّفْحَة
اَلدُّرُوْسُ الْعَرَبِيَّةُ					
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ	اَللّٰهُ خَالِقٌ	৩	اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ	إِقْرَأْ إِقْرَأْ	৪৮
اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ	بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ	৯	اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ	حَدِيْقَةُ الْحَيَوَانَاتِ	৫৩
اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ	اَلْحِوَارُ فِي الْمَكْتَبَةِ	১৩	اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ	مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رضـ	৫৯
اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ	مَا أَجْمَلَ الْكَمْبِيُوْتَرْ	২০	اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ عَشَرَ	خَيْرُ الْأَصْحَابِ	৬৬
اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ	جَدِّيْ وَ جَدَّتِيْ	২৬	اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ	حُقُوْقُ الْجَارِ	৭০
اَلدَّرْسُ السَّادِسُ	اَلْحِوَارُ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْبَائِعِ	৩১	اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَرَ	اَلْمَسْجِدُ الْأَقْصَي	৭৭
اَلدَّرْسُ السَّابِعُ	اَلْمُفْرَدَاتُ الْهَامَّةُ	৩৭	اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ عَشَرَ	اَلْمُسَابَقَةُ الثَّقَافِيَّةُ	৮২
اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ	رِضَا الرَّبِّ وَسَخَطُهُ	৪১			
اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ					
اَلْبَابُ الْأَوَّلُ	اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ	৮৯	اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ	اَلْمُضَافُ وَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ	১৭৯
	عِلْمُ الصَّرْفِ	৯০	اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ	اَلضَّمَائِرُ	১৮১
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ	اَلْكَلِمَةُ وَأَقْسَامُهَا	৯২	اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ	اَلْمَوْصُوْفُ وَالصِّفَةُ	১৮৫
اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ	اَلزَّمَانُ وَأَقْسَامُهُ	৯৪	اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ	أَدَوَاتُ الْإِسْتِفْهَامِ	১৮৭
اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ	اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ	৯৬	اَلدَّرْسُ السَّادِسُ	أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ	১৮৯
اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ	اَلصِّيْغَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا	৯৯	اَلدَّرْسُ السَّابِعُ	اَلْمُرَكَّبُ وَ الْجُمْلَةُ	১৯২
اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ	اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ وَأَقْسَامُهُ	১০৪	اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ	اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرُ	১৯৫
اَلدَّرْسُ السَّادِسُ	اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ	১১৮	اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ	اَلْفَاعِلُ وَ نَائِبُ الْفَاعِلِ	১৯৭
اَلدَّرْسُ السَّابِعُ	اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ وَالْمَجْحُوْدُ بَلَمْ	১২৬	اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ	اَلْمَفْعُوْلُ	২০০
اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ	فِعْلُ الْأَمْرِ وَالنَّهْي	১৩১	اَلْبَابُ الثَّالِثُ	اَلتَّرْجَمَةُ وَالرَّسَائِلُ وَالْإِنْشَاءُ	২০৩
اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ	اَلْاَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ	১৩৮		قِسْمُ التَّرْجَمَةِ	২০৩
اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ	اَبْوَابُ الْفِعْلِ	১৪৮		قِسْمُ الرِّسَالَةِ وَالْعَرِيْضَةِ	২১১
اَلْبَابُ الثَّانِي	عِلْمُ النَّحْو	১৬৯		قِسْمُ الْإِنْشَاءِ	২১৬
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ	اَلْاِسْمُ وَاَقْسَامُهُ	১৭২	শিক্ষক নির্দেশিকা		২২১

اَلدُّرُوْسُ الْعَرَبِيَّةُ

আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ

اَلْفَصْلُ الدِّرَاسِيُّ الْأَوَّلُ

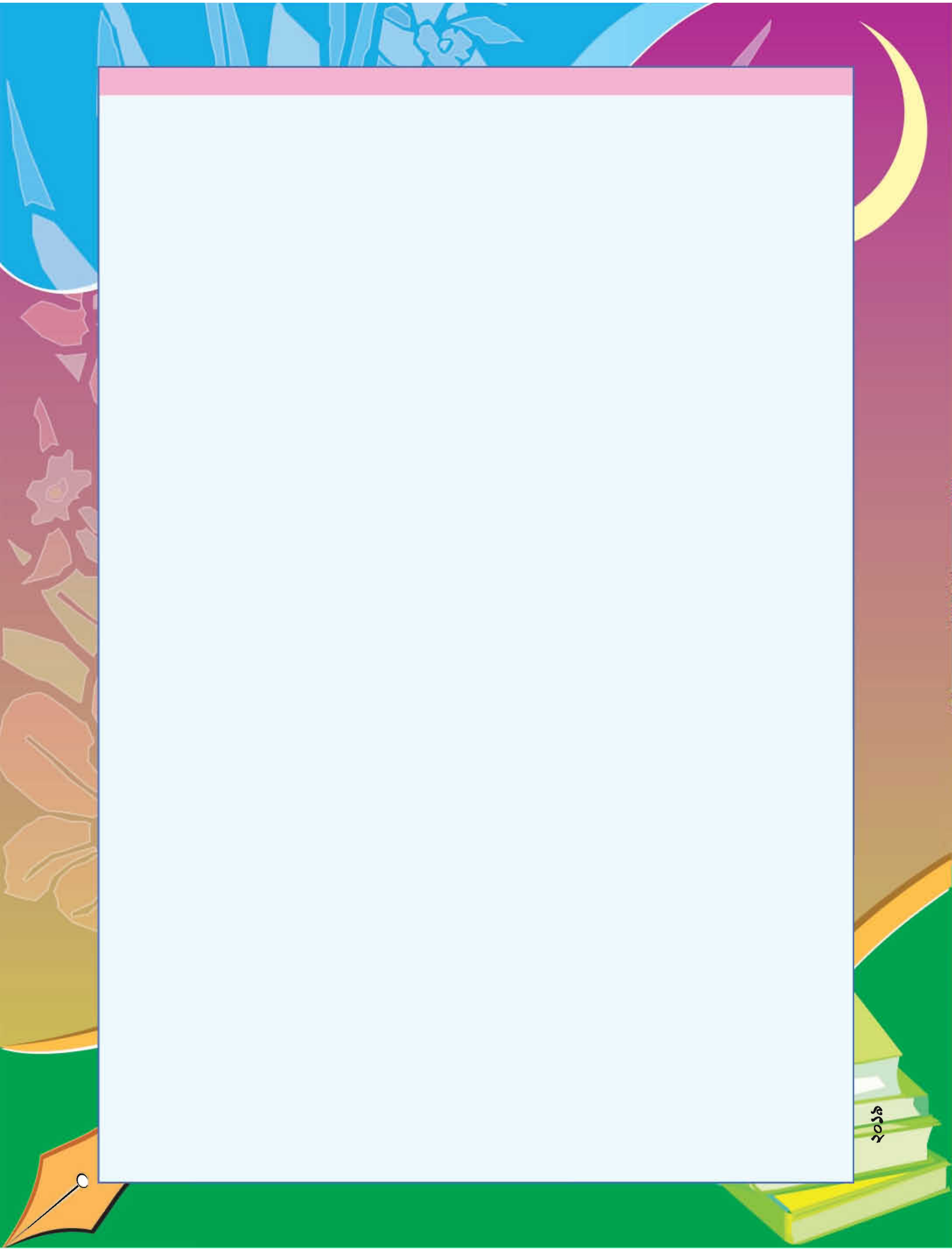

२०१६

اَلدَّرْسُ الاَوَّلُ

اَللّٰهُ خَالِقٌ

سَلْمٰى فَتَاةٌ صَغِيْرَةٌ. عُمْرُهَا عَشْرُ سَنَوَاتٍ. ذَهَبَتْ مَعَ أُمِّهَا إِلَى الْحَدِيْقَةِ.....

وَفِي الطَّرِيْقِ رَأَتْ زُهُوْرًا جَمِيْلَةً.... وَأَشْجَارًا كَبِيْرَةً. فَسَأَلَتْ سَلْمٰى : يَا أُمِّيْ! مِنْ أَيْنَ تَأْتِي الزُّهُوْرُ؟

اِبْتَسَمَتْ أُمُّهَا وَقَالَتْ : اَلزُّهُوْرُ مِنْ مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

هَلْ تَرَيْنَ السَّمَاءَ ؟ أُنْظُرِيْ إِلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ الأَخْضَرِ وَالنَّمْلِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى الأَرْضِ وَهٰذِهِ الثِّمَارُ ... وَهٰذِهِ الطُّيُوْرُ ، كُلُّ هٰذِهِ خَلَقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَخَّرَهَا لِلْإِنْسَانِ.

قَالَتْ سَلْمٰى : مَنِ الَّذِيْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ؟

قَالَتْ أُمُّهَا : اَللّٰهُ خَالِقُ الْإِنْسَانِ. تَعَالَيْ يَا سَلْمٰى! سَأُرِيْكِ شَيْئًا جَمِيْلًا .

عَادَتْ سَلْمٰى وَأُمُّهَا إِلَى الْبَيْتِ وَجَاءَتْ أُمُّهَا بِإِنَائَيْنِ مِنْ طِيْنٍ. وَوَضَعَتْ فِيْ أَحَدِهِمَا بَطَاطِسَ وَفِيْ الْآخَرِ جَزَرًا.

بَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ لَاحَظَتْ سَلْمٰى أَنَّ هُنَاكَ فُرُوْعًا خَضْرَاءَ تَخْرُجُ مِنْهَا.

قَالَتْ لَهَا أُمُّهَا : فَمَنْ أَخْرَجَ تِلْكَ الْفُرُوْعَ الْخَضْرَاءَ مِنْهَا؟ وَمَنِ الَّذِيْ خَلَقَ تِلْكَ الْفُرُوْعَ؟ وَلَمْ أَخْرُجْ هٰذِهِ أَنَا وَلَا أَنْتِ؟ بَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى أَخْرَجَهَا.

فَابْتَسَمَتْ سَلْمٰى وَقَالَتْ: اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
فَتَاةٌ	যুবতী, বালিকা	يَجْرِيْ	বিচরণ করছে
فِي الطَّرِيْقِ	রাস্তায়	سَخَّرَهَا	তিনি এগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন
رَأَتْ	দেখল	شَيْئًا جَمِيْلًا	সুন্দর জিনিস

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
اِبْتَسَمَتْ	মুচকি হাসল	عَادَتْ	ফিরে আসল
تَعَالَـيْ	এসো	بِإِنَائَيْنِ	দুটি পাত্রসহ
اُنْظُرِيْ	তুমি দেখ	وَضَعَتْ	রাখল
اَلزَّرْعُ الْأَخْضَرُ	সবুজ শস্য	بَطَاطِسُ	আলু
جَزْرٌ	গাজর	فُرُوْعٌ	শাখা-প্রশাখা
لَاحَظَتْ	সে গভীরভাবে লক্ষ্য করল	اَلنَّمْلُ	পিপিলিকা
خَضْرَاءُ	সবুজ	أَخْرَجَ	তিনি বের করেছেন

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- كَمْ عُمْرُ سَلْمٰى ؟

٢- مَاذَا رَأَتْ سَلْمٰى فِي الْحَدِيْقَةِ ؟

٣- مِنْ أَيْنَ تَأْتِيْ الزُّهُوْرُ ؟

٤- مَنْ خَلَقَ الإِنْسَانَ؟

٥- مَاذَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلإِنْسَانِ؟

٦- مَاذَا أَرَاءَتْ أُمُّ سَلْمٰى بِنْتَهَا؟

٧- مَاذَا وَضَعَتْ أُمُّ سَلْمٰى فِي إِنَائَيْنِ؟

٨- مَاذَا لَاحَظَتْ سَلْمٰى؟

ب- ضَعْ عَلَامَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأ :

١- سَلْمَى فَتَاةٌ صَغِيْرَةٌ .

٢- ذَهَبَتْ سَلْمٰى مَعَ أَبِيْهَا إِلَى الْـحَدِيْقَةِ.

٣- اِبْتَسَمَتْ أُمُّ سَلْمٰى بَعْدَ سِمَاعِ سُؤَالِ بِنْتِهَا.

٤- اَلنَّمْلُ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى السَّمَاءِ.

٥- عَادَتْ أُمُّ سَلْمٰى وَبِنْتُهَا فِي الْحَدِيْقَةِ.

٦- رَأَتْ سَلْمٰى الْفُرُوْعَ الْخَضْرَاءَ.

ج- اِمْلَإِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ:

١- ذَهَبَتْ .... مَعَ أُمِّهَا إِلَى الْـحَدِيْقَةِ.

٢- جَاءَتْ أُمُّهَا .... مِنْ طِيْنٍ.

٣- بَعْدَ عِدَةِ أَيَّامٍ لَاحَظَتْ .... فُرُوْعًا خَضْرَاءَ.

٤- مَنْ .... تِلْكَ الْفُرُوْعَ الْخَضْرَاءَ مِنْهَا .

٥- اَللّٰهُ .... كُلَّ شَيْءٍ.

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- فَتَاةٌ : ....

٢- اَلزُّهُوْرُ : ....

٣- الطِّيْنُ : ....

٤- خَالِقٌ : ....

٥- مَاءٌ : ....

ه- حَوِّلِ الْفِعْلَ بِالْفَاعِلِ الْمُنَاسِبِ كَمَا فِي الْمِثَالِ :

مِثَالٌ : ذَهَبَتْ سَلْمٰى إِلَى الْـحَدِيْقَةِ.   ذَهَبَ خَالِدٌ إِلَى الْـحَدِيْقَةِ.

١- اِبْتَسَمَتْ فَاطِمَةُ فِي الصَّفِّ.   .... نُعْمَانُ فِي الصَّفِّ.

٢- يَا فَاطِمَةُ! أُنْظُرِيْ إِلَى الشَّجَرَةِ.   يَا أَحْمَدُ! .... إِلَى الشَّجَرَةِ.

٣- تَأْتِيْ الزُّهُوْرُ مِنَ الْحَدِيْقَةِ.   .... الزَّهْرُ مِنْ الْحَدِيْقَةِ.

٤- اَلنَّمْلُ يَجْرِىْ عَلَى الأَرْضِ. اَلنَّمْلَةُ .... عَلَى الأَرْضِ.

٥- يَا سَلْمٰى! رَأَيْتِ الْـخَضْرَاءَ. يَا زَيْدُ! ....الْـخَضْرَاءَ.

٦- يَا خَالِدُ! أُخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ . يَا سَلْمٰى! .... مِنَ الْبَيْتِ.

و- غَيِّـرِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ	اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ
....	اَلزُّهُوْرَ	....	مَخْلُوْقَاتٌ
اَلْكَبِيْرَةُ	....	النَّمْلُ	....
....	فُرُوْعٌ	....	الطُّيُوْرُ
....	أَيَّامٌ	ثَمَرَةٌ	....

ز- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

١- مَاذَا تَعَلَّمْتَ مِنْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ؟ أُكْتُبْ مُخْتَصِرًا

٢- إِسْتَخْرِجْ صِيَغَ الْمَاضِيْ وَالْمُضَارِعِ مِنَ النَّصِّ الْمَذْكُوْرِ.

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

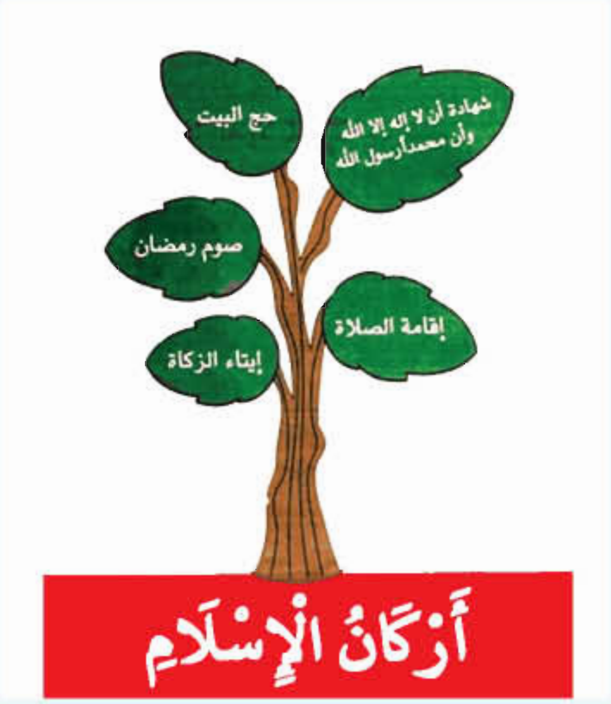
حج البيت
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
صوم رمضان
إقامة الصلاة
إيتاء الزكاة
أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ   خَمْسَةِ أَرْكَانٍ فِي الدِّيْنْ

صَوْمٌ وَصَلَاةٌ وَزَكَاةٌ   حَجٌّ وَ شَهَادَتَانِ

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ   وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

إِقَامَةُ الصَّلَاة إِيْتَاءُ الزَّكَاة   وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلَا

شَهَادَةُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
لَا أَعْبُدُ فِي الْكَوْنِ إِلَّا اللهَ وَرَسُوْلِي لِلْبَشَرِ هَدَاهُ .

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
بُنِيَ	প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	اَلْبَيْتُ	ঘর (আল্লাহর ঘর)
أَرْكَانٌ	স্তম্ভসমূহ	اِسْتَطَاعَ	সক্ষম হয়
إِقَامَةٌ	প্রতিষ্ঠা করা	لَا أَعْبُدُ	আমি ইবাদত করি না
إِيْتَاءٌ	প্রদান করা	اَلْكَوْنُ	বিশ্বজগত
شَهَادَةٌ	সাক্ষ্য দেওয়া	رَسُوْلِي	আমার রসুল

تَدْرِيبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- كَمْ رُكْنًا لِلإِسْلاَمِ ؟

٢- مَا هِيَ أَرْكَانُ الإِسْلاَمِ ؟

٣- مَا هُمَا الشَّهَادَتَانِ ؟

٤- عَلَى مَنْ يَجِبُ الْحَجُّ ؟

٥- مَنْ رَسُوْلُ اللهِ ؟

٦- لِمَنْ أَعْبُدُ ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى أَرْبَعٍ.

٢- فِي الْإِسْلَامِ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ.

٣- إِقَامَةُ الصَّلاَةِ مِنْ بِنَاءِ الْإِسْلَامِ .

٤- لاَ أَعْبُدُ فِي الْكَوْنِ إِلاَّ اللهَ

٥- إِنَّ فِي الشَّهَادَةِ جُزْئَيْنِ.

ج- اِمْلَإِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- بُنِـيَ الإِسْلاَمُ عَلٰى ....

٢- .... أَرْكَانٍ فِى الـدِّيْنِ.

٣- إِنَّ .... رَسُوْلُ اللّٰهِ

٤- حَجُّ .... مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

٥- لاَ أَعْبُدُ فِـي .... إِلاَّ اللّٰهَ.

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ::

١- اَلْإِسْلاَمُ : ....

٢- اَلدِّيْنُ : ....

٣- اَلصَّلاَةُ : ....

٤- اَلزَّكَاةُ : ....

٥- اَلْكَوْنُ: ....

ه- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِـيُّ :

اِحْفَظِ النَّشِيْدَ ثُمَّ اكْتُبْ خُلاَصَتَهُ .

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ

اَلْـحِوَارُ فِـي الْمَكْتَبَةِ

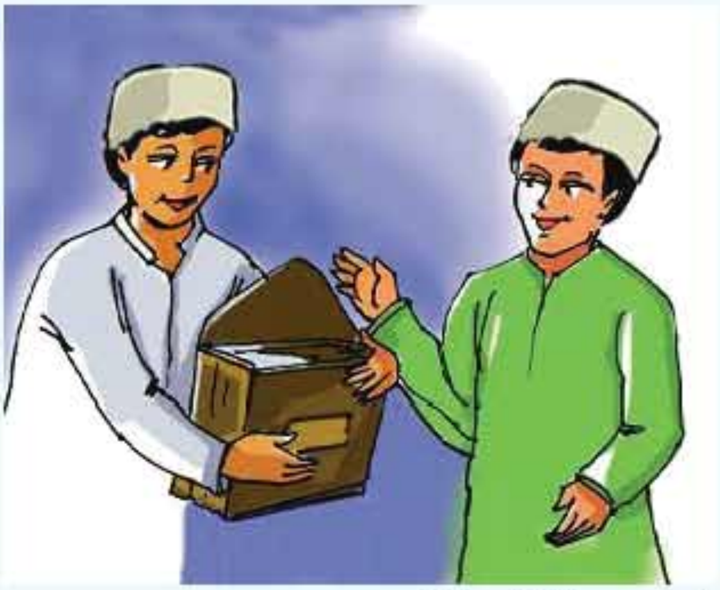

دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَكْتَبَةِ قَرَأَ قَلِيلاً ثُمَّ خَرَجَ وَبَحَثَ عَنْ حَقِيبَتِهِ السَّوْدَاءِ خَارِجَ الْمَكْتَبَةِ. وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَجِدْهَا. فَشَاهَدَ إِبْرَاهِيمُ صَدِيقَهُ أَحْمَدَ. وَهُوَ يَحْمِلُ حَقِيبَةً سَوْدَاءَ. فَدَارَ الْحِوَارُ بَيْنَهُمَا.

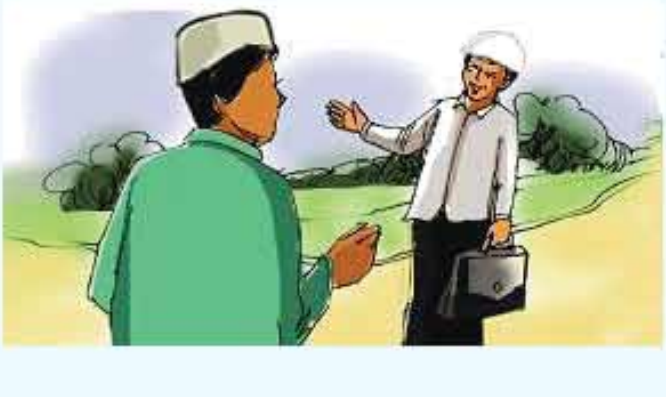

إِبْرَاهِيمُ : هَلْ هٰذِهِ حَقِيبَتُكَ؟

أَحْمَدُ : نَعَمْ، هٰذِهِ حَقِيبَتِي.

إِبْرَاهِيمُ : هَلْ أَنْتَ مُتَأَكِّدٌ؟

أَحْمَدُ : نَعَمْ أَنَا مُتَأَكِّدٌ وَلِمَاذَا؟

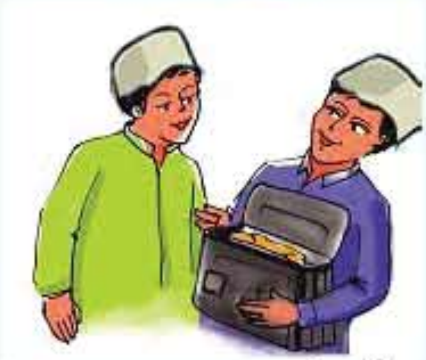

إِبْرَاهِيْمُ : مَا وَجَدْتُ حَقِيْبَتِيْ.

أَحْمَدُ : هَلْ حَقِيْبَتُكَ سَوْدَاءُ؟

إِبْرَاهِيْمُ : نَعَمْ ، حَقِيْبَتِيْ سَوْدَاءُ.

أَحْمَدُ : مَاذَا فِيْ حَقِيْبَتِكَ؟

إِبْرَاهِيْمُ : فِيْ حَقِيْبَتِيْ ثَلَاثَةُ كُتُبٍ وَكُرَّاسَةٌ وَقَلَمٌ.

أَحْمَدُ : تَفَضَّلْ ، اُنْظُرْ. هَلْ هٰذِهٖ حَقِيْبَتُكَ؟

إِبْرَاهِيْم : مَعْذِرَةً هٰذِهٖ لَيْسَتْ حَقِيْبَتِيْ ، هِيَ مِثْلُهَا فِي اللَّوْنِ فَقَطْ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
اَلْمَكْتَبَةُ	লাইব্রেরি	يَحْمِلُ	সে বহন করছে
بَحَثَ	তালাশ করল	مُتَأَكِّدٌ	নিশ্চিত
حَقِيْبَتُهُ	তার ব্যাগ	مَعْذِرَةً	দুঃখিত
اَلسَّوْدَاءُ	কালো	اَلْحِوَارُ	কথোপকথন
خَارِجَ الْمَكْتَبَةِ	লাইব্রেরির বাহিরে	اَللَّوْنُ	রঙ

تَدْرِيبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- أَيْنَ دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ ؟

٢- عَمَّا بَحَثَ إِبْرَاهِيْمُ ؟

٣- أَيْنَ شَاهَدَ إِبْرَاهِيْمُ صَدِيْقَهُ ؟

٤- مَاذَا كَانَ فِي حَقِيْبَةِ إِبْرَاهِيْمَ ؟

٥- مَا لَوْنُ حَقِيْبَةِ أَحْمَدَ ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْمَكْتَبِ.

٢- بَحَثَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ حَقِيْبَتِهِ السَّوْدَاءِ.

٣- شَاهَدَ إِبْرَاهِيْمُ صَدِيْقَهُ أَحْمَدَ.

٤- وَجَدَ إِبْرَاهِيْمُ حَقِيْبَتَهُ خَارِجَ الْمَكْتَبَةِ.

٥- حَقِيْبَةُ أَحْمَدَ سَوْدَاءُ.

ج- اِمْلَإِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ فِي ....

أ- الْمَكْتَبِ

ب- الْمَكْتَبَةِ

ج- الْمَدْرَسَةِ

٢- بَحَثَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ حَقِيْبَتِهِ .... خَارِجَ الْمَكْتَبَةِ .

أ- الْحَمْرَاءِ

ب- السَّوْدَاءِ

ج- الْخَضْرَاءِ

٣- .... يَحْمِلُ حَقِيْبَةً سَوْدَاءَ.

أ- أَحْمَدُ

ب- إِبْرَاهِيْمُ

ج- صَدِيْقُهُ

٤- فِي حَقِيْبَةِ .... ثَلاَثَةُ كُتُبٍ وَكُرَّاسَةٌ وَقَلَمٌ.

أ- أَحْمَدَ

ب- إِبْرَاهِيمَ

ج- صَدِيْقِهِ

د- هَاتِ جُمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- خَرَجَ : ....

٢- اَلسَّوْدَاءُ : ....

٣- اَلْمَكْتَبَةُ : ....

٤- مُتَأَكِّدٌ : ....

٥- كُرَّاسَةٌ: ....

هـ أُذْكُرِ السُّؤَالَ الْمُنَاسِبَ لِلْجَوَابِ التَّالِى:

اَلْجَوَابُ	اَلسُّوَالُ
١ . خَرَجَ إِبْرَاهِيْمُ من الْمَكْتَبَةِ.	س : ....
٢ . دَخَلَ أَحْمَدُ فِي الْمَكْتَبَةِ	س: ....
٣ . شَاهَدَ إِبْرَاهِيْمُ صَدِيْقَهُ أَحْمَدَ.	س: ....
٤ . نَعَمْ ، حَقِيْبَتِى سَوْدَاءُ	س: ....
٥ . فِي حَقِيْبَتِي ثَلاَثَةُ كُتُبٍ وَكُرَّاسَةٌ وَقَلَمٌ	س: ....

و- هَاتِ السُّؤَالَ وَالْـجَوَابَ مُسْتَخْدِمًا لِلْكَلِمَاتِ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ كَمَا فِي الْمِثَالِ.

مِثَالٌ : (آلْـحَقِيْبَةُ)

هَلْ رَأَيْتَ الْـحَقِيْبَةَ؟ مَا رَأَيْتُهَا؟

	آلْأَسْئِلَةُ	آلْأَجْوِبَةُ
(١)	(آلْقَلَمُ) .... ؟	....
(٢)	(آلْمِسْطَرَةُ) .... ؟	....
(٣)	(نُعْمَانُ) .... ؟	....
(٤)	(فَاطِمَةُ) .... ؟	....
(٥)	(آلْمُدِيْرُ) .... ؟	....

ز- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً مُسْتَخْدِمًا بِالْكَلِمَاتِ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ كَمَا فِي الْمِثَالِ .

مِثَال : (رَأْسٌ)

مَا هٰذَا ؟ هٰذا رَأْسٌ .

اَلْأَسْئِلَةُ	اَلْأَجْوِبَةُ
١. مَا هٰذِهِ ؟ (عَيْنٌ)	....
٢. مَا هٰذِهِ ؟ (يَدٌ)	....
٣. مَا هٰذا ؟ (صَدْرٌ)	....
٤. مَا هٰذِهِ ؟ (مَدْرَسَةٌ)	....
٥. مَا هٰذَا ؟ (مَسْجِدٌ)	....

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ

مَا أَجْمَلَ الكَمْبِيُوْتَرَ

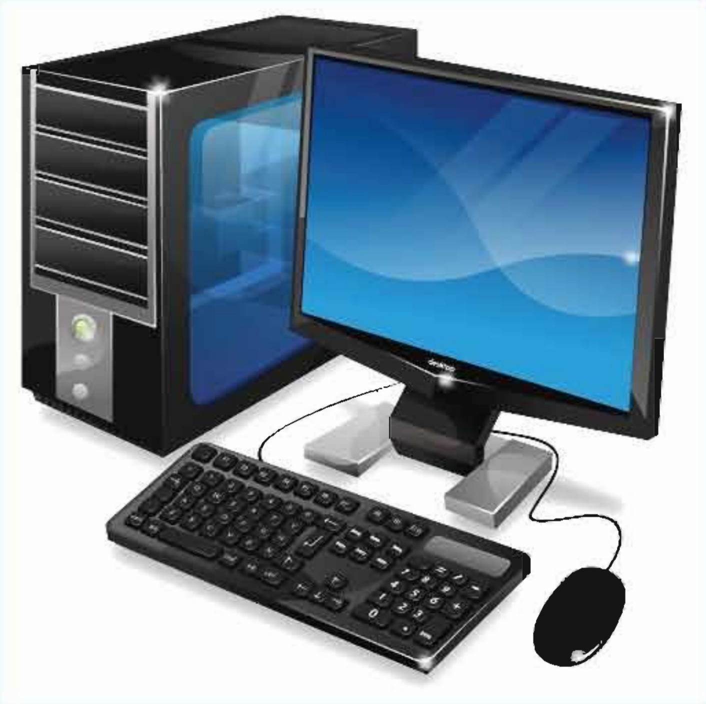

يُعَدُّ الْكَمْبِيُوْتَرُ أَحَدَ أَهَمِّ الاِخْتِرَاعَاتِ اَلَّتِي اِبْتَكَرَهَا الإِنْسَانُ. وَالْمُخْتَرِعُ الأَوَّلُ لِلْكَمْبِيُوْتَرِ اَلْحَكِيْمُ الْبَرِيْطَانِيْ سَارِلَسْ بَابِيْجْ. يُقَالُ لَهُ الْحَاسِبُ الآلِيْ يُحَلَّلُ بِهِ أَكْبَرُ الْحِسَابَاتِ بِوَقْتٍ سَرِيْعٍ. هٰذِهِ الْجِهَازُ آلَةٌ عَجِيْبَةٌ جِدًّا، يُسْتَعْمَلُ لِتَعْيِيْنِ الْمَرَضِ وَالرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ فِي التِّجَارَةِ. وَيُمْكِنُنَا أَنْ نَقُوْلَ إِنَّنَا نَعِيْشُ الْآنَ فِي عَصْرِ الْكَمْبِيُوْتَرِ!

هُوَ جِهَازٌ إِلِكْتُرُونِيٌّ قَادِرٌ عَلَى إِسْتِقْبَالِ الْبَيَانَاتِ أَوِ الْمَعْلُومَاتِ .

يَتَكَوَّنُ الْكُمْبِيُوتَرُ مِنْ قِسْمَيْنِ رَئِيسَيْنِ : (أ) الْمُكَوِّنَاتُ الْمَادِّيَةُ [Hardware] وَهِيَ الأَجْزَاءُ الْمَلْمُوسَةُ ، (ب) الْبَرْمَجِيَّةُ [Software] وَهِيَ الأَجْزَاءُ غَيْرُ الْمَلْمُوسَةِ

أَجْزَاءُ الْكُمْبِيُوتَرِ

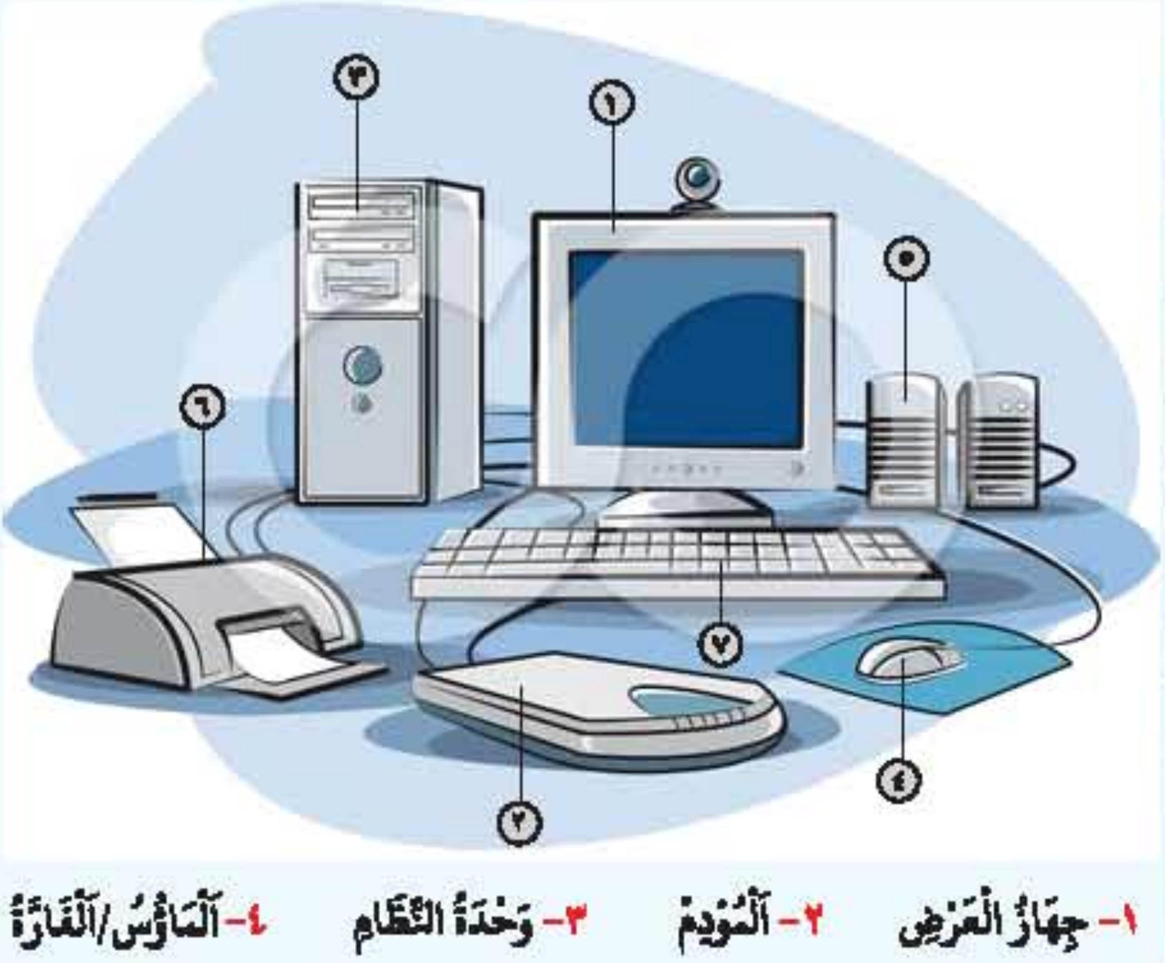

١- جِهَازُ الْعَرْضِ ٢- الْمُودِمُ ٣- وَحْدَةُ النِّظَامِ ٤- الْمَاوُسُ/الْفَارَةُ

٥- مُكَبِّرُ الصَّوْتِ ٦- الطَّابِعَةُ ٧- لَوْحَةُ الْمَفَاتِيحِ

مَعَانِـي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
يُعَدُّ	গণ্য করা হয়	اَلْاِخْتِرَاعَاتُ	আবিষ্কার
اَلْحَاسِبُ الآلِي	গণনার যন্ত্র	اِبْتَكَرَهَا	উহা আবিষ্কার করেন
اَلْجِهَازُ	যন্ত্র	اَلْبَيَانَاتُ	বর্ণনাসমূহ
اَلْمَعْلُوْمَاتُ	তথ্যসমূহ	اَلْآلِيْ	স্বয়ংক্রিয়
اَلْمُكَوِّنَاتُ الْمَادِّيَةُ	হার্ডওয়ার	اَلْبَرْمَجِيَّةُ	সফটওয়ার
يَتَكَوَّنُ	গঠিত	اَلْمَلْمُوْسَةُ	স্পর্শযোগ্য
جِهَازُ الْعَرَضِ	মনিটর	اَلْمُوْدِمْ	মডেম
وَحْدَةُ النِّظَامِ	সিপিইউ	اَلْمَاؤُسُ/اَلْفَارَّةُ	মাউস
مُكَبِّرُ الصَّوْتِ	স্পিকার	اَلطَّابِعَةُ	প্রিন্টার
لَوْحَةُ الْمَفَاتِيْحِ	কিবোর্ড	اَلرِّبْحُ وَالْخَسَارَةِ	লাভক্ষতি

تَدْرِيبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَاذا يُعَدُّ الْكَمْبِيُوْتَرُ ؟

٢- مَنِ اخْتَرَعَ الْكَمْبِيُوْتَرَ ؟

٣- مَا فَائِدَةُ الْكَمْبِيُوْتَرِ ؟

٤- مَاذَا يُمْكِنُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكَمْبِيُوْتَرِ ؟

٥- مِمَّا يَتَكَوَّنُ الْكَمْبِيُوْتَرُ ؟

ب-ضَعْ علاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْـخَطَإِ :

١- يُعَدُّ الْكَمْبِيُوْتَرُ أَحَدَ أَهَمِّ الاِخْتِرَاعَاتِ .

٢- اِبْتَكَرَ الْكَمْبِيُوْتَرَ بَارَاكْ أُوْبَامَا

٣- إِنَّنَا نَعِيْشُ الآنَ فِي عَصْرِ الْكَمْبِيُوْتَرِ.

٤- هُوَ قَادِرٌ عَلَى اِسْتِقْبَالِ الْمَعْلُوْمَاتِ وَاسْتِرْجَاعِهَا.

٥- يَتَكَوَّنُ الْكَمْبِيُوْتَرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ رَئِيْسِيَّةٍ.

٦- اَلْبَرْمَجِيَّةُ هِيَ الأَجْزَاءُ غَيْرُ الْمَلْمُوْسَةِ .

ج- اِمْلَإِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- يُعَدُّ .... أَحَدُ أَهَمِّ الاِخْتِرَاعَاتِ .

٢- يُحَلِّلُ بِهِ أَكْبَرُ .... بِوَقْتٍ سَرِيْعٍ.

٣- يُسْتَعْمَلُ .... لِتَعْيِيْنِ الْمَرَضِ.

٤- عَصْرُنَا الْحَاضِرُ عَصْرُ ....

٥- يَتَكَوَّنُ الْكَمْبِيُوْتَرُ مِنْ ....

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- اِبْتَكَرَ : ....

٢- يُحَلِّلُ : ....

٣- نَعِيْشُ : ....

٤- عَصْرٌ : ....

٥- اَلْمَرَضُ : ....

٦- اَلْمُسْتَخْدِمُ: ....

٧- اَلْمَلْمُوْسَةُ: ....

هـ- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْجَمْعُ
اَلْحَكِيْمُ	--------
اَلْمُخْتَرِعُ	--------
عَصْرٌ	--------
--------	اَلْمَعْلُوْمَاتُ
--------	اَلْمَسَائِلُ
اَلْمَرَضُ	--------
--------	أَجْزَاءٌ

و- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

أُكْتُبْ أَجْزَاءَ الْكَمْبِيُوْتَرِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ

جَدِّيْ وَجَدَّتِيْ

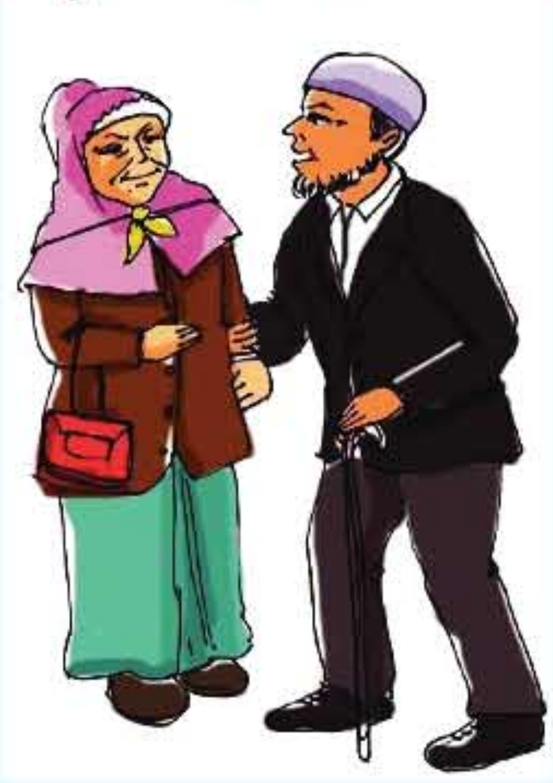

أ. جَدِّيْ جَدِّيْ وَ جَدَّتِيْ　　يَا نُورَ عُمْرِي وَدُنْيَتِيْ
رَمْزَ السَّعَادَةِ فِي بَيْتِنَا　　فِي شَوْقِهِمْ أَنَا يَا فَرْحَتِيْ.

ب. أُحِبُّ جَدِّيْ إِذَا حَكَى　　وَأَسْمَعُ عَصَاهُ إِذَا مَشَى
وَإِنْ شَافَنِيْ يَضُمُّنِيْ　　جَدِّيْ حَبِيبِيْ يُحِبُّنِيْ

ج. يَذْهَبُ بِيَدِيْ إِلَـى الصَّلاَةِ   وَأَجْلِسُ بِـجَنْبِهِ عَلَى عَشَاء
يَـضِيْقُ صَدْرِي إِذ غَــابَ   وَيَـرْتَاحُ قَـلْبِـيْ وَأَنَا مَعَاهُ

د. جَـدِّيْ يُـسَبِّـحُ لَيْلَ نَـهَار   وَيَــذْكُرُ اللّٰهَ سِـرَّ جِـهَار
أَجْـمَلُ هَدِيَّـةٍ يُـجِـيْـبُـهَا   حَلْوَة جَمِيْلَة سِيْف وَعُصَار

مَعَانِـي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
جَدِّيْ	আমার দাদা	مَشَى	চলেন
جَـدَّتِيْ	আমার দাদী	شَافَنِيْ	আমাকে দেখলো
نُوْرُ عُمْرِي	আমার জীবনের আলো	يَضُمُّنِيْ	আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন
رَمْـزُ السَّعَادَةِ	সৌভাগ্যের প্রতীক	عَشَاءٌ	রাতের খাবারে
فِي شَوْقِهِمْ	তাদের আগ্রহে	يَضِيْقُ	সংকীর্ণ হয়ে যায়
حَكَى	বর্ণনা করেন	يَرْتَاحُ	আনন্দিত হয়

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
يُسَبِّحُ	তিনি তাসবিহ পড়েন	سِرَّ جَـهَار	প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে
لَيْلَ نَهَار	রাতদিন	يُجِيْبُهَا	তিনি গ্রহণ করেন
حَلْوَةٌ جَمِيْلَةٌ	সুন্দর মিষ্টি	سِيْف	এক ধরনের মাছ
عُصَارْ	জুস	غَابَ	অনুপস্থিত থাকে

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَنْ هُمَا رَمْزُ السَّعَادَةِ فِي بِيْتِنَا ؟

٢- مَاذَا يُحِبُّ الْحَفِيْدُ ؟

٣- ماذا يَسْمَعُ الْحَفِيْدُ؟

٤- مَتَى يَضُمُّ الْجَدُّ حَفِيْدَهُ؟

٥- إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ الْجَدُّ بِيَدِ الْحَفِيْدِ؟

٦- مَتَى يُسَبِّحُ جَدِّيْ ؟

٧- مَا هِيَ الْهَدِيَّةُ الَّتِيْ يُجِيْبُ الْجَدُّ؟

ب- أَكْمِلِ الأَبْيَاتَ التَّالِيَةَ :

١- جَدِّيْ جَدِّيْ وَجَـدَّتِيْ ....

٢- أُحِبُّ جَدِّيْ إِذَا حَكَى ....

٣- .... جَدِّيْ حَبِيْـبِيْ يُحِبُّنِيْ

٤- يَذْهَبُ بِيَدِيْ إِلَى الصَّلَاةِ ....

٥- جَدِّيْ يُسَبِّحُ لَيْلَ نَهَار ....

٦- .... حَلْوَة جَمِيْلَة سِيْف وَعُصَار

ج- كَوِّنْ جُمَلاً مُفِيْدَةً مِنْ عِنْدِكَ :

١- جَدِّيْ : ....

٢- رَمْـزٌ : ....

٣- حَكَى : ....

٤- اَلصَّلَاةُ : ....

٥- صَدْرِي : ....

د- اِسْتَخْرِجْ مِنَ الْمُعْجَمِ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةَ وَاكْتُبْ مَعَانِيْهَا :

رَمْـزٌ، شَوْقٌ ، حَكَى ، شَافَ ، يَضِيْقُ ، لَيْلَ نَهَار ، سِيْفٌ ، عُصَارٌ .

ه- آلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

اِحْفَظِ النَّشِيْدَ ثُمَّ اكْتُبْ خُلاَصَتَهُ.

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ

اَلْحِوَارُ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْبَائِعِ

ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلٰى دُكَّانٍ لِيَشْتَرِيَ الْقَلَمَ وَدَفْتَرَ الْحِسَابِ وَالْعُلُوْمِ. فَجَرَى الْحِوَارُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ.

اَلطَّالِبُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

اَلْبَائِعُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ، أَيُّ خِدْمَةٍ تُرِيْدُ؟

اَلطَّالِبُ : أُرِيْدُ قَلَمًا مِنْ فَضْلِكَ.

اَلْبَائِعُ : أَيُّ لَوْنٍ تُرِيْدُ؟

اَلطَّالِبُ : أُرِيْدُ قَلَمًا أَسْوَدَ.

اَلْبَائِعُ : تَفَضَّلْ هٰذَا. وَمَاذَا تُرِيْدُ أَيْضًا؟

اَلطَّالِبُ : أُرِيْدُ دَفْتَرَ الْـحِسَابِ وَالْعُلُوْمِ.

اَلْبَائِعُ : تَفَضَّلْ ، خُذِ الدَّفْتَرَيْنِ.

اَلطَّالِبُ : كَمِ الْمَبْلَغُ؟

اَلْبَائِعُ : اَلْمَبْلَغُ سِتُّوْنَ تَاكًا فَقَط.

اَلطَّالِبُ : تَفَضَّلْ، سِتُّوْنَ تَاكًا.

اَلْبَائِعُ : شُكْرًا إِلَـى اللِّقَاءِ.

اَلطَّالِبُ : مَعَ السَّلَامَةِ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
دُكَّانٌ	দোকান	أُرِيْدُ	আমি চাই
لِيَشْتَرِيَ	ক্রয়ের জন্য	أَسْوَدًا	কালো
دَفْتَرُ الْحِسَابِ	গণিত খাতা	اَلدَّفْتَرَيْنِ	দুটি খাতা
دَفْتَرُ الْعُلُوْمِ	বিজ্ঞান খাতা	اَلْمَبْلَغُ	সর্বমোট
جَرَى	চলল	خُذْ	ধরুন/নিন

تَدْرِيْبَات

أ- أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً.

١- إِلٰى أَيْنَ ذَهَبَ الطَّالِبُ؟

٢- لِمَاذَا ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلٰـى الدُّكَّانِ؟

٣- أَيْنَ جَرٰى الْـحِوَارُ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْبَائِعِ؟

٤- أَيُّ قَلَمٍ أَرَادَ الطَّالِبُ؟

٥- كَمِ الْمَبْلَغُ الَّذِي أَعْطَى الطَّالِبُ الْبَائِعَ ؟

ب- إِمْلَإِ الْفَرَاغَ بِكَلِمَةٍ مُنَاسَبَةٍ مِنْ عِنْدِكَ :

١- ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلٰـى .... لِيَشْتَرِيَ الْقَلَمَ.

٢- جَرٰى الْـحِوَارُ بَيْنَ .... وَبَيْنَ الْبَائِـعِ.

٣- أُرِيْدُ .... أَسْوَدَ.

٤- أُرِيْدُ .... وَالْعُلُوْمِ.

٥- أَعْطَى الطَّالِبُ الْبَائِعَ .... تَاكَا.

ج- ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ مِمَّا يَأْتِيْ فِي جُمْلَةٍ مِنْ عِنْدِك .

١- دُكَّانٌ : ....

٢- اَلْقَلَمُ : ....

٣- دَفْتَرُ الْحِسَابِ : ....

٤- خُذْ : ....

٥- اَللِّقَاءُ : ....

د- تَبَادَلِ الْحِوَارَ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً مُسْتَخْدِمًا لِلْكَلِمَاتِ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ كَمَا فِيْ الْمِثَالِ:

اَلْمِثَالُ : كِتَابٌ/اَلدُّرُوْسُ الْعَرَبِيَّةُ .

اَلطَّالِبُ : أُرِيْدُ كِتَابًا مِنْ فَضْلِكَ؟

اَلْبَائِعُ : أَيَّ كِتَابٍ تُرِيْدُ؟

اَلطَّالِبُ : أُرِيْدُ الدُّرُوْسَ الْعَرَبِيَّةَ .

اَلْبَائِعُ : تَفَضَّلْ هٰذَا .

١- قَلَمٌ/أَحْـمَرُ.

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

٢- قَمِيْصٌ/اَلْقَمِيْصُ الْأَسْوَدُ.

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

٣- صَحِيْفَةٌ/إِنْقِلَابٌ.

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

٤- دَفْتَرٌ/اَلدَّفْتَرُ الطَّوِيْلُ.

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

٥- لَحْمٌ/لَحْمُ الْبَقَرِ.

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

اَلْمُشْتَرِيْ : ....

اَلْبَائِعُ : ....

ه- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

اِسْتَخْرِجِ الأَفْعَالَ الْمَاضِيَةَ وَالْمُضَارِعَةَ مِنَ النَّصِّ .

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ

اَلْمُفْرَدَاتُ الْهَامَّةِ

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
ثُعْبَانٌ	অজগর	جَزَرٌ	গাজর
وَقْوَاقٌ	কোকিল	فُلْفُلٌ	মরিচ
غَنَمٌ	ছাগল	خِيَارٌ	শসা
زَرَافَةٌ	জিরাফ	شَعِيْرِيَّةٌ	সেমাই
طَاؤُوْسٌ	ময়ূর	حَـمَّامٌ	গোসলখানা
ذُبَابٌ	মাছি	بَقْلٌ	তরকারি
قَصَبُ السُّكَّرِ	আখ	جُوَافَةٌ	পেয়ারা
قَهْوَةٌ	কফি	بَطَّانِيَّةٌ	কম্বল
فُوْلٌ سُوْدَانِيٌّ	চীনাবাদাম	مُشْطٌ	চিরুনি
حِنْطَةٌ	গম	مِصْفَاةٌ	ছাঁকনি
طَبِيْبٌ	ডাক্তার	رَفٌّ	তাক
بَاحِثٌ	গবেষক	مُسْتَوْصَفٌ	ক্লিনিক

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
زَيْتٌ	তেল	بَيْتٌ	বাড়ি
بُوْدَرَةٌ	পাউডার	مُمْسِحَةُ الْأَرْجُلِ	পাপোশ
صَابُوْنٌ	সাবান	دِهْلِيْزٌ	বারান্দা
دُوْلَابٌ	আলমারি	وِسَادَةٌ	বালিশ
عُصَارٌ	জুস	حَصِيْرٌ	মাদুর
سَرِيْرٌ	খাট	صُنْدُوْقٌ	সিন্দুক
مَكْتَبَةٌ	গ্রন্থাগার	عَلَّاقَةٌ	হ্যাঙ্গার
زُبْدِيَّةٌ	গামলা	كِرِيْكِت	ক্রিকেট
إِبْرِيْقٌ	জগ	مَلْعَبٌ	খেলার মাঠ
جَائِزَةٌ	পুরস্কার	هَدَفٌ	গোল
كُرَةُ السَّلَّةِ	বাস্কেটবল	فَوْزٌ	বিজয়
اَلْكُرَةُ الطَّائِرَةُ	ভলিবল	حَدَثٌ	ঘটনা
حَكَمٌ	রেফারি	نَوْمٌ	ঘুমানো
لَقْلَقٌ	সারস পাখি	كُرْهٌ	অপছন্দ করা

اَلْفَصْلُ الدِّرَاسِيُّ الثَّانِي

२०२४

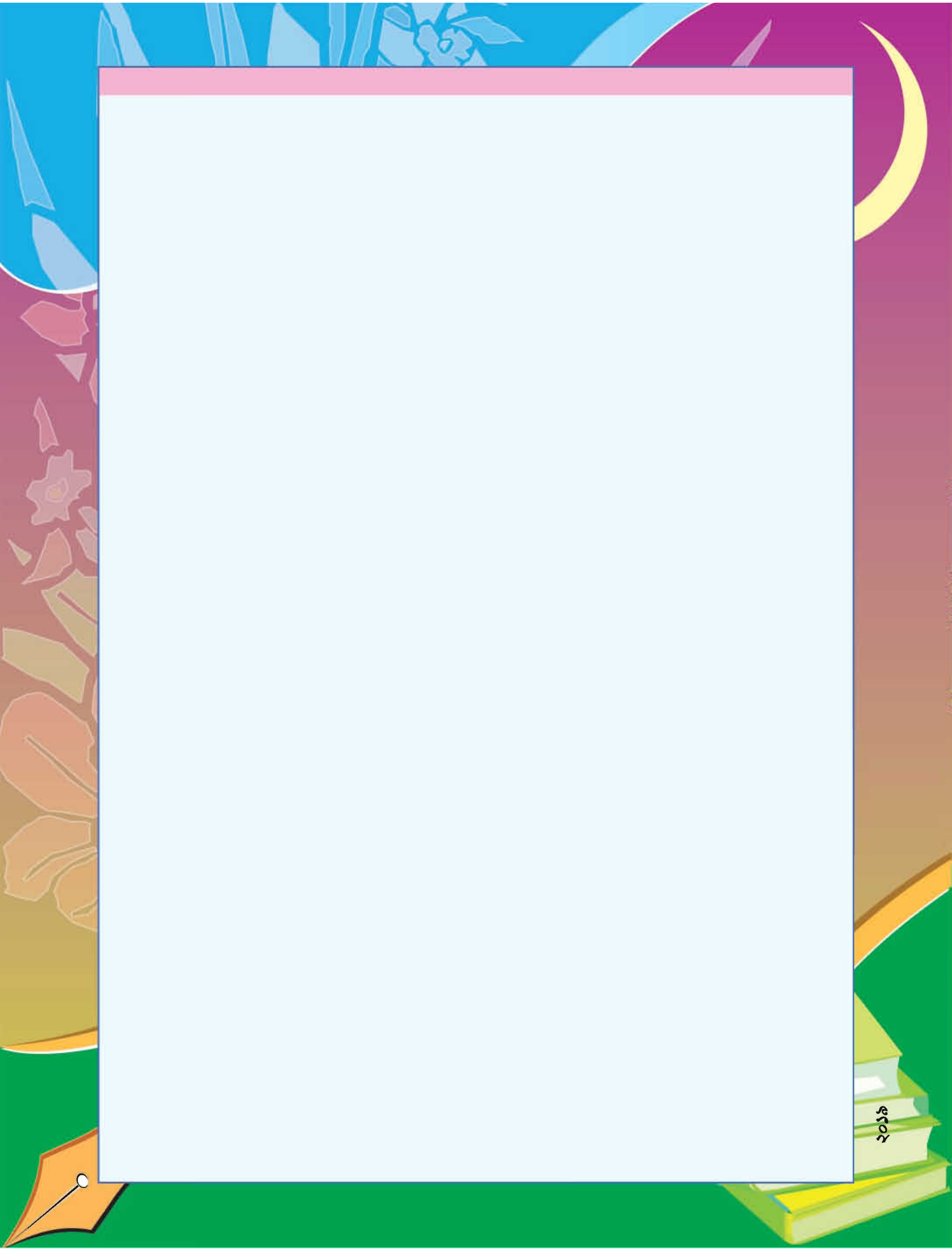

२०२४

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ

رِضَا الرَّبِّ وَسَخَطُهُ

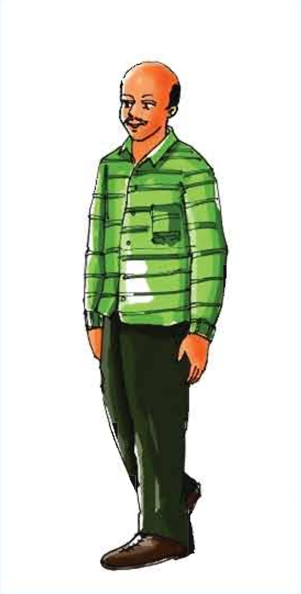

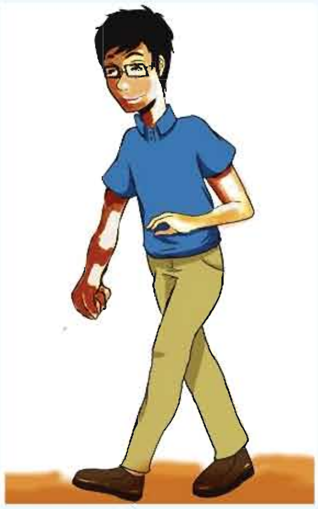

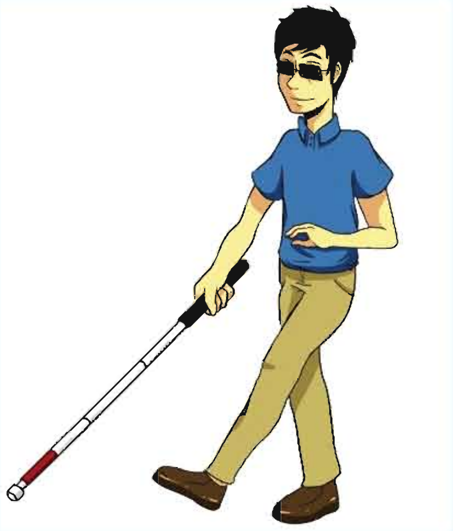

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةٌ : أَبْرَصُ وَأَقْرَعُ وَأَعْمٰى، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْأَبْرَصُ : جِلْدٌ حَسَنٌ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ بَرَصُهُ وَأُعْطِيَ جِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ : أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْإِبِلُ ، فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ . فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا .

فَأَتَى الْمَلَكُ الْأَقْرَعَ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ ، فَمَسَحَهُ فَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا . فَقَالَ : أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْبَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلَةً. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا .

ثُمَّ أَتَـى الْمَلَكُ الْأَعْمٰى، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْـكَ؟ قَـالَ : أَنْ يَـرُدَّ اللهُ إِلَـيَّ بَـصَرِي فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ : أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدَةً. فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا . فَكَانَ لِـهٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِـهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَـرِ وَلِـهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ الْمَلَكُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُوْرَةِ مِسْكِيْنٍ وَقَالَ : قَدْ انْقَطَعَتْ بِـيَ الْـحِبَالُ فِيْ سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِـيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنِّـي أَسْأَلُ بِكَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّـغُ عَلَيْـهِ فِي سَـفَرِيْ. فَقَالَ الْـحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَـكُـنْ أَبْـرَصَ يَقْـذَرُكَ النَّـاسُ فَقِـيْرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ .فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ.

ثُمَّ أَتَى الْمَلَكُ الْأَقْرَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَـالَ لِـهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْـهِ مِثْـلَ مَـا رَدَّ عَلٰى هٰـذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰـى مَا كُنْتَ .

ثُمَّ أَتَى الْأَعْمٰى فَقَالَ : انْقَطَعَتْ بِـيَ الْـحِبَالُ فِي سَفَرِيْ فَلَا بَلَاغَ لِـيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِـاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللهُ إِلَـيَّ بَصَرِيْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَـا شِـئْتَ فَـوَ اللهِ لَا أَجْهَـدُكَ الْيَـوْمَ شَـيْئًا أَخَذْتَهُ لِلهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
أَبْرَصُ	কুষ্ঠরোগী	بَصَرِيْ	আমার দৃষ্টি
أَقْرَعُ	টাকমাথা	اَلْغَنَمُ	ছাগল
أَعْمٰى	অন্ধ	شَاةٌ وَالِدَةٌ	গর্ভবতী ছাগী
يَبْتَلِيْهِمْ	তাদেরকে পরীক্ষা করবেন	فَأُنْتِجَ	পশুর বাচ্চা জন্ম দেয়া হলো
مَلَكٌ	ফেরেশতা	قَدْ اِنْقَطَعَتْ	শেষ হয়ে গেছে
أَحَبُّ	অধিক প্রিয়	اَلْحِبَالُ	পাথেয়
فَمَسَحَهُ	অতঃপর তাকে হাত বুলালেন	بَعِيْرٌ	উট
نَاقَةٌ عُشَرَاءُ	দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী	وَرِثْتُ	আমি মালিক হয়েছি
بَقَرَةٌ حَامِلَةٌ	গর্ভবতী গাভী	كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ	পূর্বপুরুষ থেকে
أَمْسِكْ	গ্রহণ কর/ধর	مَا شِئْتَ	তোমার যা ইচ্ছা
رَضِيَ	সন্তুষ্ট	سُخِطَ	ক্রোধ

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- إِلٰى مَنْ بَعَثَ اللهُ مَلَكًا ؟

٢- أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى الْأَقْرَعِ ؟

٣- أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى الْأَبْرَصِ ؟

٤- أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى الْأَعْمٰى ؟

٥- كَيْفَ وَجَدَ الأَعْمٰى بَصَرَهُ ؟

٦- بِمَاذَا اِبْتَلٰى اللهُ الأَقْرَعَ وَالأَبْرَصَ وَالأَعْمٰى ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَ أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

٢- أُعْطِيَ الأَبْرَصُ نَاقَةً عُشَرَاءَ.

٣- أَحَبَّ الأَقْرَعُ بَقَرَةً حَامِلَةً.

٤- أُعْطِيَ الأَعْمٰى غَنَمًا قَوِيًّا.

٥- جَاءَ الْمَلَكُ بِصُورَةِ مِسْكِيْنٍ.

ج- اِمْلَأِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- أَتَى الْمَلَكُ إِلَى .... أَوَّلاً.

أ- اَلْأَقْرَعِ
ب- اَلْأَبْرَصِ
ج- اَلْأَعْمٰى

٢- أُعْطِيَ الأَبْرَصُ جِلْدًا حَسَنًا وَ.......................

أ- نَاقَةً عُشَرَاءَ
ب- بَقَرَةً حَامِلَةً
ج- شَاةً وَالِدَةً

٣- أُعْطِيَ الأَقْرَعُ شَعْرًا حَسَنًا و.......................

أ- نَاقَةً عُشَرَاءَ
ب- بَقَرَةً حَامِلَةً
ج- شَاةً وَالِدَةً

٤- أُعْطِيَ الأَعْمَى بَصَرَهُ وَ.......................

أ- نَاقَةً عُشَرَاءَ
ب- بَقَرَةً حَامِلَةً
ج- شَاةً وَالِدَةً

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- اَلْأَبْرَصُ : ....

٢- أُعْطِيَ : ....

٣- اَلْمَلَكُ : ....

٤- يَذْهَبُ : ....

٥- مَسَحَ : ....

٦- اَلْغَنَمُ : ....

ه- حَوِّلِ الْمُفْرَدَ إِلَى الْـجَمْعِ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ
لَوْنٌ	-------
بَقَرَةٌ	-------
اَلْغَنَمُ	-------
مِسْكِيْنٌ	-------
فَقِيْرٌ	-------

و- غَيِّرِ الْأَفْعَالَ فِي الْـجُمَلِ الْأَتِيَةِ كَمَا فِي الْمِثَالِ :

اَلْمِثَالُ : س : أَعْطَى الْمَلَكُ الْأَبْرَصَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ)

ج : أُعْطِيَ الْأَبْرَصُ نَاقَةً عُشَرَاءَ

١- س : حَفِظَ نُعْمَانُ الْقُرْآنَ . (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ)

ج : ....

٢- س : وَضَعَتْ فَاطِمَةُ كُرَّاسَتَهَا فِي الْحَقِيْبَةِ . (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ)

ج : ....

٣- س : فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ . (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ)

ج : ....

٤- س : يَفْتَحُ الْمُدِيْرُ بَابَ الْمَدْرَسَةِ . (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ)

ج : ....

٥- س : أَغْلَقَ الْـحَارِسُ الْبَابَ . (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ)

ج : ....

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ

اِقْــرَأْ اِقْــرَأْ

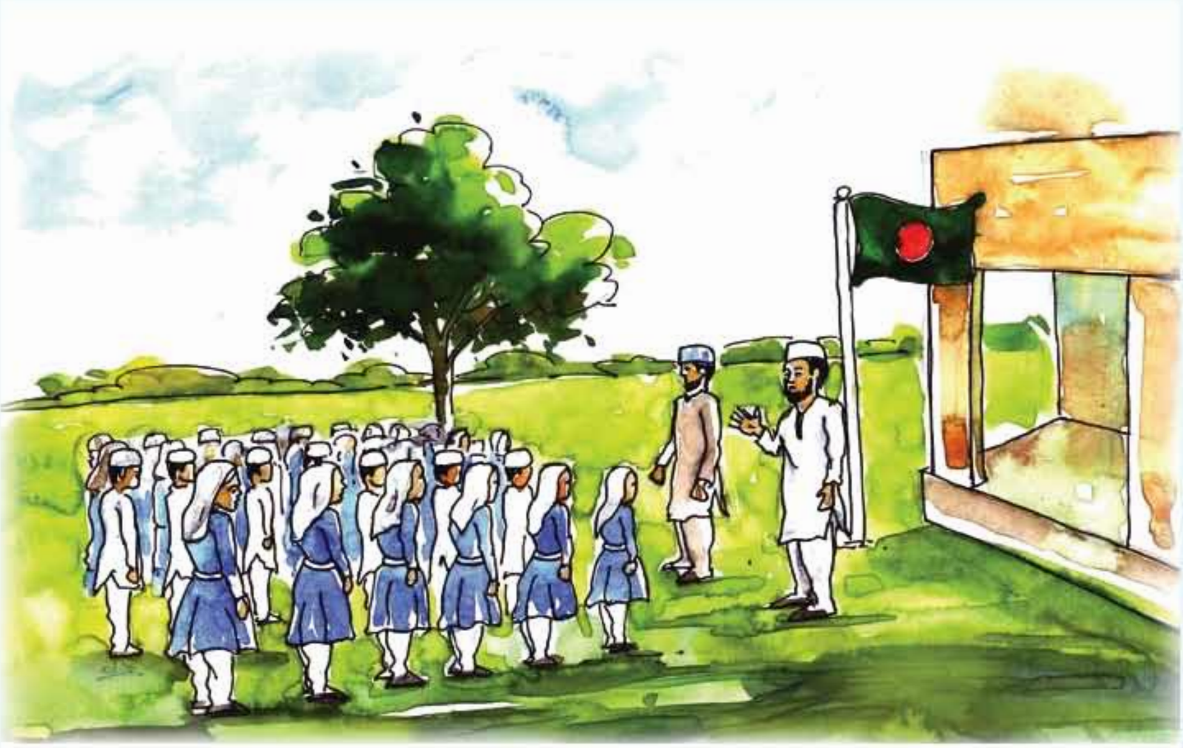

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْــمٰنِ الرَّحِيْمِ .

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

أَوَّلُ كَلِمَةٍ كَلِمَةُ اِقْرَأْ......

أَجْـمَلُ حِكْمَةٍ كَلِمَةُ اِقْرَأْ. اَلْقِرَاءَةُ لَهَا أَجْنِحَةٌ جَـمِيْلَةٌ.

تَـحْمِلُنَا وَتَطِيْرُ بِنَا، وَتُـحَلِّقُ فِي أَعْلٰـى مَكَانٍ ....

أ. اِقْـرَأْ.. اِقْـرَأْ.. اِقْـرَأْ　　كَـانَـتْ أَوَّلَ كَـلِـمَـةْ
اِقْـرَأْ.. اِقْـرَأْ.. اِقْـرَأْ　　كَانَتْ أَجْـمَـلَ حِكْمَةْ
اِقْـرَأْ بِـاسْمِ اللهِ تَعَالٰـى　　اِقْرَأْ وَاصْعَدْ نَحْوَ الْقِمَّةِ

ب. اِقْـرَأْ بِـاسْمِ اللهِ الْكَـوْنَا　　عِلْـمًا أَدَبًا فِكْـرًا فَـنًّا
وَتَـعَلَّـمْـهُ رُكْـنًا رُكْـنًا　　وَامْضِ بِهِ مَوْفُوْرَ الْهِمَّةِ

ج. اِقْرَأْ وَ اكْتُبْ فِي الْمَدْرَسَةِ　　اَسْمٰى مَعْنًى أَحْلٰى لُغَةٍ
وَارْسُمْ دَرْبًا كَالْأُمْـنِـيَـةِ　　وَاطْبَعْ فِي آخِـرِهِ بَسْمَةً

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
اِقْرَأْ	পড়	اَلْقِمَّةُ	চূড়া
أُنْشُرْ	ছড়িয়ে দাও	اِمْضِ بِهِ	উহা দ্বারা বাস্তবায়ন কর
بَسْمَةٌ	মৃদু হাসি	مَوْفُوْرٌ	অফুরন্ত
أَحْلٰى لُغَةٍ	মিষ্ট ভাষা	اَلْهِمَّةُ	আকাঙ্খা
دَرْبٌ	পথ	اَلْكَوْنُ	সৃষ্টিজগত
اِصْعَدْ	আরোহন কর	اَسْمٰى	উচ্চতর
عِلْمٌ	শিক্ষা	حِكْمَةٌ	প্রজ্ঞা
أَدَبٌ	সাহিত্য	اِبْحَثْ	অনুসন্ধান কর
فِكْرٌ	দর্শন	عَلَقٌ	জমাট রক্ত
فَنٌّ	প্রযুক্তি	اَلْأَكْرَمُ	অধিক সম্মানিত
رُكْنًا رُكْنًا	দৃঢ়ভাবে	أُرْسُمْ	পরিকল্পনা কর
كَالْأُمْنِيَةِ	নিরাপত্তামূলক	اِطْبَعْ	ছাপিয়ে দাও

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَا هِيَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ ؟

٢- بِأَيِّ اِسْمٍ تَقْرَأُ ؟

٣- بِأَيِّ شَيْئٍ عَلَّمَ اللهُ؟

٤- مَاذَا تَطْبَعُ فِي الْآخِرِ؟

٥- أَيْنَ تَدْرُسُ؟

ب- أَكْمِلِ الْأَبْيَاتَ التَّالِيَةَ :

١-............................... كَانَتْ أَوَّلَ كِلْمَةٍ

٢- .... اِقْرَأْ وَاصْعَدْ نَحْوَ الْقِمَّةِ

٣- اِقْرَأْ بِاسْمِ اللهِ الْكَوْنَا ....

٤- وَتَعَلَّمْهُ رُكْنًا رُكْنًا ....

٥- اِقْرَأْ وَ اكْتُبْ فِي الْمَدْرَسَةِ ....

٦- .... وَاطْبَعْ فِي آخِرِهِ بَسْمَةً.

ج- كَوِّنْ جُـمَلاً مُفِيْدَةً مِنْ عِنْدِكَ :

١- كَلِمَةٌ : ....

٢- جَمِيْلَةٌ : ....

٣- اَلْكَوْنُ: ....

٤- مَوْفُوْرٌ : ....

٥- اَلْمَدْرَسَةُ : ....

د- اِسْتَخْرِجْ مِنَ الْمُعْجَمِ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةَ وَاكْتُبْ مَعَانِيْهَا

اِصْعَدْ، اَلْقِمَّةُ، عَزْمٌ، اُنْشُرْ، اَلْأَمْنِيَّةُ، مَوْفُوْرٌ، بَسْمَةٌ، دَرْبٌ.

ه- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

اِحْفَظِ النَّشِيْدَ ثُمَّ اكْتُب خُلاَصَتَهُ.

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ

حَدِيْقَةُ الْـحَيَوَانَاتِ

مَحْمُوْدٌ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ

نَعِيْمٌ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

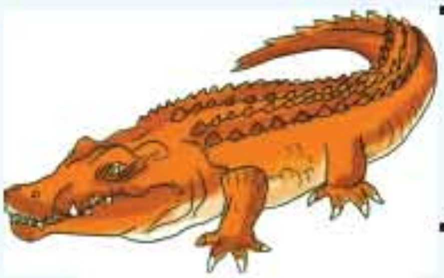

مَحْمُوْدٌ : أَيْنَ كُنْتَ أَمْسِ؟ يَا نَعِيْمُ!

نَعِيْمٌ : أَمْسِ ذَهَبْتُ إِلَـى حَدِيْقَةِ الْـحَيَوَانَاتِ.

مَحْمُوْدٌ : مَعَ مَنْ ذَهَبْتَ إِلَـى حَدِيْقَةِ الْـحَيَوَانَاتِ؟

نَعِيْمٌ : ذَهَبْتُ مَعَ أَبِـيْ وَأُمِّـيْ.

مَحْمُوْدٌ : مَاذَا شَاهَدْتَ هُنَاكَ؟

نَعِيْمٌ : شَاهَدْتُ هُنَاكَ أَنْوَاعَ الْـحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُوْرِ. مِنْهَا الْقِرْدَةُ وَالأَسَدُ وَالنَّمِرُ وَالذِّئْبُ وَالْغَزَالُ وَالتِّمْسَاحُ.

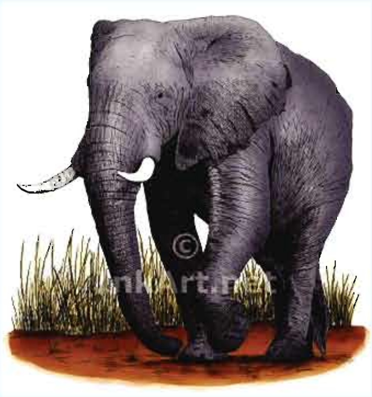

مَحْمُوْدٌ : أَ مَا رَأَيْتَ الْفِيْلَ وَالزَّرَافَةَ؟

نَعِيْمٌ : بَلٰـى ، وَلٰكِـنِّـي نَسِيْتُ الذِّكْرَ.

مَحْمُوْدٌ : مَا أَعْجَبَكَ فِي حَدِيْقَةِ الْـحَيَوَانَاتِ؟

نَعِيْمٌ : خُرْطُوْمُ الْفِيْلِ. يَأْخُذُ بِهِ الأَشْيَاءَ.

مَحْمُوْدٌ : أُرِيْدُ أَنْ أَزُوْرَ حَدِيْقَةَ الْـحَيَوَانَاتِ فِي الأُسْبُوْعِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

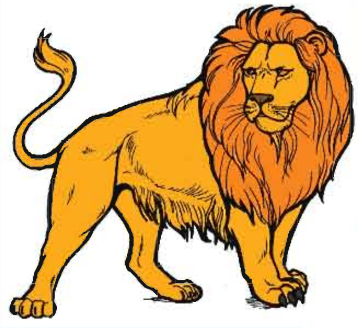

نَعِيْمٌ : أَنَا أُسَاعِدُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

مَحْمُوْدٌ : شُكْرًا لَكَ ، إِلَـى اللِّقَاءِ.

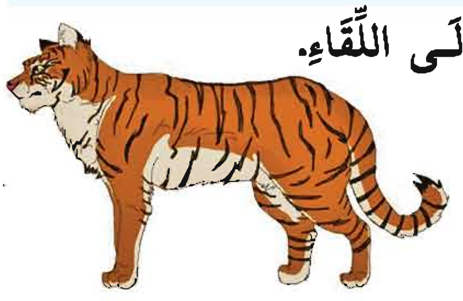

مَعَانِـي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
أَمْسِ	গতকাল	اَلْقِرْدَةُ	বানর
ذَهَبْتُ	আমি গেলাম	اَلأَسَدُ	সিংহ
حَدِيْقَةُ الْحَيَوَانَاتِ	চিড়িয়াখানা	اَلنَّمِرُ	চিতাবাঘ

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
شَاهَدْتَ	তুমি দেখেছ	اَلْغَزَالُ	হরিণ
اَلتِّمْسَاحُ	কুমির	خُرْطُوْمُ الْفِيْلِ	হাতির শুঁড়
أَزُوْرُ	আমি ভ্রমণ করব	أُسَاعِدُ	আমি সাহায্য করব

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَعَ مَنْ ذَهَبَ نَعِيْمٌ إِلٰـى حَدِيْقَةِ الْحَيْوَانَاتِ؟

٢- مَاذَا شَاهَدَ نَعِيْمٌ فِي حَدِيْقَةِ الْحَيْوَانَاتِ؟

٣- مَاذَا أَعْجَبَ نَعِيْمًا؟

٤- مَاذَا يَفْعَلُ الْفِيْلُ بِخُرْطُوْمِهِ؟

٥- مَنْ سَاعَدَ مَحْمُوْدًا فِي الزِّيَارَةِ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- ذَهَبَ نَعِيْمٌ مَعَ الْوَالِدَيْنِ إِلٰـى حَدِيْقَةِ الْـحَيْوَانَاتِ.

٢- شَاهَدَ مَحْمُوْدٌ أَنْوَاعَ الْـحَيْوَانَاتِ وَالطُّيُوْرِ.

٣- لِلزَّرَافَةِ خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ.

٤- مَا رَأَى نَعِيْمٌ الْفِيْلَ وَالزَّرَافَةَ فِي الْحَدِيْقَةِ.

٥- اَلْفِيْلُ يَأْخُذُ الْأَشْيَاءَ بِخُرْطُوْمِهِ.

٦- يَذْهَبُ مَحْمُوْدٌ إِلَى الْحَدِيْقَةِ فِي الْأُسْبُوْعِ الْقَادِمِ.

ج- اِمْلَأْ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسِبَةِ :

١- .... ذَهَبْتُ إِلَى حَدِيْقَةِ الْحَيَوَانَاتِ.

٢- ذَهَبْتُ مَعَ أَبِي وَ......................

٣- شَاهَدْتُ هُنَاكَ أَنْوَاعَ .... وَالطُّيُوْرَ.

٤- نَسِيْتُ ذِكْرَ الزَّرَافَةِ و ....

٥- .... الْفِيْلِ طَوِيْلٌ.

د- هَاتِ جُمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- ذَهَبْتَ : ....

٢- حَدِيْقَةٌ : ....

٣- اَلطُّيُوْرُ: ....

٤- اَلْقِرْدَةُ : ....

٥- اَلْفِيْلُ : ....

هـ- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ
	اَلْحَيَوَانَاتُ
--------	أَنْوَاعٌ
--------	اَلطُّيُوْرُ
--------	اَلأَشْيَاءُ
اَلْقِرْدَةُ	--------

و- هَاتِ السُّؤَالَ وَالْـجَوَابَ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً مُسْتَخْدِمًا بِالْكَلِمَاتِ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ كَمَا فِي الْمِثَال :

مِثَالٌ : (اَلنَّعَامَةُ)

س : هَلَ رَأَيْتَ النَّعَامَةَ ؟ ج : نَعَمْ ، رَأَيْتُهَا .

	اَلأَسْئِلَةُ	اَلأَجْوِبَةُ
(١)	(اَلْبَقَرَةُ) .... ؟	....

	اَلْأَسْئِلَةُ	اَلْأَجْوِبَةُ
(٢)	(اَلْإِبِلُ) .... ؟	....
(٣)	(اَلسُّلَحْفَاةُ) .... ؟	....
(٤)	(اَلْحَيَّةُ) .... ؟	....
(٥)	(اَلْبَطَّةُ) .... ؟	....

اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ

مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

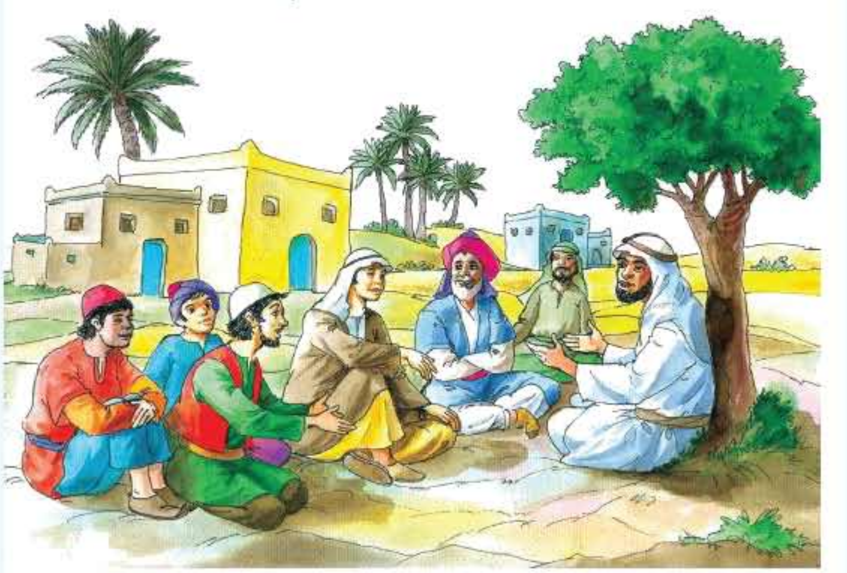

مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ﷺ كَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَة وَخِيَارِهِمْ، وَمِنَ السَّابِقِيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، أَسْلَمَ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ، وَكَتَمَ إِسْلَامَهُ خَوْفًا مِنْ أُمِّهِ وَقَوْمِهِ، وَكَانَ يَلْتَقِيْ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا، فَبَصَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ يُصَلِّيْ، فَأَعْلَمَ أَهْلَهُ وَأُمَّهُ، فَأَخَذُوْهُ فَحَبَسُوْهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوْسًا إِلَى أَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبْشَةِ، فَعَادَ مِنَ الْحَبْشَةِ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ بَعْدَ الْعَقَبَةِ الْأُوْلَى لِيُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ، وَيُصَلِّيْ بِهِمْ .

كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ﷺ حَامِلَ لِوَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ. وَلَمَّا بَدَأَتِ الْمَعْرِكَةُ حَمَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ﷺ اللِّوَاءَ عَالِياً، وَكَبَّرَ وَمَضَى يَصُوْلُ وَيُجَوِّلُ، لِيَشْغَلَ

الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُ اِبْنُ قُمَيْئَةٍ وَضَرَبَهُ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى فَقَطَعَهَا، وَأَخَذَ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى وَضَمَّهُ عَلَيْهِ، فَضَرَبَ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى فَقَطَعَهَا، فَضَمَّ اللِّوَاءَ بِعَضُدَيْهِ إِلٰى صَدْرِهِ. وَعِنْدَمَا رَأَى الْمُشْرِكُ إِصْرَارَهُ عَلٰى حَمْلِ اللِّوَاءِ ضَرَبَهُ بِالرَّمْحِ عَلٰى صَدْرِهِ، فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ شَهِيْداً.

عِنْدَ اِنْتِهَاءِ الْمَعْرِكَةِ أَخَذَ الرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَتَفَقَّدُوْنَ الشُّهَدَاءَ وَالْجَرْحٰى حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ قَدْ مَثَّلُوْا بِهِ، فَاضَتْ دُمُوْعُهُ الشَّرِيْفَةُ وَهُوَ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ أَنَّكُمُ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى أَصْحَابِهِ قَائِلاً لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ زُوْرُوْهُمْ، وَآتُوْهُمْ وَسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
فُضَلَاءُ	সম্মানিত	لِيُعَلِّمَ	শিক্ষা দেয়ার জন্য
مَضٰى يَصُوْلُ وَ يُجَوِّلُ	ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করতে লাগলেন	حَامِلُ لِوَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ	মুসলমানদের পতাকাবাহী
كَتَمَ	গোপন করলেন	اَلْمَعْرِكَةُ	যুদ্ধক্ষেত্র

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
كَانَ يَلْتَقِيْ	তিনি মিলিত হতেন	كَبَّرَ	আল্লাহু আকবার বললেন
أَخَذُوْهُ	তারা তাকে ধরল	حَبَسُوْهُ	তারা তাকে বন্দি করল
بِعَضُدَيْهِ	তার দুই বাহু দ্বারা	اَلسَّابِقِيْنَ	পূর্ববর্তী
مَحْبُوْسٌ	বন্দি	يَدُهُ الْيُمْنٰى	ডান হাত
أَرْضُ الْحَبْشَةِ	আবিসিনিয়া ভূমি	إِصْرَارُهُ	তার দৃঢ় সংকল্প
يَتَفَقَّدُوْنَ	তারা খোঁজ করছেন	اَلْجَرْحٰى	আহতগণ
فَاضَتْ	গড়িয়ে পড়ল	زُوْرُوْهُمْ	তাদের যিয়ারত কর

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَنْ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ؟

٢- أَيْنَ أَسْلَمَ مُصْعَبُ ؟

٣- لِمَاذَا كَتَمَ مُصْعَبٌ إِسْلَامَهُ ؟

٤- لِمَاذَا حُبِسَ مُصْعَبٌ ؟

٥- مَتَى هَاجَرَ مُصْعَبٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَلِمَاذَا ؟

٦- مَنْ كَانَ حَامِلَ لِوَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ ؟

٧- لِمَاذَا مَضى مُصْعَبٌ يَصُوْلُ وَيَجُوْلُ ؟

٨- كَيْفَ أُسْتُشْهِدَ مُصْعَبٌ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ؟

ب- ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- كَانَ مُصْعَبٌ مِنَ السَّابِقِيْنَ إِلَـى الْإِسْلَامِ.

٢- أَعْلَنَ مُصْعَبٌ إِسْلاَمَهُ فَرَحًا مِنْ أُمِّهِ وَقَوْمِهِ.

٣- كَانَ مُصْعَبٌ يَلْتَقِيْ بِرَسُوْلِ اللهِ سِرًّا.

٤- هَاجَرَ عُمَيْرُ إِلَـى أَرْضِ الْحَبْشَةِ أَوَّلاً.

٥- ضَرَبَهُ اِبْنُ قُمَيْئَةٍ بِالرَّمْحِ عَلَى صَدْرِهِ فَاسْتُشْهِدَ.

٦- فَاضَتْ دُمُوْعُهُ الشَّرِيْفَةُ بِرُؤْيَةِ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي الْمَعْرِكَةِ.

ج- اِمْلَأْ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ فُضَلاَءِ ....

أ- اَلْمُهَاجِرِيْنَ

ب- اَلتَّابِعِيْن

ج- اَلصَّحَابَةِ

٢- أَعْلَمَ .... أَهْلَهُ وَأُمَّهُ خَبَرَ إِسْلَامِهِ .

أ- عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ﵁

ب- مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ﵁

ج- اَحَدُ الصَّحَابَةِ ﵁

٣- هَاجَرَ مُصْعَبٌ ﵁ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُعَلِّمَ .... الْقُرْآنَ الْكَرِيْم

أ- الصَّحَابَةَ

ب- الْيَهُوْدَ

ج- النَّاسَ

٤- كَانَ مُصَعَبٌ ﵁ حَامِلَ لِوَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي مَعْرِكَةِ ....

أ- بَدْرٍ

ب- أُحُدٍ

ج- تَبُوْكٍ

٥- مَضى مُصْعَبٌ ﵁ يَصُوْلُ وَيُجَوِّلُ، لِيَشْغُلَ ...... عَنْ الرَّسُوْلِ ﷺ .

أ- الْمُشْرِكِيْنَ

ب- الْمُؤْمِنِيْنَ

ج- الْمُنَافِقِيْنَ

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- أَسْلَمَ : ....

٢- يَلْتَقِي : ....

٣- هَاجَرَ : ....

٤- اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ : ....

٥- اَلْمَعْرِكَةُ : ....

٦- اَلشُّهَدَاءُ : ....

هـ- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ
--------	فُضَلَاءُ
--------	اَلسَّابِقِيْنَ
اَلْمَعْرِكَةُ	--------
--------	اَلْمُشْرِكِيْنَ
--------	اَلشُّهَدَاءُ
--------	دُمُوْعٌ

و- حَوِّلِ الْأَفْعَالَ كَمَا فِي الْمِثَالِ :

اَلْمِثَالُ : (الف) الرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ ﷺ يَتَفَقَّدُ الشُّهَدَاءَ (وَأَصْحَابُهُ)

(ب) الرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَتَفَقَّدُوْنَ الشُّهَدَاءَ.

١- (الف) اَلرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ ﷺ كَبَّرَ فِي الْمَعْرِكَةِ . (وَأَصْحَابُهُ)

(ب) ....

٢- (الف) مُصْعَبٌ ؓ هَاجَرَ إِلَـى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ. (وَعِيَالُهُ)

(ب) ....

٣- (الف) نُعْمَانُ أَسْلَمَ بِيَدِيْ . (وَأَصْدِقَائُهُ)

(ب) ....

٤- (الف) اَلْمُشْرِكُ ضَرَبَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى. (وَأَهْلُهُ)

(ب) ....

٥- (الف) مُصْعَبٌ ؓ أَخَذَ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى . (وَزُمَلَائُهُ)

(ب) ....

اَلدَّرْسُ الثَّانِـي عَشَرَ

خَـيْـرُ الْأَصْحَابِ

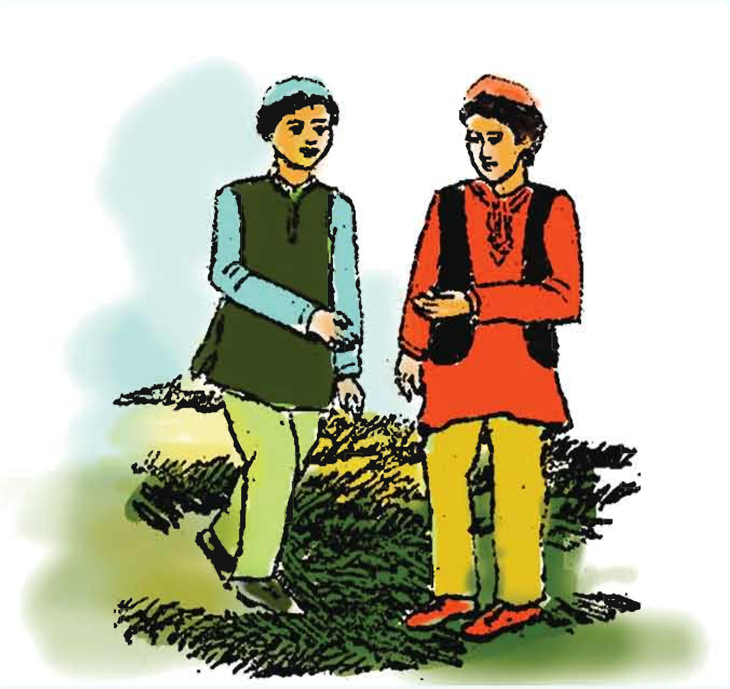

سُهَيْلٌ خَيْرُ الأَصْحَابِ　　يُـشارِكُـنِيْ بِالْأَلْعَابِ
يُـذَكِّرُنِـيْ بِأَخْـلَاقٍ　　وَيَـدْعُـوْنِـيْ لِآدَابِ
وَعِنْدَ الضِّـيْـقِ أَلْقَاهُ　　قَرِيْبًا لَيْسَ يَتْرُكُنِي
سُـهَـيْلٌ لَسْتُ أَنْسَـاهُ　　حَـمَـاهُ اللهُ، حَـيَّـاهُ
سُهَيْلٌ خَيْرُ الأَصْحَابِ　　وَآخَـى بَـيْـنَـنَا اللهُ

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
خَيْرُ الْأَصْحَابِ	উত্তমসঙ্গী	لِآدَابِ	শিষ্টাচারের জন্য
يُشارِكُنِي	সে আমাকে গ্রহণ করে	يَـدْعُوْنِي	সে আমাকে দাওয়াত দেয়
بِالأَلْعَابِ	খেলাধুলায়	عِنْدَ الضِّيْقِ	বিপদের মুহূর্তে
يُذَكِّرُنِـي	সে আমাকে উপদেশ দেয়	أَلْقَاه	আমি তার সাথে মিলিত হই
لَيْسَ يَتْرُكُنِي	সে আমাকে পরিত্যাগ করে না	حَيَّـاهُ	তাকে দীর্ঘজীবি করুন
حَمَـاهُ	তাকে রক্ষা করুন	لَسْتُ أَنْسَـاهُ	আমি তাকে ভুলি না
آخَى	ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেন	بَـيْـنَـنَا	আমাদের মাঝে

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَنْ هُوَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ ؟

٢- بِمَاذَا يُشَارِكُكَ سُهَيْلٌ ؟

٣- بِأَيِّ شَيْءٍ يُذَكِّرُكَ سُهَيْلٌ؟

٤- إِلٰـى مَا يَدْعُوكَ سُهَيْلٌ؟

٥- مَاذَا دَعَا الصَّدِيْقُ لِسُهَيْلٍ؟

٦- مَا هِيَ الصِّفَاتُ الْحَمِيْدَةُ لِسُهَيْلٍ؟

ب- أَكْمِلِ الْأَبْيَاتَ الآتِيَةَ:

١- سُهَيْلٌ خَيْرُ الأَصْحَابِ ....

٢- .... وَيَدْعُوْنِي لآدَابِ

٣- سُهَيْلٌ لَسْتُ أَنْسَاهُ ....

٤- .... وَآخَى بَيْنَنَا اللهُ

ج- كَوِّنْ جُمَلاً مُفِيْدَةً مِنْ عِنْدِكَ :

١- اَلأَصْحَابُ : ....

٢- يُذَكِّرُ : ....

٣- آدَابٌ : ....

٤- اَلضِّيْقُ : ....

٥- يَتْرُكُ : ....

د- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ
--------	اَلأَصْحَابُ
--------	اَلأَلْعَابُ
--------	أَخْـلاَقٌ
--------	آدَابٌ

ه- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

اِحْفَظِ النَّشِيْدَ ثُمَّ اكْتُب خُلَاصَتَهُ.

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ

حُقُوْقُ الْجَارِ

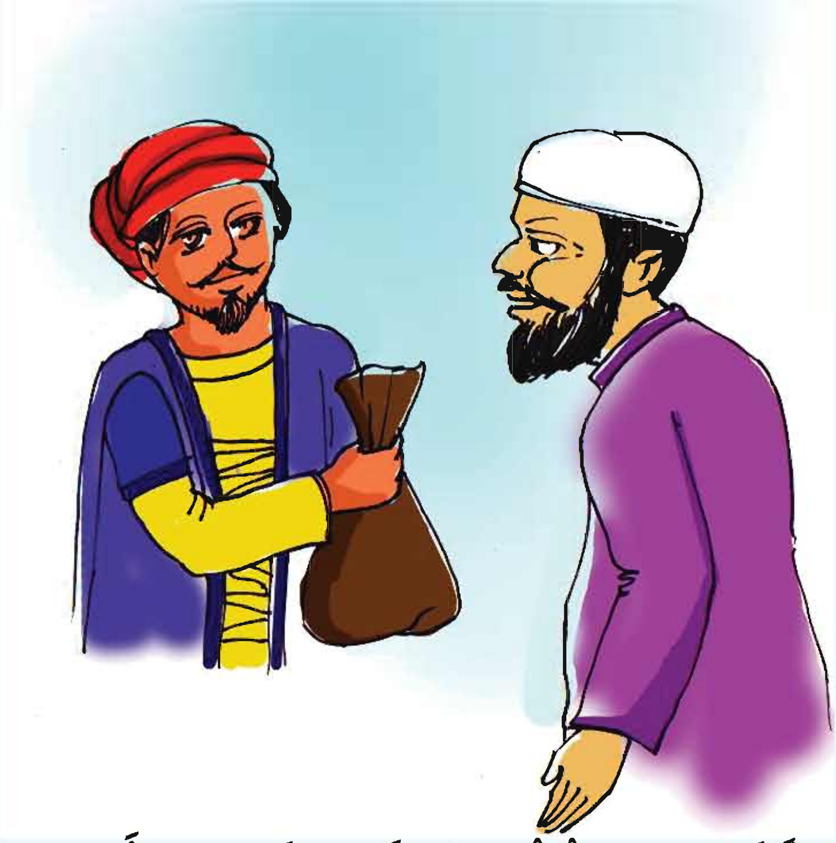

كَانَ سَالِمٌ رَجُلاً كَرِيْمًا طِيْبَ الْقَلْبِ. وَكَانَ لَهُ جَارٌ فَقِيْرٌ اِسْمُهُ أَحْمَدُ . وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ اِشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ إِلٰى النُّقَوْدِ فَطَلَبَ الْمُسَاعَدَةَ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَلٰكِن لَمْ يَجْدْ أَحَدًا مِّنْهُمْ مَنْ قَامَ بِنُصْرَتِهِ . فَأَخِيْرًا قَرَّرَ أَحْمَدُ أَنْ يَبِيْعَ دَارَهُ. فَجَاءَهُ أَحَدٌ وَقَالَ :

كَمْ ثَمَنًا تُرِيْدُ لِلدَّارِ يَا أَحْمَدُ؟

قَالَ أَحْمَدُ: أُرِيْدُ أَلْفَ دِيْنَارٍ.

قَالَ الْمُشْتَرِيْ: اَلثَّمَنُ غَالٍ.

قَالَ أَحْـمَدُ: هٰذَا صَحِيْحٌ.. وَلٰكِنَّ لِـهٰذِهِ الدَّارِ جَارٌ طَيِّبٌ كَرِيْمٌ، اِسْمُهُ سَالِمٌ يَـزُوْرُنِي إِذَا مَرِضْتُ.. وَيَسْأَلُ عَنِّيْ إِذَا عُوْفِيْتُ.. وَيَفْرَحُ إِذَا فَرِحْـتُ وَيَـحْزُنُ إِذَا أُصِـبْتُ ..لَـمْ أَسْمَعْ مِنْهُ كَلِمَةً سَيِّئَةً قَطُّ.

فَقَالَ الْمُشْتَـرِيْ: إِنَّ مَنْ لَهُ جَارٌ كَسَالِمٍ فَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلٰى أَنْ يَبِيْعَ دَارَهُ.

عِنْدَ مَا وَصَلَ إِلٰى سَالِمٍ هٰذَا الْـخَبَـرَ ، قَـالَ لَهُ: لاَ تَبِـعْ دَارَكَ يَـا أَخِيْ، وَخُـذْ مَـا أَنْـتَ تَـحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَالِ؛ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تَبْقٰى جَارًا لِي .

وَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةَ بِقِصَّةِ أَحْـمَدَ وَسَالِـمٍ فَفَرِحُوْا .. وَقَـالُوْا لَـوْ كَانَ كُلُّ الْــجِيْرَانِ مِثْلَ أَحْـمَدَ وَسَالِمٍ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
كَرِيْمٌ	দানশীল	اَلْأَصْدِقَاءُ	বন্ধুগণ
طِيْبُ الْقَلْبِ	সুহৃদ	تُرِيْدُ	তুমি চাও
اِشْتَدَّ حَاجَتَهُ	তার অভাববোধ বৃদ্ধি পেল	ثَمَنٌ	দাম
لَمْ يَجِدْ	পেল না	اَلْمُسَاعَدَةُ	সাহায্য
قَامَ بِنُصْرَتِهِ	তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে	يَزُوْرُنِي	তিনি আমার দেখাশুনা করেন

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
قَرَّرَ	মনস্থ করলেন	كَلِمَةٌ سَيِّئَةٌ	মন্দ কথা
مَرِضْتُ	আমি অসুস্থ হলাম	يَسْأَلُ	তিনি জানতে চান
يَبِيْعَ	বিক্রয় করে	عُوْفِيْتُ	আমি সুস্থ থাকি
يَفْرَحُ	তিনি আনন্দিত হন	يَحْزَنُ	তিনি চিন্তাগ্রস্ত হন
لَمْ أَسْمَعْ	আমি শুনিনি	قَطُّ	কখনো
وَصَلَ	পৌঁছল	أُصِبْتُ	বিপদগ্রস্ত হই
تَبْقَى	তুমি থেকে যাবে	تَحْتَاجُ	তোমার প্রয়োজন হবে

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَنْ هُوَ سَالِمٌ؟

٢- مَا اسْمُ جَارِ سَالِمٍ؟

٣- إِلٰى مَا اشْتَدَّتْ حَاجَةُ أَحْمَدَ؟

٤- مَاذَا قَرَّرَ أَحْمَدُ ؟

٥- كَمْ أَرَادَ أَحْمَدُ ثَمَنًا لِلدَّارِ ؟

٦- مَاذَا يَعْمَلُ سَالِمٌ إِذَا مَرِضَ أَحْمَدُ ؟

٧- مَاذَا لَمْ يَسْمَعْ أَحْمَدُ مِنْ سَالِمٍ؟

٨- مَاذَا فَعَلَ سَالِمٌ بَعْدَ مَا وَصَلَ الْخَبَرُ؟

٩- مَاذَا تَتَعَلَّمُ مِنْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- كَانَ سَالِمٌ رَجُلاً كَرِيْمًا طِيْبَ الْقَلْبِ.

٢- قَرَّرَ أَحْمَدُ أَنْ لَا يَبِيْعَ دَارَهُ.

٣- يَزُوْرُ سَالِمٌ إِذَا مَرِضَ أَحْمَدُ.

٤- لَمْ يَسْمَعْ سَالِمٌ كَلِمَةً سَيِّئَةً مِنْ أَحْمَدَ.

٥- كَانَ سَالِمٌ حَافِظًا لِحُقُوْقِ الْجِيْرَانِ.

ج- اِمْلَأْ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- كَانَ .... رَجُلاً كَرِيْمًا طِيْبَ الْقَلْبِ

أ- سَالِمٌ

ب- أَحْمَدُ

ج- الْمُشْتَرِيَ

٢- .... حَاجَتَهُ إِلَى النُّقُوْدِ.

أ- أَرَادَتْ

ب- قَرَّرَتْ

ج- اِشْتَدَّتْ

٣- قَرَّرَ أَحْمَدُ أَنْ .... دَارَهُ.

أ- يَشْتَرِيْ

ب- يَبِيْعَ

ج- يَقْرُضَ

٤- أُرِيْدُ ....

أ- أَلْفَ دِيْنَارٍ

ب- خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ

ج- أَلْفَ تَاكَا

٥- يَفْرَحُ سَالِمٌ إِذَا ....

أ- مَرِضْتُ

ب- عُوْفِيْتُ

ج- فَرِحْتُ

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- جَارٌ : ....

٢- اَلْمَالَ : ....

٣- أُرِيْدُ : ....

٤- مَرِضْتُ : ....

٥- اَلْمُشْتَرِيْ : ....

٦- اَلثَّمَنُ : ....

ه- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْـجَمْعُ
جَارٌ	--------
فَقِيْرٌ	--------
--------	اَلْمُشْتَرِيْنَ
دَارٌ	--------
--------	اَلأَيَّامُ

هـ غَيِّرِ الْأَلْفَاظَ إِلَى الْـجُمُوْعِ ثُمَّ أَكْمِلِ الْجُمَلَ كَمَا فِي الْمِثَالِ :

اَلْمِثَالُ : (اَلْمُشْتَرِيْ) :

س : قَالَ أَحَدُ .... : كَمْ تُرِيْدُ ثَمَنًا لِلدَّارِ يَا أَحْمَدُ!

ج : قَالَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيْنَ : كَمْ تُرِيْدُ ثَمَنًا لِلدَّارِ يَا أَحْمَدُ!

١- (اَلْمُحْتَاجُ)

س : قَالَ أَحَدُ .... : أُرِيْدُ الْمَالَ لِلْعِلاَجِ .

ج : ....

٢- (اَلْمُؤْمِنُ)

س : قَالَ أَحَدُ .... : آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ .

ج : ....

٣- (اَلطَّالِبُ)

س : قَالَ أَحَدُ .... : لَبَّيكَ يَا أُسْتَاذُ! .

ج : ....

٤- (اَلْفَقِيْرُ)

س : قَالَ أَحَدُ .... : أُرِيْدُ أَنْ تَبْقَى جَارًا لِي.

ج : ....

اَلدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ

اَلْمَسْجِدُ الأَقْصٰى

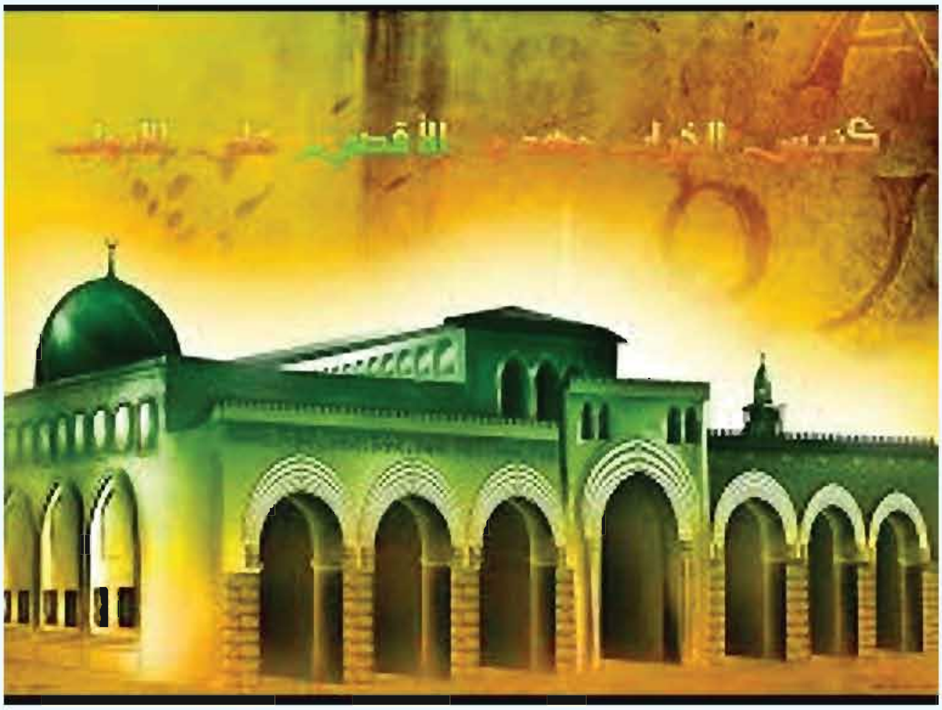

اَلْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى هُوَ أوّلُ قِبْلَةٍ صَلَّى نَحْوَهَا النَّبِيُّ -صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وَثَالِثُ أَفْضَلِ الْمَسَاجِدِ ثَوَاباً بَعْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، فَثَوابُ الرَّكعةِ الْوَاحِدَةِ فِيْهِ يُسَاوِىْ ثَوَابَ خَمْسِ مِأَةِ رَكْعَةٍ فِي غَيْرِ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَلْمُسْلِمِيْنَ بِزِيَارَتِهِ وَأَدَاءِ الصَّلاَةِ فِيْهِ.

وَمِنْ هٰذَا الْمَسْجِدِ عُرِجَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى السَّمَاءِ وَفِيْهِ صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالأَنْبِيَاءِ، ورَبَطَ فِي حَائِطِهِ دَابَّتَهُ (البُرَاق) فسُمِّيَ (حَائِط البُرَاقِ).

وبَنَاهُ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ أَنْ بَنَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ثُمَّ أَعَادَ بَنَاءَهُ الْخَلِيْفَةُ الْوَلِيْدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
قِبْلَةٌ	কিবলা	رَبَطَ	সংযোগ স্থাপন করেন
ثَوَاباً	সাওয়াবের দিক থেকে	عُرِجَ	উপরে উঠিয়ে নেন
بِزِيَارَتِهِ	উহা পরিদর্শনের	بِالأَنْبِيَاءِ	নবিগণের সাথে
حَائِطُهُ	উহার দেয়ালে	دَابَّتَهُ	তার বাহন
بَنَاهُ	উহা নির্মাণ করেন	أَعَادَ	পুনঃনির্মাণ করেন
يُسَاوِىْ	সমান হবে	سُمِّيَ	নামকরণ করা হয়েছে
اَلْمَزْعُوْمَ	ধারণাকৃত	يَخْشَوْنَ	তারা ভয় পেল

تَدْرِيبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- مَا هُوَ أَوَّلُ قِبْلَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ؟

٢- كَمْ مُدَّةً صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ؟

٣- اُكْتُبِ الْمَسَاجِدَ الثَّلاَثَةَ الْجَلِيْلَةَ فِي الْعَالَمِ ؟

٤- مَاذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ؟

٥- أَيْنَ رَبَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاقَ فِي الإِسْرَاءِ ؟

٦- مَنْ بَنَى الْمَسْجِدَ الأَقْصَي أَوَّلاً ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- اَلْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ هِيَ أَوَّلُ قِبْلَةٍ فِي الإِسْلاَمِ.

٢- اَلْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

٣- قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ الْمُسْلِمِيْنَ بِزِيَارَةِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى .

٤- صَلَّى النَّبِيُّ بِالأَنْبِيَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

٥- بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ أَنْ بَنَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

ج- اِمْلَأْ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- صَلّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ................... سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

٢- رَبَطَ اللهُ بَيْنَ .... والْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْإِسْرَاءِ.

٣- صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِالأَنْبِيَاءِ فِي ....

٤- رَبَطَ الْبُرَاقَ بِحَائِطِ ....

٥- أعَادَ بِنَاءَهُ الْمَسْجِدَ الأَقْصَى ....

د- هَاتِ جُـمَلًا مُفِيْدَةً بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ عِنْدِكَ:

١- قِبْلَةٌ : ....

٢- اَلْمَسَاجِدُ : ....

٣- اَلرَّكْعَةُ : ....

٤- اَلصَّلاَةُ : ....

٥- اَلْبُرَاقُ : ....

٦- اَلْخَلِيْفَةُ : ....

هـ- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَد	اَلْـجَمْعُ
--------	اَلْمَسَاجِدُ
اَلرَّكْعَةِ	--------
مُعْجِزَةٌ	--------
اَلنَّبِيُّ	--------
اَلْخَلِيْفَةُ	--------
هَيْكَلٌ	--------

و- حَوِّلِ الْأَفْعَالَ بِالْفَاعِلِ الْمُنَاسِبِ كَمَا فِي الْمِثَالِ :

مِثَالٌ : خَرَجَ أَحْمَدُ مِنَ الْبَيْتِ . خَرَجَتْ خَدِيجَةُ مِنَ الْبَيْتِ . (خَدِيجَةُ بَدَلَ أَحْمَدَ)

١- ذَهَبَ الْمُدَرِّسُ إِلَـى الْفَصْلِ . ... (اَلْمَدْرَسَةُ)

٢- حَضَرَ أَبِي إِلَـى الْمُسْتَشْفَى . ... (أُمِّيْ)

٣- جَلَسَ الطَّالِبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ . ... (اَلطَّالِبَةُ)

٤- طَبَخَ خَالِدٌ اللَّحْمَ . ... (رَابِعَةُ)

٥-دَرَسَ أَخِيْ فِي الصَّفِّ الْخَامِسِ . ... (أُخْتِيْ)

اَلدَّرْسُ الْخَامِسَ عَشَرَ

اَلْمُسَابَقَةُ الثَّقَافِيَّةُ

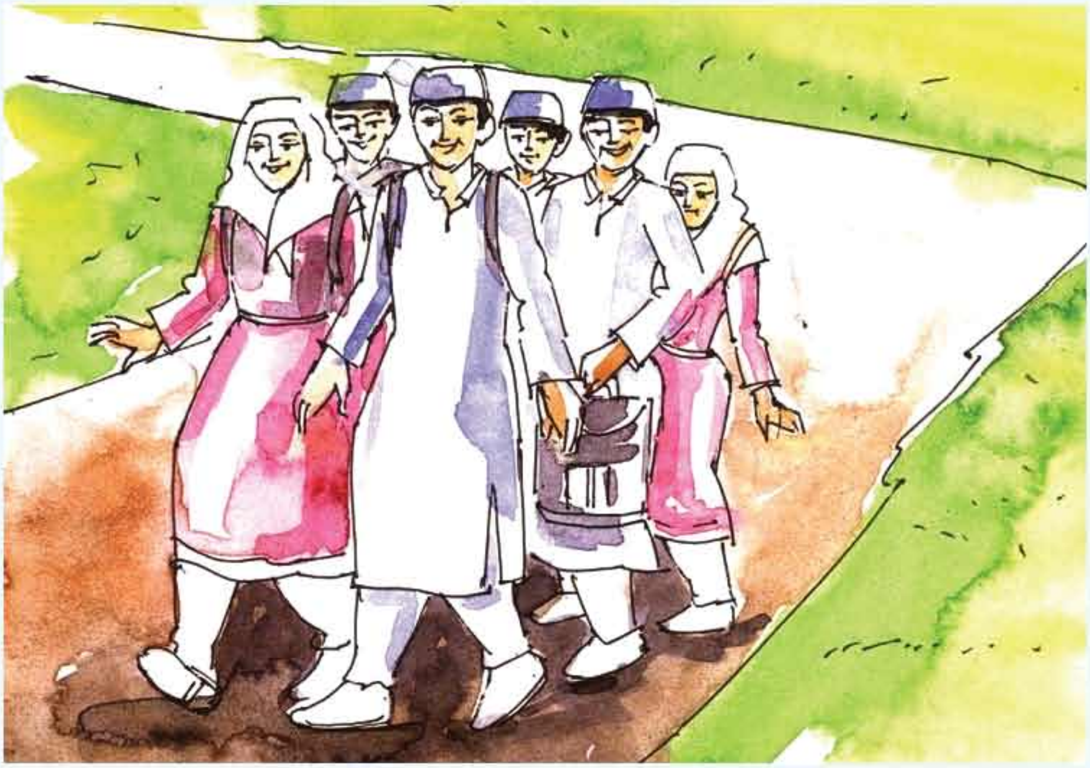

(الف) مَيْمُوْنَةُ طَالِبَةٌ ذَكِيَّةٌ مُطِيْعَةٌ . وَهِيَ تَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الْخَامِسِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِدَاكَا. وَلَهَا أَخٌ صَغِيْرٌ اِسْمُهُ مَهْدِيٌّ. هُوَ ذَهَبَ إِلٰى مَدْرَسَةِ أُخْتِهَا لِرُؤْيَةِ الْمُسَابَقَةِ الرِّيَاضِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ السَّنَوِيَّةِ مَعَ أُمِّهَا فَاطِمَةَ.

(ب) شَارَكَتْ مَيْمُوْنَةُ فِي مُسَابَقَةِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وتَلَتْ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ فَصَارَتْ أُوْلٰى فِي الْمُشْتَرِكَاتِ . وَزَمِيْلَتُهَا آسِفَةُ صَارَتْ ثَانِيَةً. ثُمَّ شَارَكَتْ

مَيْمُوْنَةُ فِي مُسَابَقَةِ الْمَعَارِفِ الْعَامَّةِ شَفَهِيًّا، حَيْثُ سَأَلَتْهَا الْمُعَلِّمَةُ : كَمْ فَرْضًا لِلْوُضُوْءِ؟ أَجَابَتْ مَيْمُوْنَةُ : أَرْبَعَةٌ . ثُمَّ سَأَلَتْ اَيْضًا : مَتَى كَانَتْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ؟ أَجَابَتْ فَاطِمَةُ : كَانَتْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ فِي الْعَامِ الْعَاشِرِ لِلْهِجْرَةِ. ثُمَّ سَأَلَتْ أَخِيْرًا : كَمْ رَقْمًا لِسُوْرَةِ إِبْرَاهِيْمَ؟ أَجَابَتْ نَافِعَةُ : رَقْمُهَا الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ.

مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ :

اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا	اَلْكَلِمَةُ	مَعْنَاهَا
مُطِيْعَةٌ	অনুগত	ذَكِيَّةٌ	মেধাবী
تَدْرُسُ	অধ্যয়ন করে	تَلَتْ	তিলাওয়াত করল
اَلسَّنَوِيَّةُ	বার্ষিক	اَلْمُسَابَقَةُ	প্রতিযোগিতা
اَلْمُسَابَقَةُ الرِّيَاضِيَّةِ	ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	شَارَكَتْ	অংশগ্রহণ করল
زَمِيْلُهَا	তার বান্ধবী	مُسَابَقَةِ الْمَعَارِفِ الْعَامَّةِ	সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতা
وَقَعَتْ	সংঘটিত হয়	مَعْرَكَةٌ	যুদ্ধক্ষেত্র

تَدْرِيْبَاتٌ

أ- أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ شَفَهِيًّا وَكِتَابَةً :

١- أَيْنَ تَدْرُسُ مَيْمُوْنَةُ ؟

٢- مَا اسْمُ أَخِيْهَا ؟

٣- لِمَاذَا ذَهَبَ مَهْدِيٌّ إِلٰى مَدْرَسَةِ أُخْتِهَا ؟

٤- كَمْ فَرْضًا لِلْوُضُوْءِ؟

٥- مَتَى كَانَتْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ؟

ب-ضَعْ عَلاَمَةَ (√) أَمَامَ الصَّوَابِ وَ(×) أَمَامَ الْخَطَأِ :

١- مَهْدِيٌّ يَدْرُسُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ .

٢- لَمْ يَذْهَبْ مَهْدِيٌّ إِلٰي مَدْرَسَةِ أُخْتِهَا.

٣- تَلَتْ مَيْمُوْنَةُ أَرْبَعَةَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ.

٤- شَارَكَتْ مَيْمُوْنَةُ فِي مُسَابَقَةِ الْمَعَارِفِ الْعَامَّةِ شَفَهِيًّا.

٥- كَانَتْ حَجَّةُ الوداعِ فِي الْعَامِ الْعَاشِرِ لِلْهِجْرَةِ.

ج- اِمْلَأْ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُنَاسَبَةِ :

١- مَيْمُوْنَةُ طَالِبَةٌ ....

٢- تَلَتْ مَيْمُوْنَةُ .... مِنْ سُوْرَةِ الرَّحْـمٰنِ.

٣- زَمِيْلُهَا آسِفَةُ صَارَتْ .... فِي الْمُسَابَقَةِ.

٤- صَارَتْ .... أُوْلٰى فِي مُسَابَقَةِ التِّلَاوَةِ.

د- اِسْتَبْدِلِ الْعَدَدَ :

اَلْمُفْرَدُ	اَلْمَجْمُوْعُ
طَالِبَةٌ	--------
اَلصَّفُّ	--------
أَخٌ	--------
--------	اَلْمُعَلِّمَةُ
مَعْرِكَةٌ	--------
اَلسُّوْرَةُ	--------
اَلشَّهْرُ	--------

ه- اَلأَعْدَادُ :

اَلْعَدَدُ الْكَسْرِيُّ		اَلْعَدَدُ التَّرْتِيْبِيُّ		اَلْعَدَدُ الأَصْلِيُّ	
--	--	اَلْأَوَّلُ	প্রথম	وَاحِدٌ	এক
نِصْفٌ	অর্ধাংশ	اَلثَّانِيْ	দ্বিতীয়	اِثْنَانِ	দুই
ثُلُثٌ	একতৃতীয়াংশ	اَلثَّالِثُ	তৃতীয়	ثَلاَثَةٌ	তিন
رُبُعٌ	একচতুর্থাংশ	اَلرَّابِعُ	চতুর্থ	أَرْبَعَةٌ	চার
خُمُسٌ	একপঞ্চমাংশ	اَلْخَامِسُ	পঞ্চম	خَمْسَةٌ	পাঁচ
سُدُسٌ	একষষ্ঠাংশ	اَلسَّادِسُ	ষষ্ঠ	سِتَّةٌ	ছয়
سُبُعٌ	একসপ্তমাংশ	اَلسَّابِعُ	সপ্তম	سَبْعَةٌ	সাত
ثُمُنٌ	একঅষ্টমাংশ	اَلثَّامِنُ	অষ্টম	ثَمَانِيَةٌ	আট
تُسُعٌ	একনবমাংশ	اَلتَّاسِعُ	নবম	تِسْعَةٌ	নয়
عُشُرٌ	একদশমাংশ	اَلْعَاشِرُ	দশম	عَشَرَةٌ	দশ

و- اَلْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ :

أُكْتُبْ أَسْمَاءَ الأَشْهُرِ الْعَرَبِيَّةِ.

اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ

আরবি কাওয়াইদ

২০১৯

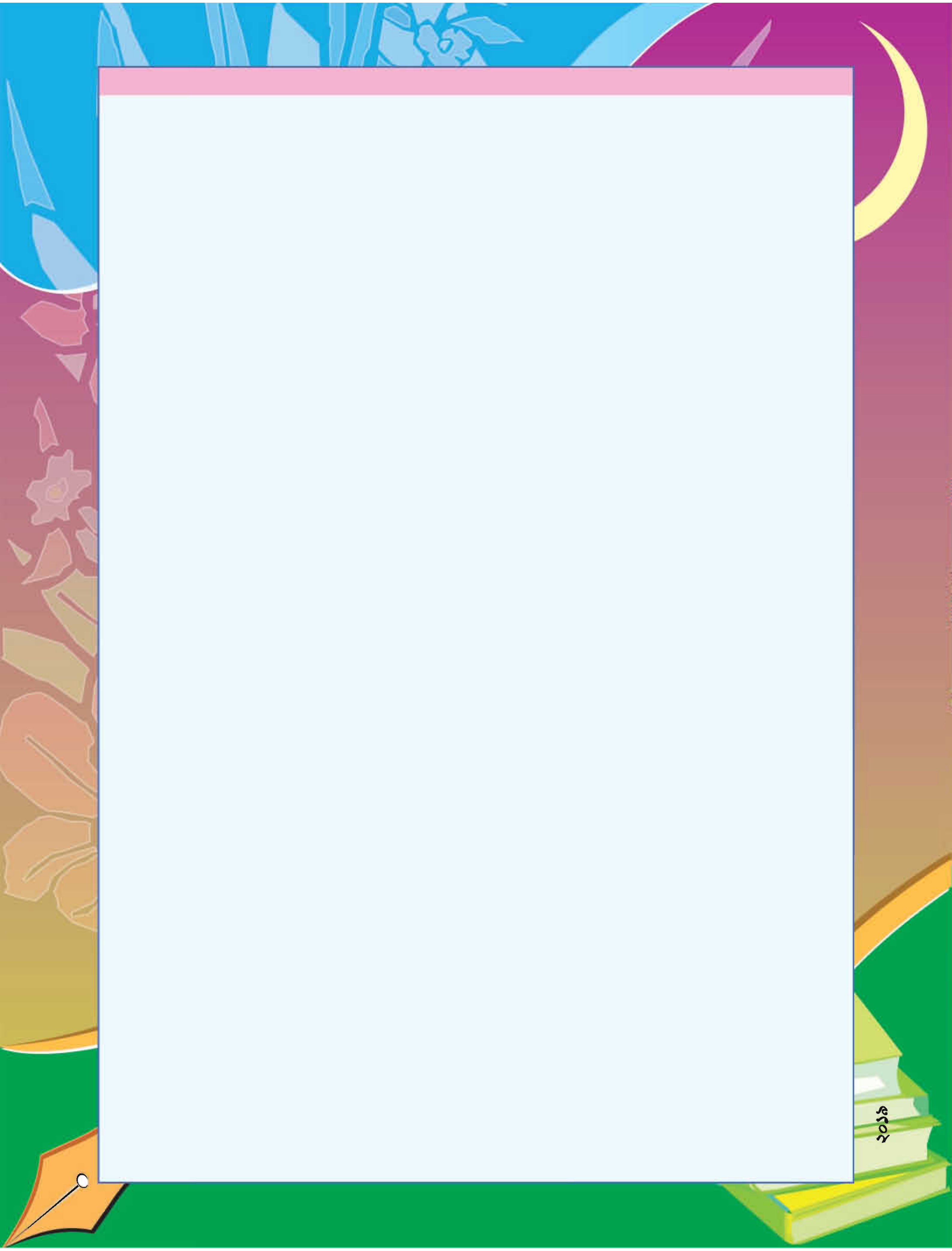

২০১৯

اَلْبَابُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ

আরবি কাওয়াইদ

اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ-এর পরিচয় : যেসব নিয়মনীতির মাধ্যমে আরবি ভাষার مُفْرَدْ তথা একক শব্দ ও مُرَكَّبْ তথা একাধিক مُفْرَدْ দ্বারা গঠিত বাক্য বা বাক্যাংশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করত আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়, ঐগুলোকে اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ তথা আরবি কাওয়াইদ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ-এর প্রয়োজনীয়তা : আরবি ভাষা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষা রূপে নির্বাচিত হয়েছে। সেহেতু আরবি ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। আর যারা দীন ও শরীয়তের আলেম হবেন এবং কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের ইলমের ধারক-বাহক, রক্ষক ও পতাকাবাহী হবেন তাদের জন্যে আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পর ভাষার শাস্ত্রীয় ও তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের আলোকে ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যা বিশ্বের যে কোনো জাতির হৃদয়ে সশ্রদ্ধ বিস্ময় উদ্রেক করা ও এ শাস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট।

اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ-এর প্রকার : আরবি কাওয়াইদ বিষয় পূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি কাওয়াইদ জানা প্রয়োজন। তাহলো−

১. عِلْمُ الْإِمْلَاءِ : বর্ণপ্রকরণ (Orthography)

২. عِلْمُ الصَّرْفِ : শব্দপ্রকরণ (Etymology)

৩. عِلْمُ النَّحْوِ : বাক্যপ্রকরণ (Syntax)

৪. عِلْمُ الْبَلَاغَةِ : অলঙ্কারশাস্ত্র (Puntuation)

৫. عِلْمُ الْعَرُوْضِ : ছন্দ প্রকরণ (Prosody)

اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ -এর সমুদয় প্রকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রথমোক্ত তিনটি قَوَاعِدْ-এর জ্ঞানার্জন করা অতীব জরুরি। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ শিখতে আগ্রহী শিক্ষার্থীকে আরবি ভাষায় অধিক দক্ষতা অর্জনের জন্যে সর্বপ্রথম عِلْمُ الإِمْلَاءْ তথা বর্ণ প্রকরণ শাস্ত্র শিখতে হবে। অতঃপর عِلْمُ الصَّرْفِ এবং পাশাপাশি عِلْمُ النَّحْوِ শিখতে হবে। অন্যগুলো প্রথম পর্যায়ের পরে শিখতে হবে।

عِلْمُ الصَّرْفِ: ইলমে ছরফ

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর পরিচয় : যে عِلْم শিক্ষা করলে আরবি শব্দের মূল গঠন পদ্ধতি ও রূপান্তরের নিয়মাবলি জানা যায়, তাকে عِلْمُ الصَّرْفِ বলে। যেমন-

اَلنَّصْرُ মাসদার হতে - نَصَرَ ، يَنْصُرُ রূপান্তর হয়েছে।

অনুরূপভাবে اَلْقَوْلُ মাসদার হতে- قَالَ ، يَقُوْلُ রূপান্তর হয়েছে।

মোটকথা, যে নিয়ম-কানুন দ্বারা শব্দের গঠন ও রূপান্তর জানা যায়, সেই নিয়ম-কানুনকে عِلْمُ الصَّرْفِ বলে।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয় : যেসব আরবি শব্দ বিভিন্ন পরিবর্তন গ্রহণ করে সেগুলোই হলো عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়। যেমন- اَلنَّصْرُ একটি পরিবর্তনযোগ্য مَصْدَرْ তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে نَصَرَ ফে‘লটি তৈরি করা হয়। অনুরূপ نَصَرَ একটি পরিবর্তনযোগ্য فِعلْ তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে يَنْصُرُ ফে‘লটি তৈরি করা হয়। সুতরাং এ শব্দগুলো عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়।

পক্ষান্তরে, جَعْفَرُ ও عسَى ইত্যাদি শব্দগুলো পরিবর্তন গ্রহণ করে না। তাই এগুলো عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয় নয়।

মোটকথা, পরিবর্তনযোগ্য اِسمْ ও فِعلْ হলো عِلْمُ الصَّرْفِ -এর আলোচ্য বিষয়।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর উদ্দেশ্য : আরবি শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাই عِلْمُ الصَّرْفِ -এর উদ্দেশ্য।

عِلْمُ الصَّرْفِ নামকরণের কারণ : صَرْفٌ শব্দের অর্থ ঘুরানো, ফিরানো ও বিভিন্নরূপে পরিবর্তন ও রূপান্তরিত হওয়া। আর যেহেতু এ عِلْم-এর মধ্যে আরবি শব্দের গঠন পদ্ধতি ও বিভিন্নরূপে রূপান্তরের নিয়মাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এজন্যে একে عِلْمُ الصَّرْفِ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োজনীয়তা : কোনো ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করতে হলে উক্ত ভাষার শব্দভান্ডার, শব্দের উৎস ও রূপান্তর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আর عِلْمُ الصَّرْفِ হলো আরবি ভাষার শব্দসমূহের উৎস। সুতরাং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে عِلْمُ الصَّرْفِ -এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভাষার শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে عِلْمُ الصَّرْفِ শাস্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই عِلْمُ الصَّرْفِ অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাতে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

১। اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

২। আরবি কাওয়াইদ বিষয় পূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য কয়টি বিষয় জানা জরুরি? উহার নামগুলো লেখ।

৩। عِلْمُ الصَّرْفِ কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় লেখ।

اَلدَّرْسُ الأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

اَلْكَلِمَةُ وَ أَقْسَامُهَا

কলেমা ও উহার প্রকার

উদাহরণ

(الف)		(ب)		(ج)	
رَفِيْقٌ	রফিক	جَاءَ	সে আসলো	مِنْ	হতে/থেকে
حِمَارٌ	গাধা	يَذْهَبُ	সে যাবে	إِلٰى	প্রতি/দিকে
كِتَابٌ	বই	أُدْخُلْ	তুমি প্রবেশ কর	فِيْ	মধ্যে
سُوْرِيَا	সিরিয়া	لَا تَنَمْ	তুমি ঘুমাবে না	عَلٰى	উপর

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি শব্দের এক একটি অর্থ রয়েছে। যেমন- (الف) অংশের শব্দগুলোর অর্থ দ্বারা কোনো কিছুর নাম বুঝিয়েছে এবং এতে কোনো কাল পাওয়া যায় না। (ب) অংশের শব্দসমূহের অর্থে কাল পাওয়া যায়। আর (ج) অংশের শব্দসমূহ অন্য শব্দের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

নিয়মাবলি

كَلِمَةٌ-এর পরিচয় : كَلِمَةٌ অর্থ- শব্দ। বাংলা ব্যাকরণে এটির নাম ‘পদ’। পরিভাষায়, অর্থবোধক শব্দকে كَلِمَةٌ বলে। আরবিতে একে لَفْظٌ ও বলা হয়। এর গঠন বিভিন্নভাবে হতে পারে-

كَلِمَةٌ একটি মাত্র অক্ষরের হতে পারে। যেমন- لِ অর্থ- ‘জন্য’, أَ অর্থ- ‘কি’।

كَلِمَةٌ দুটি অক্ষরেরও হতে পারে। যেমন- هل অর্থ- কি, بل অর্থ- বরং,

كَلِمَةٌ তিন ও ততোধিক অক্ষরেরও হতে পারে। যেমন- قَلَمٌ অর্থ- ‘কলম’, ضَرَبَ অর্থ- মারলো, اَكْرَمَ অর্থ- সম্মান করলো ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ-এর প্রকার : كَلِمَةٌ তিন প্রকার। যথা-

১. اِسْمٌ -বিশেষ্য/বিশেষণ/সর্বনাম, ২. فِعْلٌ -ক্রিয়া ও ৩. حَرْفٌ -অব্যয়

১. اِسْمٌ-এর সংজ্ঞা : যে كَلِمَةٌ অন্য কোনো كَلِمَةٌ -এর সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং তার অর্থের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, এ তিন কালের কোনো কাল পাওয়া যায় না, তাকে اِسْمٌ বলে। যেমন- كِتَابٌ، حِمَارٌ ও رَفِيْقٌ ইত্যাদি।

২. فِعْلٌ-এর সংজ্ঞা : যে كَلِمَةٌ অন্য কোনো كَلِمَةٌ -এর সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে; তবে তার অর্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের সাথে যুক্ত হয়, তাকে فِعْلٌ বলে। যেমন- دَخَلَ، يَذْهَبُ، اُنْصُرْ ইত্যাদি।

৩. حَرْفٌ-এর সংজ্ঞা : যে كَلِمَةٌ কোনো اِسْمٌ অথবা فِعْلٌ -এর সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তাকে حَرْفٌ বলা হয়। যেমন– مِنْ - থেকে, فِيْ - মধ্যে, إِلَى -দিকে, عَلَى - ওপর ইত্যাদি।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

১। كَلِمَةٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। كَلِمَةٌ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। اِسْمٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। فِعْلٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। حَرْفٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পাঠ

اَلزَّمَانُ وَأَقْسَامُهُ

যামান ও উহার প্রকার

উদাহরণ

(ج)		(ب)		(الف)	
সে করবে	يَفْعَلُ	সে করছে	يَفْعَلُ	সে করলো	فَعَلَ
সে প্রবেশ করবে	يَدْخُلُ	সে প্রবেশ করছে	يَدْخُلُ	সে প্রবেশ করলো	دَخَلَ
সে সাহায্য করবে	يَنْصُرُ	সে সাহায্য করছে	يَنْصُرُ	সে সাহায্য করলো	نَصَرَ

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর। (الف) অংশের فَعَلَ، دَخَلَ ও نَصَرَ শব্দগুলো مَاضِيْ তথা অতীতকালে কাজ করা হয়েছে বোঝায়। (ب) অংশের يَفْعَلُ، يَدْخُلُ ও يَنْصُرُ শব্দগুলো حَالْ তথা বর্তমানকালে কাজ হচ্ছে বোঝায়। (ج) অংশের يَفْعَلُ، يَدْخُلُ ও يَنْصُرُ শব্দগুলো مُسْتَقْبِلْ তথা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ হবে বোঝায়।

নিয়মাবলি

زَمَانٌ-এর পরিচয় : زَمَانٌ অর্থ কাল। পরিভাষায় ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে زَمَانٌ তথা কাল বলে।

زَمَانٌ-এর প্রকার : زَمَانٌ তথা কাল তিন প্রকার। যথা–

১. مَاضِيْ ২. حَالْ ও ৩. مُسْتَقْبِلْ

১. مَاضِيْ : مَاضِيْ শব্দের অর্থ অতীতকাল। পরিভাষায় বর্তমান সময়ের পূর্ব সময় বা কালকে مَاضِيْ বা অতীতকাল বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, তুমি যে সময়ে অবস্থান করছ, সেময়ের পূর্বসময়কে مَاضِيْ বলে। যেমন- شَرِبَ اَمْسِ (গতকাল সে পান করলো); ضَرَبَ اَمْسِ (গতকাল সে প্রহার করলো)।

২. حَالْ : حَالْ শব্দের অর্থ বর্তমানকাল। পরিভাষায়, বর্তমান সময়কালকে আরবিতে حَالْ বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, তুমি যে সময়ে অবস্থান করছ, সে সময়কে حَالْ বলে। যেমন– اَلْآن هُوَ يَشْرَبُ (এখন সে পান করছে); اَلْآن هُوَ يَضْرِبُ (এখন সে প্রহার করছে) ইত্যাদি।

৩. مُسْتَقْبِلْ : مُسْتَقْبِلْ শব্দের অর্থ ভবিষ্যৎকাল। পরিভাষায় বর্তমান সময়ের পরবর্তী সময়কে مُسْتَقْبِلْ বা ভবিষ্যৎকাল বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, তুমি যে সময়ে অবস্থান করছ, সে সময়ের পরবর্তী সময়কে مُسْتَقْبِلْ বলে। যেমন– يَشْرَبُ غَدًا (আগামীকাল সে পান করবে); يَضْرِبُ غَدًا (আগামীকাল সে প্রহার করবে)।

প্রকাশ থাকে যে, حَالْ ও مُسْتَقْبِلْ কে مُضَارِعْ বলে আর উভয়ের জন্যে একই ধরনের সীগাহ ব্যবহৃত হয়।

اَلتَّدْرِيْبَاتْ : অনুশীলনী

১। زَمَانْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী?

২। مَاضِيْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। حَالْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। مُسْتَقْبِلْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। নিচের শব্দগুলো হতে مَاضِيْ ও مُسْتَقْبِلْ বের কর :

شَرِبْتُ، تَشْرُبُ، يَدْعُوْ، يَنْجَحُ، قَرَأْتُ، أَقْرَأُ، نَجَحَ، دَعَا، تَنْصُرُ، نَفْعَلُ

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ

ফে‘ল ও উহার প্রকার

উদাহরণ

(الف)		(ب)	
نَصَرَ	সে সাহায্য করলো	يَنْصُرُ	সে সাহায্য করবে
رَجَعَ	সে ফিরে আসলো	يَرْجِعُ	সে ফিরে আসবে
خَرَجَ	সে বের হলো	يَخْرُجُ	সে বের হবে
(ج)		(د)	
اُنْصُرْ	তুমি সাহায্য কর	لَا تَنْصُرْ	তুমি সাহায্য করো না
اِرْجِعْ	তুমি ফিরে এসো	لَا تَرْجِعْ	তুমি ফিরে এসো না
أُخْرُجْ	তুমি বের হও	لَا تَخْرُجْ	তুমি বের হয়ো না

আলোচনা

উপরের উদাহরণসমূহ লক্ষ্য কর। (الف) অংশের ফে‘লগুলো অতীতকালের অর্থ প্রদান করছে। (ب) অংশের ফে‘লগুলো ভবিষ্যতকালের অর্থ প্রদান করছে। (ج) অংশের ফে‘লগুলো আদেশের অর্থ প্রদান করছে এবং (د) অংশের ফে‘লগুলো নিষেধের অর্থ প্রদান করছে।

নিয়মাবলি

فِعْلْ-এর পরিচয় : যে كَلِمَةْ অন্য কোনো كَلِمَةْ -এর সহযোগিতা ব্যতীত নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ সংঘটিত করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে فِعْلْ বলে।

فِعْلْ-এর প্রকারসমূহ : প্রথমত فِعْلْ চার প্রকার। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ (অতীতকালীন ক্রিয়া) : যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ সম্পন্ন করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ বলে। যেমন- عَرَفَ (সে চিনলো) ; رَحَلَ (সে যাত্রা করলো)।

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ (বর্তমান বা ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া) : যে فِعْلْ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ সম্পন্ন করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ বলে। যেমন– يَعْرِفُ (সে চিনে/চিনবে) ; يَرْحَلُ (সে যাত্রা করছে/করবে)

৩. فِعْلُ الْأَمْرِ (আদেশসূচক ক্রিয়া) : যে فِعْلْ দ্বারা কোনো আদেশ, অনুরোধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বলে। যেমন- اِعْرِفْ (তুমি চেন) ; اِرْحَلْ (তুমি যাত্রা কর)।

৪. فعْلُ النَّهْيِ (নিষেধসূচক ক্রিয়া) : যে فِعْلْ দ্বারা কোনো কিছু থেকে নিষেধ করা বোঝায়, তাকে فعْلُ النَّهْيِ বলে। যেমন– لَا تَضْرِبْ (তুমি প্রহার করো না), لَا تَسْرِقْ (তুমি চুরি করো না)।

*** فَاعِلْ তথা কর্তা হিসেবে فِعْلْ-এর প্রকার :** فَاعِلْ তথা কর্তা হিসেবে فِعْلْ -কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া)

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া)

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) : যে ক্রিয়ার فَاعِلْ তথা কর্তা জানা থাকে, অর্থাৎ, ক্রিয়ার সম্পাদনকারী জানা থাকলে তাকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ বলে। যেমন- كَتَبَ كَرِيْمٌ - করিম লিখলো, ضَرَبَ بَكْرٌ - বকর মারলো ইত্যাদি।

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া) : যে ক্রিয়ার فَاعِلْ তথা কর্তা জানা থাকে না। অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পাদনকারী জানা না থাকলে তাকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ বলে। যেমন- سُرِقَ الثَّوْبُ কাপড় চুরি হলো, نُصِرَ زَيْدٌ - যায়েদ সাহায্য পেলো ইত্যাদি।

*** اَلْإِثْبَاتُ وَالنَّفِيُّ তথা ইতিবাচক ও নেতিবাচক হিসেবে فِعْلْ-এর প্রকার :**
ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْلْ দু প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ (ইতিবাচক ক্রিয়া) : যে فِعْلْ তথা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার হ্যাঁ-বাচক সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ বলে। যেমন- نَصَرَ - সে সাহায্য করলো, ضَرَبَ - সে (একজন পুং) মারলো ইত্যাদি।

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ (নেতিবাচক ক্রিয়া) : যে فِعْلْ তথা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার না-বাচক সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ বলা হয়। যেমন- مَا نَصَرَ - সে সাহায্য করলো না, مَا اَكَلَ - সে খেলো না ইত্যাদি।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

১। فِعْلْ কাকে বলে? কাল হিসেবে فِعْلْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
২। فَاعِلْ হিসেবে فِعْلْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
৩। ইতিবাচক ও নেতিবাচক হিসেবে فِعْلْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلصِّيْغَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

সীগাহ ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়

উদাহরণ

(الف) غَائِبْ			
فَعَلَ	সে (একজন পুরুষ) করলো	فَعَلَتْ	সে (একজন স্ত্রী) করলো
فَعَلَا	তারা (দুজন পুরুষ) করলো	فَعَلَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) করলো
فَعَلُوْا	তারা (সকল পুরুষ) করলো	فَعَلْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) করলো
(ب) حَاضِرْ			
فَعَلْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) করলে	فَعَلْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) করলে
فَعَلْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) করলে	فَعَلْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করলে
فَعَلْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করলে	فَعَلْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করলে
(ج) مُتَكَلِّمْ			
فَعَلْتُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) করলাম		
فَعَلْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) করলাম		

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি শব্দ اَلْفِعْلُ মাসদার হতে বের হয়েছে এবং কর্তার পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি শব্দের আকৃতি ও গঠনে পরিবর্তন এসেছে। যেমন-

(الف) অংশে ছয়টি فِعْلْ উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটির فَاعِلْ তথা কর্তা مُذَكَّرْ (পুরুষ) এবং পরের তিনটির কর্তা مُؤَنَّثْ (স্ত্রী)। مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ উভয়ের عَدَدْ তথা সংখ্যা وَاحِدْ (একবচন), تَثْنِيَةْ (দ্বিবচন) ও جَمْعْ (বহুবচন) হয়েছে।

(ب) অংশে حَاضِرْ-এর فِعْلْ গুলো مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ দুভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির وَاحِدْ، تَثْنِيَةْ ও جَمْعْ রয়েছে।

(ج) অংশে مُتَكَلِّمْ -এর দুটি শব্দ রয়েছে। প্রথমটি وَاحِدْ দ্বিতীয়টি جَمْعْ -এর সীগাহ। এ দুটি শব্দ مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ উভয়ের জন্যে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়মাবলি

صِيْغَةْ-এর পরিচয় : صِيْغَةْ শব্দের আভিধানিক অর্থ আকৃতি, রূপ ও গঠন। পরিভাষায় শব্দের বিভিন্ন রূপকে صِيْغَةْ বলে।

صِيْغَةْ-এর সংখ্যা : فَاعِلْ তথা কর্তার جِنْسْ (পুরুষ/স্ত্রী) عَدَدْ (বচন) ও شَخْصْ (উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষ)-এর হিসেবে صِيْغَةْ ১৪টি। যেমন-

১	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	مُذَكَّرِ غَائِبْ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
২	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	
৩	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	
৪	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	مُؤَنَّثِ غَائِبْ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৫	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	
৬	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	
৭	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	مُذَكَّرِ حَاضِرْ

৮	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৯	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	
১০	وَاحِدْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	مُؤَنَّثِ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১১	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	
১২	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	
১৩	وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ	مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ পুং / স্ত্রীলিঙ্গ
১৪	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ	

عَدَدْ-এর বর্ণনা : اَلْعَدَدْ শব্দের অর্থ বচন। عَدَدْ তথা বচন তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْوَاحِدْ (একবচন); ২. اَلتَّثْنِيَةْ (দ্বিবচন); ৩. اَلْجَمْعْ (বহুবচন);

১. اَلْوَاحِدْ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ-এর সম্পাদনকারী বা কর্তা একজন হয় সে فِعْلْ-এর সীগাহকে صِيْغَةُ الْوَاحِدْ বা একবচনের সীগাহ বলা হয়। যেমন– ضَرَبَ [সে (একজন পুরুষ) মারলো], ضَرَبَتْ [সে (একজন মহিলা) মারলো], ضَرَبْتُ [আমি একজন (পুং/স্ত্রী) মারলাম]।

২. اَلتَّثْنِيَةْ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ-এর সম্পাদনকারী বা কর্তা দুজন হয়। সে فِعْلْ-এর সীগাহকে صِيْغَةُ التَّثْنِيَةْ তথা দ্বিবচনের সীগাহ বলা হয়। এটিকে صِيْغَةُ الْمُثَنَّى ও বলা হয়। যেমন– ضَرَبَا [তারা (দুজন পুরুষ) মারলো], ضَرَبَتَا [তারা (দুজন মহিলা) মারলো]।

৩. اَلْجَمْعْ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ-এর সম্পাদনকারী বা কর্তা দুয়ের অধিক হয়, সে فِعْلْ -এর সীগাহকে صِيْغَةُ الْجَمْعْ বলা হয়। যেমন– ضَرَبُوْا [তারা (দুয়ের অধিক পুরুষ) প্রহার করলো।] ضَرَبْنَ [তারা (দুয়ের অধিক মহিলা) প্রহার করলো।]

شَخْصْ-এর বর্ণনা : যে فِعْلْ-এর দ্বারা নাম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ হওয়া বোঝায়, তাকে شَخْصْ বা পুরুষ বলে।

شَخْصْ তথা পুরুষ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْغَائِبْ (নাম পুরুষ); ২. اَلْحَاضِرْ (মধ্যম পুরুষ); ৩. اَلْمُتَكَلِّمْ (উত্তম পুরুষ)।

১. اَلْغَائِبْ (নাম পুরুষ)-এর পরিচয় : যে সীগাহ দ্বারা কর্তার (فَاعِلْ) অনুপস্থিতি বোঝা যায়, তাকে غَائِبْ (নাম পুরুষ) বলা হয়। যেমন فَعَلَ (সে করলো)।

২. اَلْحَاضِرْ (মধ্যম পুরুষ)-এর পরিচয় : যে সীগাহ দ্বারা কর্তার উপস্থিতি বোঝায়, তাকে حَاضِرْ তথা মধ্যম পুরুষ বলে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, যে فِعْلْ বা ক্রিয়া তুমি বা তোমরা কর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে صِيْغَةُ الحَاضِرْ বলা হয়। যেমন– فَعَلْتَ (তুমি করলে), فَعَلْتُمْ (তোমরা সাহায্য করলে)।

৩ اَلْمُتَكَلِّمْ (উত্তম পুরুষ)-এর পরিচয় : যে সীগাহ দ্বারা সম্বোধনকারীকে বোঝায়, তাকে مُتَكَلِّمْ তথা উত্তম পুরুষ বলে। যেমন– فَعَلْتُ (আমি করেছি), فَعَلْنَا (আমরা করেছি)।

جِنْسْ-এর বর্ণনা : جِنْسُ শব্দের অর্থ লিঙ্গ।

جِنْسْ দু প্রকার। যথা– ১. اَلْمُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ); ২. اَلْمُؤَنَّثْ (স্ত্রীলিঙ্গ)।

১. اَلْمُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ)-এর পরিচয় : যে فِعْلْ বা ক্রিয়া পুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে اَلْمُذَكَّرْ বলা হয়। যেমন– فَعَلَ (সে একজন পুরুষ করেছে)

২. اَلْمُؤَنَّثْ (স্ত্রীলিঙ্গ)-এর পরিচয় : যে فِعْلْ বা ক্রিয়া মহিলা কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে مُؤَنَّثْ বলা হয়। যেমন– فَعَلْتُ (সে একজন মহিলা করেছে)।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

১। صِيْغَةٌ কাকে বলে?

২। صِيْغَةٌ কয়টি ও কী কী?

৩। غَائِبٌ -এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৪। حَاضِرٌ -এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৫। مُتَكَلِّمٌ -এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৬। شَخْصٌ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৭। اَلْغَائِبُ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৮। اَلْمُخَاطَبُ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৯। اَلْمُتَكَلِّمُ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১০। عَدَدٌ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১১। جِنْسٌ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

اَلْدَّرْسُ اَلْـخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ وَأَقْسَامُهُ

ফে‘লে মাদী ও উহার প্রকার

উদাহরণ

دَخَلَ	সে (একজন পুরুষ) প্রবেশ করলো ।
قَدْ دَخَلَ	সে (একজন পুরুষ) প্রবেশ করেছে।
كَانَ دَخَلَ	সে (একজন পুরুষ) প্রবেশ করেছিল।
كَانَ يَدْخُلُ	সে (একজন পুরুষ) প্রবেশ করছিল।
لَعَلَّمَا دَخَلَ	সম্ভবত সে (একজন পুরুষ) প্রবেশ করলো।
لَيْتَمَا دَخَلَ	যদি সে (একজন পুরুষ) প্রবেশ করতো।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। ১ম فِعْلْ দ্বারা সাধারণ অতীতকালে কোনো কাজ করা বা সংঘটিত হওয়া বোঝায়। ২য় فِعْلْ দ্বারা নিকটবর্তী অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়। ৩য় فِعْلْ দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়। ৪র্থ فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ অবিরাম গতিতে করছিল বা হচ্ছিল বোঝায়। ৫ম فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়ার বিষয়ে সম্ভাবনা বোঝায়। আর ৬ষ্ঠ فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা বোঝায়।

নিয়মাবলি

اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِىْ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِىْ বলে।

اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِىْ-এর প্রকার : اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِىْ ছয় প্রকার। যথা-

১. اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ : যে فِعْلْ দ্বারা সাধারণ অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ বলা হয়। যেমন- نَصَرَ - সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করলো, كَتَبَتْ - সে (একজন স্ত্রী) লিখলো।

২. اَلْمَاضِى اَلْقَرِيْبْ : যে فِعْلْ দ্বারা নিকটবর্তী অতীতে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى اَلْقَرِيْبْ বলা হয়। اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ-এর পূর্বে قَدْ যোগ করলে اَلْمَاضِى اَلْقَرِيْبْ গঠিত হয়। যেমন- قَدْ ضَرَبَ - সে (একজন পুরুষ) প্রহার করেছে; قَدْ فَتَحَتْ - সে (একজন স্ত্রী) খুলেছে।

৩. اَلْمَاضِى الْبَعِيْدْ : যে فِعْلْ দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْبَعِيْدْ বলে। اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ -এর পূর্বে كَانَ যোগ করলে اَلْمَاضِى الْبَعِيْدْ গঠিত হয়। আর كَانَ শব্দটিও فِعْلْ -এর মতো রূপান্তরিত হবে। যেমন- كَانَ جَلَسَ -সে (একজন পুরুষ) বসেছিল; كَانَتْ كَتَبَتْ -সে (একজন স্ত্রী) লিখেছিল।

৪. اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِىْ : যে فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ অবিরাম গতিতে করছিল বা হচ্ছিল বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِىْ বলে; اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعْ-এর পূর্বে كَانَ বা তার থেকে রূপান্তর শব্দ যোগ করে اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِىْ গঠন করা হয়। যেমন- كَانَ يَكْتُبُ - সে (একজন পুরুষ) লিখতেছিলো; كَانَتْ تَكْتُبُ - সে (একজন স্ত্রী) লিখতেছিলো।

৫. اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِيُّ : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বিষয়ে সম্ভাবনা বা সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়, তাকে اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِيُّ বলে। اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ -এর পূর্বে لَعَلَّمَا যোগ করলে اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِيُّ গঠিত হয়। যেমন- لَعَلَّمَا جَاءَ - সম্ভবতঃ সে (একজন পুরুষ) আসলো; لَعَلَّمَا سَمِعَتْ - সম্ভবতঃ সে (একজন স্ত্রী) শুনলো।

৬. اَلْمَاضِى التَّمَنِّىُّ : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়ার ওপর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়, তাকে اَلْمَاضِى التَّمَنِّىُّ বলে। اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ -এর পূর্বে لَيْتَمَا যোগ করলে اَلْمَاضِى التَّمَنِّىُّ গঠিত হয়। যেমন- لَيْتَمَا جَاءَ - যদি সে (একজন পুরুষ) আসতো; لَيْتَمَا خَرَجَتْ - যদি সে (একজন স্ত্রী) বের হতো।

مَاضِىْ مُطْلَقْ-এর গঠন প্রণালী : মাসদার হতে اَلْمَاضِىْ الْمُطْلَقْ الْمَعْرُوْفْ গঠন করতে হয়। ثُلَاثِىْ তথা তিন অক্ষরবিশিষ্ট মাসদার থেকে اَلْمَاضِى الْمُطْلَقْ الْمَعْرُوْفْ গঠন করতে হলে প্রথমে مَصْدَرْ-এর আলামতকে বিলুপ্ত করে فَاءْ كَلِمَةْ তথা প্রথম অক্ষরে সর্বদা যবর দিতে হবে এবং عَيْنْ كَلِمَةْ তথা দ্বিতীয় অক্ষর بَابْ অনুযায়ী যের, যবর, পেশ-এর যে কোনো একটি হবে। আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরে যবর দিলে اَلْمَاضِى الْمُطْلَقُ الْمَعْرُوْفْ -এর وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ -এর সীগাহটি গঠিত হবে। যেমন- اَلْفِعْلْ মাসদার থেকে فَعَلَ সীগাহ গঠিত হয়েছে। অনুরূপ نَفِىْ করতে হলে প্রথমে নাবোধক مَا যোগ করলেই গঠন করা যাবে। যেমন فَعَلَ থেকে مَا فَعَلَ ইত্যাদি।

مَاضِى مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ গঠন করতে হলে শব্দের لَامْ كَلِمَةْ -কে আগের অবস্থায় রেখে عَيْنْ كَلِمَةْ তে যের না থাকলে যের দিতে হবে এবং فَاءْ كَلِمَةْ -কে পেশ দিতে হবে। যেমন فَعَلَ থেকে فُعِلَ، نَصَرَ থেকে نُصِرَ এবং ضَرَبَ থেকে ضُرِبَ ইত্যাদি।

وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর صِيْغَةْ-এর শেষে নির্দিষ্টভাবে আলামত যোগ করলে অবশিষ্ট ১৩টি সীগাহ গঠিত হয়।

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ-এর সীগাহ ও তার আলামত : اَلْمَاضِيْ-এর সীগাহ ১৪টি। প্রত্যেক সীগাহ-এর জন্যে নির্দিষ্ট আলামত রয়েছে। যা ছক আকারে দেখানো হয়েছে।

নিম্নে مَاضِيْ مُطْلَقْ -এর ১৪টি সীগার চিহ্নসমূহ বর্ণনা করা হলো।

شَخْص পুরুষ	جِنْس লিঙ্গ	عَدَدْ বচন	مَعْنَى : অর্থ	صِيْغَةْ চেনার চিহ্ন যা فِعْلْ-এর পর বসে	تصْرِيْف(রূপান্তর)
غَائِبْ নাম পুরুষ	مُذَكَّرْ পুংলিঙ্গ	وَاحِدْ [একবচন]	সে (একজন পুরুষ) করলো।	َ	فَعَلَ
		تَثْنِيَةْ [দ্বিবচন]	তারা (দুজন পুরুষ) করলো।	ا	فَعَلَا
		جَمْعْ [বহুবচন]	তারা (সকল পুরুষ) করলো।	وْا	فَعَلُوْا
	مُوَنَّثْ স্ত্রীলিঙ্গ	وَاحِدْ [একবচন]	সে (একজন স্ত্রী) করলো।	تْ	فَعَلَتْ
		تَثْنِيَةْ [দ্বিবচন]	তারা (দুজন স্ত্রী) করলো।	تَا	فَعَلَتَا
		جَمْعْ [বহুবচন]	তারা (সকল স্ত্রী) করলো।	نَ	فَعَلْنَ
حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ	مُذَكَّرْ পুংলিঙ্গ	وَاحِدْ [একবচন]	তুমি (একজন পুরুষ) করলে।	تَ	فَعَلْتَ
		تَثْنِيَةْ [দ্বিবচন]	তোমরা (দুজন পুরুষ) করলে।	تُمَا	فَعَلْتُمَا
		جَمْعْ [বহুবচন]	তোমরা (সকল পুরুষ) করলে।	تُمْ	فَعَلْتُمْ
	مُؤنث স্ত্রীলিঙ্গ	وَاحِدْ [একবচন]	তুমি (একজন স্ত্রী) করলে।	تِ	فَعَلْتِ
		تَثْنِيَةْ [দ্বিবচন]	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করলে।	تُمَا	فَعَلْتُمَا
		جَمْعْ [বহুবচন]	তোমরা (সকল স্ত্রী) করলে।	تُنَّ	فَعَلْتُنَّ
مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ	مُذَكَّرْ /مُؤنث পুং/স্ত্রী লিঙ্গ	وَاحِدْ একবচন	আমি (পুরুষ/স্ত্রী) করলাম।	تُ	فَعَلْتُ
		تَثْنِيَةْ / جَمْعْ দ্বিবচন/বহুবচন	আমরা (পুরুষ/ স্ত্রী) করলাম।	نَا	فَعَلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَقْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفْ

হ্যাঁ-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) করলো	فَعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) করলো	فَعَلَا
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) করলো	فَعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করলো	فَعَلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করলো	فَعَلَتَا
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করলো	فَعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) করলে	فَعَلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) করলে	فَعَلْتُمَا
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করলে	فَعَلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করলে	فَعَلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করলে	فَعَلْتُمَا
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করলে	فَعَلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) করলাম	فَعَلْتُ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং /স্ত্রী) করলাম	فَعَلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَقْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلْ

হ্যাঁ-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) কৃত হলো	فُعِلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) কৃত হলো	فُعِلَا
جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) কৃত হলো	فُعِلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) কৃত হলো	فُعِلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) কৃত হলো	فُعِلَتَا
جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) কৃত হলো	فُعِلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) কৃত হলে	فُعِلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) কৃত হলে	فُعِلْتُمَا
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) কৃত হলে	فُعِلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কৃত হলে	فُعِلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কৃত হলে	فُعِلْتُمَا
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কৃত হলে	فُعِلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) কৃত হলাম	فُعِلْتُ
جَمْعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) কৃত হলাম	فُعِلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَق اَلْمَنْفِىّ لِلْمَعْرُوْف

না-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) করলো না।	مَا فَعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) করলো না।	مَا فَعَلَا
جَـمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) করলো না।	مَا فَعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করলো না।	مَا فَعَلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করলো না।	مَا فَعَلَتَا
جَـمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করলো না।	مَا فَعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) করলে না।	مَافَعَلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) করলে না।	مَافَعَلْتُمَا
جَـمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করলে না।	مَا فَعَلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করলে না।	مَافَعَلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করলে না।	مَافَعَلْتُمَا
جَـمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করলে না।	مَافَعَلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) করলাম না	مَافَعَلْتُ
جَـمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) করলাম না	مَا فَعَلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ الْمُطْلَقِ الْمَنْفِيِّ لِلْمَجْهُوْلِ

না-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) কৃত হলো না।	مَا فُعِلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) কৃত হলো না।	مَا فُعِلَا
جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) কৃত হলো না।	مَا فُعِلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) কৃত হলো না।	مَا فُعِلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) কৃত হলো না।	مَا فُعِلَتَا
جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) কৃত হলো না।	مَا فُعِلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) কৃত হলে না।	مَا فُعِلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) কৃত হলে না।	مَافُعِلْتُمَا
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) কৃত হলে না।	مَا فُعِلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কৃত হলে না।	مَا فُعِلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কৃত হলে না।	مَافُعِلْتُمَا
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কৃত হলে না।	مَافُعِلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) কৃত হলাম না	مَا فُعِلْتُ
جَمْعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) কৃত হলাম না	مَا فُعِلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ الْقَرِيْبِ الْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁ-বাচক নিকটবর্তী অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) এইমাত্র করেছে।	قَدْ فَعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) এইমাত্র করেছে।	قَدْ فَعَلَا
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) এইমাত্র করেছে।	قَدْ فَعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) এইমাত্র করেছে।	قَدْ فَعَلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) এইমাত্র করেছে।	قَدْ فَعَلَتَا
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) এইমাত্র করেছে।	قَدْ فَعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) এইমাত্র করেছো।	قَدْ فَعَلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) এইমাত্র করেছো।	قَدْ فَعَلْتُمَا
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) এইমাত্র করেছো।	قَدْ فَعَلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) এইমাত্র করেছো।	قَدْ فَعَلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) এইমাত্র করেছো।	قَدْ فَعَلْتُمَا
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) এইমাত্র করেছো।	قَدْ فَعَلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) এইমাত্র করেছি।	قَدْ فَعَلْتُ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) এইমাত্র করেছি	قَدْفَعَلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْبَعِيْدْ اَلْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁ-বাচক দূরবর্তী অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) করেছিল।	كَانَ فَعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) করেছিল।	كَانَا فَعَلَا
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) করেছিল।	كَانُوْا فَعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করেছিল।	كَانَتْ فَعَلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করেছিল।	كَانَتَا فَعَلَتَا
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করেছিল।	كُنَّ فَعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) করেছিলে।	كُنْتَ فَعَلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) করেছিলে	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করেছিলে	كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করেছিলে।	كُنْتِ فَعَلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করেছিলে।	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করেছিলে।	كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) করেছিলাম	كُنْتُ فَعَلْتُ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) করেছিলাম	كُنَّا فَعَلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْاِسْتِمْرَارِى اَلْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفْ

হ্যাঁ-বাচক চলমান অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) করছিল।	كَانَ يَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) করছিল।	كَانَا يَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) করছিল।	كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করছিল।	كَانَتْ تَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করছিল।	كَانَتَا تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করছিল।	كُنَّ يَفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) করছিলে।	كُنْتَ تَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) করছিলে।	كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করছিলে।	كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করছিলে।	كُنْتِ تَفْعَلِيْنَ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করছিলে।	كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করছিলে	كُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) করছিলাম	كُنْتُ اَفْعَلُ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) করছিলাম	كُنَّا نَفْعَلُ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْاِحْتِمَالِى اَلْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁ-বাচক সম্ভাবনাসূচক অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সম্ভবত সে (একজন পুরুষ) করেছে।	لَعَلَّمَا فعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	সম্ভবত তারা (দুজন পুরুষ) করেছে।	لَعَلَّمَا فعَلَا
جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	সম্ভবত তারা (সকল পুরুষ) করেছে।	لَعَلَّمَا فَعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সম্ভবত সে (একজন স্ত্রী) করেছে।	لَعَلَّمَا فَعَلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	সম্ভবত তারা (দুজন স্ত্রী) করেছে।	لَعَلَّمَا فَعَلَتَا
جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	সম্ভবত তারা (সকল স্ত্রী) করেছে।	لَعَلَّمَا فَعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	সম্ভবত তুমি (একজন পুরুষ) করেছ।	لَعَلَّمَا فَعَلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	সম্ভবত তোমরা (দুজন পুরুষ) করেছ।	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	সম্ভবত তোমরা (সকল পুরুষ) করেছ।	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمْ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	সম্ভবত তুমি (একজন স্ত্রী) করেছ।	لَعَلَّمَا فَعَلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	সম্ভবত তোমরা (দুজন স্ত্রী) করেছ।	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	সম্ভবত তোমরা (সকল স্ত্রী) করেছ।	لَعَلَّمَا فَعَلْتُنَّ
وَاحِد مُتَكَلِّم	সম্ভবত আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) করেছি।	لَعَلَّمَا فَعَلْتُ
جَمْعْ مُتَكَلِّم	সম্ভবত আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) করেছি।	لَعَلَّمَا فَعَلْنَا

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلتَّمَنِّيْ اَلْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁ-বাচক আকাঙ্ক্ষাসূচক অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) যদি করতো	لَيْتَمَا فَعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) যদি করতো।	لَيْتَمَا فَعَلَا
جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) যদি করতো	لَيْتَمَا فَعَلُوْا
وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) যদি করতো।	لَيْتَمَا فَعَلَتْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) যদি করতো।	لَيْتَمَا فَعَلَتَا
جَمْعْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) যদি করতো।	لَيْتَمَا فَعَلْنَ
وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) যদি করতে	لَيْتَمَا فَعَلْتَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) যদি করতে	لَيْتَمَا فَعَلْتُمَا
جَمْعْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) যদি করতে	لَيْتَمَا فَعَلْتُمْ
وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) যদি করতে।	لَيْتَمَا فَعَلْتِ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) যদি করতে।	لَيْتَمَا فَعَلْتُمَا
جَمْعْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) যদি করতে।	لَيْتَمَا فَعَلْتُنَّ
وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) যদি করতাম	لَيْتَمَا فَعَلْتُ
جَمْعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) যদি করতাম	لَيْتَمَا فَعَلْنَا

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِى কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. اَلْمَاضِى الْمُطْلَقُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩. اَلْمَاضِى الْبَعِيْدُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪. اَلْمَاضِى الْقَرِيْبُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫. اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِى কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৬. اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِى কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৭. اَلْمَاضِى التَّمَنِّى কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৮. اَلْفَتْحُ শব্দ থেকে مَاضِى بَعِيْدُ مُثْبَتُ مَعْرُوْفُ-এর ১৪টি صِيْغَةٌ অর্থসহ লেখ।

৯. اَلسَّمْعُ মাসদার থেকে مَاضِى احْتِمَالِى مُثْبَتُ مَعْرُوْفُ-এর ১৪টি صِيْغَةٌ অর্থসহ লেখ।

খ. ভুল হলে ‘ভু’ এবং শুদ্ধ হলে ‘শু’ লেখ :

১. اَلْمَاضِى الْبَعِيْدُ দ্বারা দূরবর্তী অতীতে কোনো কাজ করা বা হওয়াকে বোঝায়। ( )

২. كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ ফে‘লটি اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِى الْمُثْبَتِ الْمَجْهُوْلُ ।( )

৩. لَعَلَّمَا فَتَحَ এর অর্থ হলো- যদি সে (একজন পুং) খুলতো। ( )

৪. اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِى দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়। ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. দূরবর্তী অতীতে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় এমন اَلْمَاضِىْ -কে .... বলে।

২. اَلْمَاضِى الْبَعِيْدُ الْمَنْفِىُّ الْمَعْرُوْفُ -এর উদাহরণ হলো............ ।

৩. .... অতীতকালে কোনো কাজ অবিরাম গতিতে হচ্ছিল বোঝায়।

৪. كُنَّا نَفْعَلُ হলো .... এর উদাহরণ।

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

اَلفِعْلُ الْمُضَارِعُ
ফে'লে মুদারে

উদাহরণ

(الف)		(ب)	
يَنْصُرُ	সে সাহায্য করছ/করবে	يُنْصَرُ	সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে/হবে
يَرْجِعُ	সে ফিরে আসছে/আসবে।	يُدْرَسُ	পড়া হচ্ছে/হবে
يَخْرُجُ	সে বের হচ্ছে/হবে	يُخْرَجُ	বের করা হচ্ছে/হবে
(ج)		(د)	
لَا يَنْصُرُ	সে সাহায্য করছে/করবে না	لَا يُنْصَرُ	সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে/হবে না
لَا يَرْجِعُ	সে ফিরে আসছে/আসবে না	لَا يُدْرَسُ	পড়া হচ্ছে/হবে না
لَا يَخْرُجُ	সে বের হচ্ছে/হবে না	لَا يُخْرَجُ	বের করা হচ্ছে/হবে না

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রতিটি فِعْلْ দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত দুটি কাল বোঝানো হয়েছে। (الف) অংশের فِعْلْ গুলোর فَاعِلْ জানা আছে। কিন্তু (ب) অংশের فِعْلْ গুলোর فَاعِلْ জানা নেই এবং উভয় অংশের فِعْلْ গুলো হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রদান করে। (ج) অংশের فِعْلْ গুলোর فَاعِلْ জানা আছে। (د) অংশের فِعْلْ গুলোর فَاعِلْ জানা নেই এবং শেষ দু অংশের فِعْلْ গুলো না-বোধক অর্থ প্রদান করে।

নিয়মাবলি

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ বলা হয়। যেমন- يَدْرُسُ مُفِيْضٌ- মফিজ পড়ে/পড়ছে/পড়বে।

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর চার ধরনের রূপান্তর হয়ে থাকে। তা হলো-

১. اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় এবং তার فَاعِلٌ জানা থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ বলে। যেমন- تَفْتَحُ خَالِدَةُ بَابَ الْبَيْتِ - খালেদা ঘরের দরজা খোলে/খুলছে/খুলবে।

২. اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَجْهُوْلُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, যার فَاعِلٌ জানা নেই, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَجْهُوْلُ বলে। যেমন- يُنْصَحُ الطُّلَّابُ - ছাত্রদের উপদেশ দেয়া হয়/হচ্ছে/হবে।

৩. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَعْرُوْفُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়া বোঝায় এবং যার فَاعِلٌ জানা আছে, তাকে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَعْرُوْفُ বলে। যেমন- لَا يَطْلَعُ خَبَّابُ عَلَى الْجَبَلِ - খাব্বাব পাহাড়ে আরোহণ করে না/করছে না/করবে না।

৪. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَجْهُوْلُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়া বোঝায় এবং যার فَاعِلٌ জানা নেই, তাকে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَجْهُوْلُ বলে। যেমন- لَا يُعْرَفُ السَّارِقُ- চোরকে চেনা যায় না/যাচ্ছে না/যাবে না।

مُضَارِعْ-এর আলামত ও উহার ব্যবহার :

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعْ-এর আলামত চারটি। যথা-

১. 'الف' আলিফ আসে কেবল একটি وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ صِيْغَةْ -এর জন্যে। যেমন- اَفْعَلُ

২. 'ت' আসে আটটি صِيْغَةْ-এর জন্যে। যথা–

حَاضِرْ-এর ছয়টি ও বাকি দুটি হলো- واحد مُؤَنَّثِ غَائِبْ ও تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثِ غَائِبْ

৩. 'ي' আসে চারটি صِيْغَةْ -এর জন্যে। যথা–

مُذَكَّرِ غَائِبْ-এর তিনটি ও বাকি একটি جَمْع مُؤَنَّثِ غَائِبْ ।

৪. 'ن' আসে একটি جَمْع مُتَكَلِّمْ صِيْغَةْ -এর জন্যে।

فِعْلِ مُضَارِعْ-এর বৈশিষ্ট্য :

ক. فِعْلِ مُضَارِعْ -এর শেষে পাঁচ সীগাহতে পেশ হবে। যথা-

১. يَفْعَلُ ২. تَفْعَلُ ৩. تَفْعَلُ ৪. اَفْعَلُ ও ৫. نَفْعَلُ

খ. সাত صِيْغَةْ -তে পেশের পরিবর্তে نُوْنِ اِعْرَابِىْ যোগ হবে।

গ. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর শেষে দুটি সীগাহতে مُؤَنَّثْ -এর نُوْنْ সংযুক্ত হবে এবং এ সীগাহ দুটি مبنى ; যথা- جَمْع مُؤَنَّثِ غَائِبْ ও حَاضِرْ

اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ-এর গঠন প্রণালী :

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-কে اَلْفِعْلُ الْمَاضِىْ হতে গঠন করতে হয়। اَلْمَاضِىْ-এর শুরুতে একটি عَلَامَـةِ الْمُضَـارِعْ যোগ করে فَـاءْ كَلِمَـةْ-তে সাকিন এবং لَامْ كَلِمَـةْ তে পেশ দিলেই اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর সীগাহ গঠিত হয়। আর عَـيْنْ كَلِمَـةْ বাব অনুযায়ী যবর, যের ও পেশযুক্ত হবে। যেমন- فَـعَـلَ থেকে يَـفْعَلُ ; قَـتَـلَ থেকে يَقْتُلُ ; نَصَـرَ থেকে يَنْصُـرُ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁ-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) করছে/করবে	يَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) করছে/করবে	يَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) করছে/করবে	يَفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করছে/করবে	تَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করছে/করবে	تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করছে/করবে	يَفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) করছো/করবে	تَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) করছো/করবে	تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করছো/করবে	تَفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করছো/করবে	تَفْعَلِيْنَ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করছো/করবে	تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করছো/করবে	تَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) করছি/করবো	أَفْعَلُ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) করছি/করবো	نَفْعَلُ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ الْمَجْهُوْلِ

হ্যাঁ-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন কর্মবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

গঠন প্রণালী : اَلْمُضَارِعُ الْمَعْرُوْف হতে اَلْمُضَارِعُ الْمَجْهُوْل গঠন করতে হয়। عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ -কে পেশ এবং عَيْنْ كَلِمَةٌ -তে যবর না থাকলে যবর দিতে হবে এবং لَامْ كَلِمَةٌ কে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখলে اَلْمُضَارِعُ الْمَجْهُوْل গঠন হবে । যেমন- يَفْعَلُ থেকে يُفْعَلُ

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুং) কৃত হচ্ছে বা হবে	يُفْعَلُ
تَثْنِيَةٌ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুং) কৃত হচ্ছে বা হবে	يُفْعَلَانِ
جَمْعٌ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুং) কৃত হচ্ছে বা হবে	يُفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছে বা হবে	تُفْعَلُ
تَثْنِيَةٌ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছে বা হবে	تُفْعَلَانِ
جَمْعٌ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) কৃত হচ্ছে বা হবে	يُفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুং) কৃত হচ্ছো বা হবে	تُفْعَلُ
تَثْنِيَةٌ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুং) কৃত হচ্ছো বা হবে	تُفْعَلَانِ
جَمْعٌ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুং) কৃত হচ্ছো বা হবে	تُفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছো বা হবে	تُفْعَلِيْنَ
تَثْنِيَةٌ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছো বা হবে	تُفْعَلَانِ
جَمْعٌ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কৃত হচ্ছো বা হবে	تُفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) কৃত হচ্ছি বা হবো	أُفْعَلُ
جَمْعٌ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) কৃত হচ্ছি বা হবো	نُفْعَلُ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ لِلْمَعْرُوْفِ

না-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

গঠন প্রণালী : اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ-এর পূর্বে না-অর্থবোধক مَا বা لَا যোগ করলে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَعْرُوْفُ গঠিত হয়ে যায়। তবে এ 'لَا' হ্যাঁ-বোধক অর্থকে না-বোধকে পরিবর্তন করা ব্যতীত অন্য কোনো আমল করবে না। যেমন- يَفْعَلُ হতে لَا يُفْعَلُ

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুং) করছে না/করবে না	لَا يَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুং) করছে না/করবে না	لَا يَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুং) করছে না/করবে না	لَا يَفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করছে না/করবে না	لَا تَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করছে না/করবে না	لَا تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করছে না/করবে না	لَا يَفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুং) করছো না/করবে না	لَا تَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুং) করছো না/করবে না	لَا تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুং) করছো না/করবে না	لَا تَفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করছো না/করবে না	لَا تَفْعَلِيْنَ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করছো না/করবে না	لَا تَفْعَلَانِ
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করছো না/করবে না	لَا تَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) করছি না/করবো না	لَا أَفْعَلُ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) করছি না/করবো না	لَا نَفْعَلُ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ اَلْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ لِلْمَجْهُوْلِ

না-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন কর্মবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

গঠন প্রণালী : اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَجْهُوْلُ -এর পূর্বে না-অর্থবোধক مَا বা لَا যোগ করলে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَجْهُوْلُ গঠিত হয়ে যায়। যেমন- يُفْعَلُ হতে لَا يُفْعَلُ - সে (একজন পুং) কৃত হচ্ছে না বা হবে না।

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুং) কৃত হচ্ছে না/হবে না	لَا يُفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুং) কৃত হচ্ছে না/হবে না	لَا يُفْعَلَانِ
جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুং) কৃত হচ্ছে না/হবে না	لَا يُفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছে না/হবে না	لَا تُفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছে না/হবে না	لَا تُفْعَلَانِ
جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) কৃত হচ্ছে না/হবে না	لَا يُفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুং) কৃত হচ্ছো না/হবে না	لَا تُفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুং) কৃত হচ্ছো না/হবে না	لَا تُفْعَلَانِ
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুং) কৃত হচ্ছো না/হবে না	لَا تُفْعَلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছো না/হবে না	لَا تُفْعَلِيْنَ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কৃত হচ্ছো না/হবে না	لَا تُفْعَلَانِ
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কৃত হচ্ছো না/হবে না	لَا تُفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّم	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) কৃত হচ্ছি না/হবো না	لَا أُفْعَلُ
جَمْعْ مُتَكَلِّم	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) কৃত হচ্ছি না/হবো না	لَا نُفْعَلُ

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১. اَلْمُضَارِعُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২. اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩. اَلْمُضَارِعُ -এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৪. اَلْمُضَارِعُ -এর আলামত কয়টি এবং কোন কোন সীগায় কোন আলামত ব্যবহৃত হয়?

৫. কোন সাত সীগাহতে نُوْنِ اِعْرَابِىْ যোগ হয়?

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১. يُدْرَسُ ফে'লটি اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَجْهُوْلُ ( )

২. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمَعْرُوْفُ -এর উদাহরণ হলো لا تُرْكَبُ ( )

৩. اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ যার দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় এবং যার فَاعِلْ জানা আছে। ( )

৪. لَا تَفْتَحُ الْبَابَ অর্থ দরজাটি খোলা হবে না। ( )

৫. মফিজ ইসলামী সাহিত্য পড়ছে-এর আরবি হলো يَدْرُسُ مُفِيْضٌ الْاَدَبَ الْاِسْلَامِيَّ ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. .... বর্তমানে বা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়।

২. لا تَفْعَلْنَ اَلْمُضَارِعْ হলো ....-এর উদাহরণ।

৩. اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَجْهُوْلْ -এর উদাহরণ হলো .... ।

৪. اَلْمُضَارِعْ -এর আলামত চারটি। যথা..................... ।

৫. نُوْنِ اِعْرَابِىْ আসে .... সীগাহতে।

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ وَالْمَجْحُوْدُ بَلَمْ

لَنْ যোগে না-বোধক ও لَمْ যোগে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ফে'লে মুদারে

উদাহরণ

(الف)		(ب)	
لَنْ يَتْرُكَ	সে কখনো ত্যাগ করবে না।	لَمْ يَضْرِبْ	সে প্রহার করেনি।
لَنْ تَصْدُقَ	তুমি কখনো বিশ্বাস করবে না।	لَمْ تَجْلِسْ	তুমি বসোনি।
لَنْ نَطْلُبَ	আমরা কখনো চাইবো না।	لَمْ نَقْطَعْ	আমি কর্তন করিনি।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। (الف) অংশের প্রতিটি فِعْلٌ-এর বাহ্যিক রূপ مُضَارِعْ -এর পূর্বে لَنْ যোগ হয়ে ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে (ب) অংশের প্রতিটি فِعْلٌ এর বাহ্যিক রূপ مُضَارِعْ -এর পূর্বে لَمْ যোগ হয়ে অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়াকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

নিয়মাবলি

اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ বলে। যেমন- لَن يَذْهَبَ - সে কখনো যাবে না।

গঠন প্রণালী : اَلْمُضَارِعْ -এর পূর্বে لَنْ শব্দটি যোগ করে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ গঠন করতে হয়। যেমন- لَن يَذْهَبَ عَمِيْمٌ - আমীম কখনো যাবে না।

لَنْ-এর বৈশিষ্ট্য :

ক. لَنْ এসে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعْ-এর পেশবিশিষ্ট পাঁচ সীগাহতে যবর দিবে। صيغة পাঁচটি হলো-

جَمْع مُتَكَلِّمْ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ حَاضِرْ وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ

খ. نون الاعراب বিশিষ্ট সাত صِيْغَةْ থেকে نُوْنِ اِعْرَابِىْ -কে বিলুপ্ত করে দিবে। صِيْغَةْ গুলো হচ্ছে- চার تَثْنِيَةْ যথা-১. لَنْ يَفْعَلَا ;২. لَنْ تَفْعَلَا ; ৩. لَنْ تَفْعَلَا ; ৪. لَنْ تَفْعَلَا ও দুটি جَمْع مُذَكَّرِ غَائِبْ ও حَاضِرْ যথা- ১. لَنْ يَفْعَلُوْا ;২. لَنْ تَفْعَلُوْا এবং একটি وَاحِدِ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ যথা- لَنْ تَفْعَلِىْ

গ.আর مُؤَنَّثْ -এর সংযুক্ত দু সীগাতে কোনো আমল করবে না। صِيْغَةْ দুটি হলো- جَمْع مُؤَنَّثِ غَائِبْ যেমন لَنْ يَفْعَلْنَ ও جَمْع مُؤَنَّثِ حَاضِرْ যেমন- لَنْ تَفْعَلْنَ

ঘ. لَنْ হ্যাঁ-বাচক فِعْلْ-এর অর্থকে দৃঢ়তাসূচক ভবিষ্যতকালীন না-বাচকে পরিবর্তন করে দেয়।

اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْجُحُوْدُ بَلَمْ اَلْمَعْرُوْف-এর পরিচয় :

যে فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ না করার বা না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা তথা অস্বীকৃতি বোঝায় এবং তার فَاعِلْ জানা আছে, তাকে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْجُحُوْدُ بَلَـمْ اَلْمَعْرُوْف বলে। যেমন - لَمْ يَضْرِبْ- সে প্রহার করেনি।

لَمْ-এর বৈশিষ্ট্য:

ক. لَمْ পাঁচ صِيْغَةْ -তে جَزَمْ দেয় যদি শেষ হরফটি حَرْفُ الْعِلَّةِ না হয়। صِيْغَةْ পাঁচটি হলো-

جَمْع مُتَكَلِّمْ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ حَاضِرْ وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ

তবে لَامْ كَلِمَةْ বা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে, তা ফেলে দিতে হবে। যেমন- يَـرْمِىْ থেকে لَمْ يَرْمِ

খ. لَمْ সাতটি صِيْغَةْ হতে نُوْنِ اِعْرَابِىْ কে বাদ দিয়ে দেয়। চার تَثْنِيَةْ দুই جَمْع مُـذَكَّرِ غَائِبْ ও حَاضِرْ আর একটি وَاحِدِ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ ।

গ. لَمْ দুটি صِيْغَةْ তে কোনো عَمَلْ করবে না। যেমন- جمْع مُؤَنَّثِ غَائِبْ ও حَاضِرْ

ঘ. لَـمْ এসে فِعْـلِ مُضَـارِعْ কে না-বাচক مَـاضِىْ-এর অর্থে পরিবর্তন করে দিবে এবং তাতে অস্বীকৃতির ভাব থাকবে।

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ اَلْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِىّ اَلْمُؤَكَّدْ بَلَنْ لِلْمَعْرُوْف

لَنْ যুক্ত না-বাচক দৃঢ়তাসূচক ভবিষ্যতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) কখনো করবে না	لَنْ يَّفْعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) কখনো করবে না	لَنْ يَّفْعَلَا
جَـمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) কখনো করবে না	لَنْ يَّفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلَ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلَا
جَـمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) কখনো করবে না	لَنْ يَّفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلَ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلَا
جَـمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلِى
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلَا
جَـمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কখনো করবে না	لَنْ تَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) কখনো করবো না	لَنْ أَفْعَلَ
جَـمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) কখনো করবো না	لَنْ نَفْعَلَ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِىِّ اَلْمَجْحُوْد بَلَم لِلْمَعْرُوْف

لَم যুক্ত অস্বীকারজ্ঞাপক না-বোধক ভবিষ্যতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) করেনি	لَمْ يَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) করেনি	لَمْ يَفْعَلَا
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) করেনি	لَمْ يَفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) করেনি	لَمْ تَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) করেনি	لَمْ تَفْعَلَا
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) করেনি	لَمْ يَفْعَلْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) করোনি	لَمْ تَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) করোনি	لَمْ تَفْعَلَا
جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করোনি	لَمْ تَفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) করোনি	لَمْ تَفْعَلِى
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করোনি	لَمْ تَفْعَلَا
جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করোনি	لَمْ تَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) করিনি	لَمْ أَفْعَلْ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) করিনি	لَمْ نَفْعَلْ

اَلتَّدْرِيْبَاتْ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ الْمَعْرُوْفُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ -এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৩. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ -এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।

৪. المضارع المنفى المجحود بلم কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫. المضارع المنفى المجحود بلم المعروف কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৬. المضارع المنفى المجحود بلم-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।

খ. ভুল হলে ‘ভু’ এবং শুদ্ধ হলে ‘শু’ লেখ :

১. যে فِعْلْ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়া দৃঢ়তার সাথে বোঝায় এবং তার فَاعِلْ জানা আছে, তাকে اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ الْمَجْهُوْلْ বলে। ( )

২. لَنْ يَفْعَلْنَ ফেলের বহস اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ الْمَعْرُوْفْ ( )

৩. لن يُتْرَكَ ফে‘লটি اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ المعروف-এর সীগাহ। ( )

৪. اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ الْمُؤَكَّدُ بَلَنْ الْمَعْرُوْفْ -এর সীগাহ হলো لَنْ يَصْدُقَ ।( )

৫. لم نطلب অর্থ আমি চাইনি। ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. .... যা ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়া দৃঢ়তার সাথে বোঝায়।

২. لَنْ تَصْدُقَ অর্থ .... ।

৩. لَنْ يَتْرُكَ-এর অর্থ হলো.................... ।

৪. لَمْ نَطْلُبْ-এর অর্থ হলো .... ।

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ : অষ্টম পাঠ

فِعْلُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ
ফে‘লে আমর ও নাহী

উদাহরণ

(الف)		(ب)	
أُتْرُكْ	তুমি ছেড়ে দাও	لاَ تَتْرُكْ	তুমি ছেড়ে দিও না
أُنْصُرْ	তুমি সাহায্য কর	لاَ تَجْلِسْ	তুমি বসো না
أُطْلُبْ	তুমি চাও	لاَ تَظْلِمْ	তুমি জুলম করো না
لِنَنْصُرْ	আমরা যেন সাহায্য করি	لاَ تَخَفْ	তুমি ভয় পেও না

আলোচনা

উপরে উল্লিখিত উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রতিটি শব্দই فِعْلْ এবং এগুলো দ্বারা কোনো কিছুর আদেশ বা নিষেধ করা হয়েছে। (الف) অংশের فِعْلْ গুলোর দ্বারা আদেশ ও অনুরোধ করা বোঝায়। আর (ب) অংশের فِعْلْ গুলোর দ্বারা নিষেধ করা বোঝায়।

নিয়মাবলি

فِعْلُ الأَمْرِ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা কোনো আদেশ বা অনুরোধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الأَمْرِ বলে। যেমন- اِقْرَءِ الْقُرْاٰنَ - তুমি কুরআন পড়।

فِعْلُ الأَمْرِ-কে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. فِعْلُ اَلْأَمْرِ الْحَاضِرِ ; ২. فِعْلُ اَلْأَمْرِ الْغَائِبِ ; ৩. فِعْلُ اَلْأَمْرِ الْمُتَكَلِّمْ

أَمْر حَاضِر مَعْرُوْف-এর গঠন প্রণালী :

ক. مُضَارِعْ حَاضِر مَعْرُوْف-এর সীগাহ থেকে أَمْر حَاضِر مَعْرُوْف গঠন করা হয়। فِعْلِ مُضَارِعْ-এর শুরু থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ-কে বিলুপ্ত করে দিতে হবে।

খ. পরবর্তী অক্ষর হরকতবিশিষ্ট না সাকিনবিশিষ্ট দেখতে হবে। যদি হরকতবিশিষ্ট হয়, তবে لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। لَامْ كَلِمَةْ যদি حَرْفِ صَحِيْحْ হয়, তাহলে সাকিন করতে হবে। যেমন- تَعِدُ হতে عِدْ ; تَضَعُ হতে ضَعْ ; تَهَبُ হতে هَبْ ইত্যাদি।

গ. لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে, তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন- تَقِيْ থেকে قِ, تَلِيْ হতে لِ ইত্যাদি।

ঘ. عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ বিলুপ্ত করার পর যদি পরবর্তী অক্ষরটি سَاكِنْ হয়, তাহলে দেখতে হবে عَيْنْ كَلِمَةْ তথা দ্বিতীয় অক্ষরে কি হরকত আছে? যদি তাতে فَتْحَةْ বা كَسْرَةْ থাকে, তাহলে শুরুতে একটি كَسْرَةْ তথা যেরবিশিষ্ট هَمْزَةُ الْوَصْلِ যোগ করতে হবে এবং لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ صَحِيْحْ হলে, তাকে সাকিন করতে হবে। যেমন- تَفْتَحُ হতে اِفْتَحْ, تَضْرِبُ হতে اِضْرِبْ আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে, তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন-تَرْمِيْ হতে اِرْمِ ; تَخْشَى হতে اِخْشَ ইত্যাদি।

ঙ. عَيْنْ كَلِمَةْ তথা দ্বিতীয় অক্ষরটি যদি مَضْمُوْمْ তথা পেশবিশিষ্ট হলে শুরুতে একটি ضَمَّةْ বিশিষ্ট هَمْزَةُ الْوَصْلِ যোগ করতে হবে এবং لَامْ كَلِمَةْ হরফে সহীহ হলে তাকে সাকিন করতে হবে। যেমন- تَنْصُرُ হতে اُنْصُرْ ; تَدْخُلُ হতে اُدْخُلْ; আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে, তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন- تَدْعُوْ হতে اُدْعُ ; تَتْلُوْ হতে اُتْلُ ইত্যাদি।

চ. فِعْلُ الأَمْرِ -এর সীগাহগুলো থেকে نُوْنُ الْاِعْرَابْ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

أَمْر غَائِب وَمُتَكَلِّم مَعْرُوْف-এর গঠন প্রণালী :

مُضَارِع غَائِب مَعْرُوْف থেকে أَمْرُ غَائِبُ مَعْرُوْف এবং مُضَارِعِ مُتَكَلِّم مَعْرُوْف থেকে أَمْرُ مُتَكَلِّم مَعْرُوْف গঠন করতে হয়। মুযারে صِيْغَةْ-এর শুরুতে যেরযুক্ত لَامُ الأَمْرِ যোগ করতে হবে। অতঃপর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ صَحِيْحْ হলে সাকিন করতে হবে। আর حرف علة হলে তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন- يَنْصُرُ থেকে لِيَنْصُرْ ; يَدْعُو থেকে لِيَدْعُ ; اَفْعَلُ থেকে لاَفْعَلْ এবং اُدْعُو থেকে لاَدْعُ ইত্যাদি।

أَمْر حَاضِر مَجْهُوْل-এর গঠন প্রণালী : مُضَارِع حَاضِر مَجْهُوْل থেকে أَمْر حَاضِر مَجْهُوْل গঠন করতে হয়। مُضَارِع حَاضِر مَجْهُوْل-এর صِيْغَةْ-এর শুরুতে যেরযুক্ত لَامِ اَمْرْ যোগ করতে হবে এবং لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ صَحِيْحْ হলে সাকিন করতে হবে। যেমন- تَنْصُرُ থেকে لِتَنْصُرْ - আর যদি لَامْ كَلِمَةْ টি حَرْفِ عِلَّةْ হয়, তবে তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন- تَدْعُو থেকে لِتَدْعُ; لَامُ الأَمْرِ শব্দের প্রথমে যেরযুক্ত হয়। যেমন– لِيَعْبُدُوْا

فِعْلُ النَّهِي-এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা কোনো কিছু থেকে নিষেধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ النَّهِي বলে। যেমন- لا تنصر - সাহায্য করো না।

فِعْلُ النَّهِي-এর গঠন প্রণালী : প্রথমে مُضَارِعْ-এর পূর্বে নিষেধসূচক لا যোগ করে فِعْلُ النَّهِي-এর صِيْغَةْ গঠিত হয়। অতঃপর পাঁচ صِيْغَةْ-তে جَزَمْ দেয় যদি শেষ হরফটি حَرْفِ عِلَّةْ না হয়। صِيْغَةْ পাঁচটি হলো-

وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ حَاضِرْ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ جَمْع مُتَكَلِّمْ

তবে لامْ كَلِمَةْ বা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে তা ফেলে দিতে হবে। যেমন- تَرْمِىْ থেকে لا تَرْمِ আর সাতটি صِيْغَةْ হতে نُوْنِ اِعْرَابِىْ কে বাদ দিতে হবে। চার تَثْنِيَةْ দুই جَمْعِ مُذَكَّرِ غَائِبْ ও حَاضِرْ আর একটি وَاحِدِ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ ।

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْـحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْفِ

আদেশসূচক মধ্যম পুরুষ কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) কর	اِفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) কর	اِفْعَلَا
جَـمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) কর	اِفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কর	اِفْعَلِيْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কর	اِفْعَلَا
جَـمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কর	اِفْعَلْنَ

تَصْرِيْفُ الْأَمْرِ الْغَائِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِلْمَعْرُوْفِ

আদেশসূচক নাম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) যেন করে	لِيَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) যেন করে	لِيَفْعَلاَ
جَـمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) যেন করে	لِيَفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) যেন করে	لِتَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) যেন করে	لِتَفْعَلاَ
جَـمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) যেন করে	لِيَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) যেন করি	لاَفْعَلْ
جَـمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) যেন করি	لِنَفْعَلْ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْحَاضِرِ لِلْمَجْهُوْلِ

আদেশসূচক মধ্যম পুরুষ কর্মবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر	তুমি (একজন পুরুষ) কৃত হও	لِتُفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِر	তোমরা (দুজন পুরুষ) কৃত হও	لِتُفْعَلَا
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِر	তোমরা (সকল পুরুষ) কৃত হও	لِتُفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر	তুমি (একজন স্ত্রী) কৃত হও	لِتُفْعَلِيْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِر	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কৃত হও	لِتُفْعَلاَ
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِر	তোমরা (সকল স্ত্রী) কৃত হও	لِتُفْعَلْنَ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ الْحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْفِ

নিষেধসূচক মধ্যম পুরুষ কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر	তুমি (একজন পুরুষ) করো না	لاَ تَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِر	তোমরা (দুজন পুরুষ) করো না	لاَ تَفْعَلاَ
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِر	তোমরা (সকল পুরুষ) করো না	لاَ تَفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر	তুমি (একজন স্ত্রী) করো না	لاَ تَفْعَلِيْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِر	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করো না	لاَ تَفْعَلاَ
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِر	তোমরা (সকল স্ত্রী) করো না	لاَ تَفْعَلْنَ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ الْغَائِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِلْمَعْرُوْفِ

নিষেধসূচক নাম ও উত্তম পুরুষ কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুং) যেন না করে	لاَ يَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুং) যেন না করে	لاَ يَفْعَلاَ
جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুং) যেন না করে	لاَ يَفْعَلُوْا
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) যেন না করে	لاَ تَفْعَلْ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) যেন না করে	لاَ تَفْعَلاَ
جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) যেন না ৻ করে	لاَ يَفْعَلْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) যেন না করি	لاَ اَفْعَلْ
جَمَعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) যেন না করি	لاَ نَفْعَلْ

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১. فِعْلُ الأَمْرِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২. فِعْل أَمْرِ حَاضِر-এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩. أَمْرُ حَاضِر مَعْرُوْفُ-এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৪. فِعْلُ النَّهْيِ-এর গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।

৫. فِعْلُ النَّهِي কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

খ. ভুল হলে ‘ভু’ এবং শুদ্ধ হলে ‘শু’ লেখ :

১. যে فِعْلْ দ্বারা কোনো কাজের আদেশ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الأَمْرِ বলে। (   )

২. مُضَارِعْ حَاضِرْ مَعْرُوْف থেকে أَمْرُ حَاضِرْ مَعْرُوْف গঠিত হয়। (   )

৩. عَيْنْ كَلِمَةْ তে فَتَحَةْ ও كَسْرَ হলে هَمْزَةُ الْوَصْلِ টি ضُمَّةْ বিশিষ্ট হয়। (   )

৪. عَيْنْ كَلِمَةْ তে ضُمَّةْ হলে هَمْزَةُ الْوَصْلِ টি ضُمَّةْ বিশিষ্ট হয়। (   )

৫. لاَ تَفْعَلُوْا শব্দটি فِعْلُ النَّهْيِ الْمَعْرُوْف এর جَمْعَ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ-এর সীগাহ (   )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. যে فعل দ্বারা কোনো কাজের আদেশ করা বোঝায়, তাকে .... বলে।

২. اَلْمُضَارِعِ اَلْغَائِب-এর প্রথমে لام الأمر যোগ করলে.............গঠিত হয়।

৩. الأمر الْمُتَكَلّم-এর সীগাহ ....টি।

৪. افعلى শব্দটি .... ।

৫. لا نفعل ফে‘লটি فعل النهى المعروف-এর .... এর সীগাহ।

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ : নবম পাঠ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ

فعل হতে গঠিত ইসমসমূহ

উদাহরণ

(الف)		(ب)		(ج)	
عَالِمٌ	জ্ঞানী	مَكْتُوْبٌ	লিখিত	مَدْخَلٌ	প্রবেশদ্বার
صَادِقٌ	সত্যবাদী	مَصْبُوْغٌ	রঞ্জিত	مَسْجِدٌ	মসজিদ
عَابِدَةٌ	ইবাদতগুযার	مَحْمُوْدٌ	প্রশংসিত	مَشْرِقٌ	উদয়স্থল

(د)		(ه)	
مِصْعَدٌ	লিফট	أَكْبَرُ	অধিক বড়
مِلْعَقَةٌ	চামুচ	اَفْضَلُ	সর্বোত্তম
مِقْرَاضٌ	কাঁচি	عُظْمٰى	সবচেয়ে বড়

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি শব্দ فِعْلٌ থেকে গঠিত এক একটি اسم ; (الف) অংশের ইসমসমূহ ক্রিয়া সম্পাদনকারী এবং (ب) অংশের ইসমসমূহ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া বোঝাচ্ছে। (ج) অংশের ইসমগুলো দ্বারা স্থান বোঝাচ্ছে ও সময় বোঝাচ্ছে। অপরদিকে (د) অংশের শব্দাবলি বিভিন্ন পরিমাপের যন্ত্র বোঝাচ্ছে। আর (ه) অংশের প্রত্যেকটি শব্দ অধিক গুণ প্রকাশ করেছে।

নিয়মাবলি

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ-এর পরিচয় : কতকগুলো اِسْمٌ (বিশেষ্য) ক্রিয়াপদ থেকে গঠিত হয়। সাধারণত مُضَارِعٌ থেকে এগুলো গঠিত হয়। এ কারণে এগুলোকে اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ বলা হয়। সুতরাং যে اِسْمٌ সমূহ কোনো فِعْلٌ (ক্রিয়া) হতে গঠিত হয় তাকে اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ বলে। যেমন- ضَارِبٌ - প্রহারকারী, مَضْرُوْبٌ - প্রহৃত ইত্যাদি।

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ-এর প্রকারভেদ : اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ পাঁচ প্রকার। যথা-

১. اِسْمُ الْفَاعِلْ (কর্তৃবাচক বিশেষ্য);
২. اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ (কর্মবাচক বিশেষ্য);
৩. اِسْمُ الظَّرْفْ (স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য);
৪. اِسْمُ الْأٰلَةْ (যন্ত্রবাচক বিশেষ্য);
৫. اِسْمُ التَّفْضِيلْ (তুলনামূলক আধিক্য অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য)।

اِسْمُ الْفَاعِلِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ الْفَاعِلْ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اسم দ্বারা فِعْل (ক্রিয়া) সম্পাদনকারীকে বোঝায়, তাকে اِسْمُ الْفَاعِلْ (কর্তৃবাচক বিশেষ্য) বলে। যেমন- ضَارِبٌ - প্রহারকারী نَاصِرٌ - সাহায্যকারী, قَاتِلٌ - হত্যাকারী ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف থেকে اِسْمُ الْفَاعِلْ গঠিত হয়। তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف থেকে اِسْمُ الْفَاعِل গঠন করতে হলে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ বিলুপ্ত করে فاء কালিমায় فتحة তথা যবর দিতে হবে। فاء ও عين كلمة-এর মাঝে একটি الف যুক্ত করতে হবে। অতঃপর عين কালিমায় كسرة তথা যের না থাকলে كسرة দিতে হবে ও لام কালিমায় تنوين (দুপেশ) দিতে হবে, তাহলে اِسْمُ الْفَاعِلْ গঠিত হবে। যেমন- يَفْعَلُ থেকে فَاعِلٌ ; يَضْرِبُ থেকে ضَارِبٌ ; يَنْصُرُ থেকে نَاصِرٌ ; يَسْمَعُ থেকে سَامِعٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْفَاعِلْ

কর্তৃবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر	একজন (পুরুষ) সম্পাদনকারী	فَاعِلٌ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر	দুজন (পুরুষ) সম্পাদনকারী	فَاعِلَانِ
جَمْعْ مُذَكَّر	সকল (পুরুষ) সম্পাদনকারী	فَاعِلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث	একজন (স্ত্রী) সম্পাদনকারীনী	فَاعِلَةٌ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث	দুজন (স্ত্রী) সম্পাদনকারীনী	فَاعِلَتَانِ
جَمْعْ مُؤَنَّث	সকল (স্ত্রী) সম্পাদনকারীনী	فَاعِلَاتٌ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل -এর বর্ণনা

اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ-এর পরিচয় : فِعْل (ক্রিয়াপদ) থেকে গঠিত যে اسم দ্বারা তথা ক্রিয়া যার ওপর পতিত হয় বোঝায়, তাকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ বলা হয়। যেমন– مَنْصُوْرٌ - সাহায্যপ্রাপ্ত, مَضْرُوْبٌ - প্রহৃত, مَقْتُوْلٌ - নিহত ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ গঠিত হয়। তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل থেকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ গঠন করতে হলে فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِع কে বিলুপ্ত করে সে স্থানে একটি যবরবিশিষ্ট মীম যোগ করতে হবে। অতঃপর عين কালিমায় পেশ দিয়ে عين ও لام কালিমার মাঝে একটি জযমবিশিষ্ট واو যোগ করতে হবে এবং لام কালিমায় تنوين (দুপেশ) দিতে হবে, তাহলে اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ গঠিত হবে। যেমন- يُضْرَبُ থেকে مَضْرُوْبٌ ; يُنْصَرُ থেকে مَنْصُوْرٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ

কর্মবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفُ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر	একজন (পুরুষ) কৃত	مَفْعُوْلٌ
تَثْنِيَةُ مُذَكَّر	দুজন (পুরুষ) কৃত	مَفْعُوْلاَنِ
جَمْعُ مُذَكَّر	সকল (পুরুষ) কৃত	مَفْعُوْلُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث	একজন (স্ত্রী) কৃত	مَفْعُوْلَةٌ
تَثْنِيَةُ مُؤَنَّث	দুজন (স্ত্রী) কৃত	مَفْعُوْلَتَانِ
جَمْعُ مُؤَنَّث	সকল (স্ত্রী) কৃত	مَفْعُوْلاَتٌ

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর পরিচয় : فِعْل (ক্রিয়াপদ) থেকে গঠিত যে ইসম কোনো فِعْل (ক্রিয়া) সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বোঝায়, তাকে اِسْمُ الظَّرْفِ বলে।

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর প্রকার : اِسْمُ الظَّرْفِ দু প্রকার। যথা-

১. ظَرْف زَمَانْ (কালাধিকরণ),

২. ظَرْف مَكَانْ (স্থানাধিকরণ)।

১. ظَرْف زَمَانْ (কালাধিকরণ) : فِعْل থেকে গঠিত যে ইসম কোনো فِعْل তথা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময় বা কালকে বোঝায়, তাকে ظرف زمان বলে। যেমন- مَوْعِدٌ (প্রতিশ্রুতির সময়)।

২. ظَرْفُ مَكَانْ (স্থানাধিকরণ) : فِعْل থেকে গঠিত যে ইসম কোনো فِعْل তথা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান বোঝায়, তাকে ظَرْف مَكَانْ বলে। যেমন- مَسْجِدٌ (সিজদার স্থান)।

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِع হতে اِسْمُ الظَّرْفِ গঠিত হয়। প্রথমে فِعْل مُضَارِع-এর শুরু থেকে عَلَامَةَ مُضَارِع কে বিলুপ্ত করে সে স্থানে একটি যবরবিশিষ্ট মীম যোগ করতে হবে এবং عين কালিমায় পেশ থাকলে যবর দিতে হবে ও لام কালিমায় تنوين (দু'পেশ) দিতে হবে, তাহলে اسم الظرف গঠিত হবে। যেমন- يَفْعَلُ থেকে مَفْعَلٌ ; يَجْلِسُ থেকে مَجْلِسٌ ; يَنْصُرُ থেকে مَنْصَرٌ ; يَلْعَبُ থেকে مَلْعَبٌ ইত্যাদি।

اِسْمُ الظَّرْفِ -এর সীগাহ তিনটি। নিম্নে এর রূপান্তর প্রদত্ত হলো-

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الظَّرْف

স্থান/কালবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد	করার একটি স্থান	مَفْعَلٌ
تَثْنِيَةٌ	করার দুটি স্থান	مَفْعَلَانِ
جَمْعٌ	করার অনেক স্থান	مَفَاعِلُ

اِسْمُ الاٰلَةِ -এর বর্ণনা

اِسْمُ الْاٰلَةِ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم দ্বারা কোনো فِعْل তথা ক্রিয়া সম্পাদন করার যন্ত্র বা হাতিয়ার বুঝানো হয়, তাকে اِسْمُ الاٰلَةِ (যন্ত্রবাচক বিশেষ্য) বলা হয়। যেমন- مِصْعَدٌ (উপরে উঠার একটি যন্ত্র বা লিফ্‌ট)।

اِسْمُ الاٰلَةِ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلصُّغْرٰى (ক্ষুদ্র); ২. اَلْوُسْطٰى (মধ্যম); ৩. اَلْكُبْرٰى (বৃহৎ)

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْل الْمُضَارِعْ হতে اِسْمُ الْآلَةِ গঠিত হয়। নিম্নে তা বর্ণিত হলো-

ক. اَلصُّغْرٰى : عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ-কে বিলুপ্ত করে সেস্থানে একটি যেরবিশিষ্ট মীম যোগ করতে হবে এবং عَيْن কালিমায় যবর না থাকলে যবর দিতে হবে ও لَامْ কালিমায় تَنْوِيْن (দুপেশ) দিতে হবে, তাহলে اِسْمُ الْآلَةِ -এর صُغْرٰى-এর সীগাহ গঠিত হবে। যেমন- يَفْعَلُ থেকে مِفْعَلٌ।

খ. اَلْوُسْطٰى : صُغْرٰى -এর لَامْ কালিমায় যবর দিয়ে উহার পরে একটি দুপেশ যুক্ত গোল তা (ةٌ) বসালেই اِسْمُ الْآلَةِ -এর وُسْطٰى-এর সীগাহ গঠিত হবে। যেমন- مِفْعَلٌ হতে مِفْعَلَةٌ

গ. اَلْكُبْرٰى : صُغْرٰى-এর عَيْن কালিমার পরে একটি اَلِفْ বৃদ্ধি করলেই اِسْمُ الْآلَةِ - এর كُبْرٰى-এর সীগাহ গঠিত হবে। যেমন- مِفْعَلٌ হতে مِفْعَالٌ

উল্লেখ্য যে, শ্রেণি ও বচনভেদে اِسْمُ الْآلَةِ -এর নয়টি সীগাহ হয়।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْآلَةْ

যন্ত্রবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	
		مَوْزُوْنْ	مَوْزُوْنْ بِهِ
وَاحِد صُغْرٰى	উপরে ওঠার একটি যন্ত্র	مِصْعَدٌ	مِفْعَلٌ
تَثْنِيَةْ صُغْرٰى	উপরে ওঠার দুটি যন্ত্র	مِصْعَدَانِ	مِفْعَلاَنِ
جَمْعْ صُغْرٰى	উপরে ওঠার অনেক যন্ত্র	مَصَاعِدُ	مَفَاعِلُ
وَاحِد وُسْطٰى	খাদ্য খাওয়ার একটি যন্ত্র	مِلْعَقَةٌ	مِفْعَلَةٌ
تَثْنِيَةْ وُسْطٰى	খাদ্য খাওয়ার দুটি যন্ত্র	مِلْعَقَتَانِ	مِفْعَلَتَانِ
جَمْعْ وُسْطٰى	খাদ্য খাওয়ার অনেক যন্ত্র	مَلاَعِقُ	مَفَاعِلُ

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنًى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	
		مَوْزُوْنٌ	مَوْزُوْنٌ بِهٖ
وَاحِد كُبْرٰى	কর্তন করার একটি যন্ত্র	مِقْرَاضٌ	مِفْعَالٌ
تَثْنِيَةْ كُبْرٰى	কর্তন করার দুটি যন্ত্র	مِقْرَاضَانِ	مِفْعَالاَنِ
جَمْعْ كُبْرٰى	চালার অনেক বৃহৎ যন্ত্র	مَقَارِيْضُ	مَفَاعِيْلُ

বি:দ্র: উল্লিখিত তিনটি ওযন (مِفْعَلٌ ، مِفْعَلَةٌ ও مِفْعَالٌ)-এর প্রত্যেকটিকে যে কোনো একটি فِعْل থেকে সাধারণত গঠন করা হয় না; বরং কোনো فِعْل থেকে مِفْعَلٌ এর وَزَن-এ গঠন করা হয়। যেমন- يَصْعَدُ থেকে مِصْعَدٌ; কোনো فِعْل থেকে مِفْعَلَةٌ-এর وَزَن-এ গঠন করা হয়। যেমন- يَلْعَقُ থেকে مِلْعَقَةٌ ; আবার কোনো فِعْل থেকে مِفْعَالٌ-এর وزن-এ গঠন করা হয়। যেমন- يَعْرُجُ থেকে مِعْرَاجٌ ইত্যাদি।

اِسْمُ التَّفْضِيْلِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ التَّفْضِيْلْ-এর পরিচয় : فِعْل (ক্রিয়াপদ) থেকে গঠিত যে اسم দ্বারা সমগুণ বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্য হতে একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া বা তুলনা করা বোঝায়, তাকে اِسْمُ التَّفْضِيْلْ বলা হয়। যেমন- أَعْلَمُ- অধিক জ্ঞানী।

গঠন প্রণালী : فِعْل مضارع থেকে اِسْمُ التَّفْضِيْلْ গঠিত হয়। اِسْمُ التَّفْضِيْلْ -এর مذكر ও مؤنث-এর সীগাহ গঠনের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

مُذَكَّرْ : فِعْل مضارع-এর শুরু থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ কে বিলুপ্ত করে সেস্থানে একটি যবরবিশিষ্ট همزة বসাতে হবে এবং عين কালিমায় যবর না থাকলে যবর দিতে হবে, তাহলে اِسْمُ التَّفْضِيْلْ -এর مذكر-এর সীগাহ হবে। যেমন- يَفْعَلُ হতে أَفْعَلُ ।

مُؤَنَّثٌ : فِعْل مُضَارِعْ-এর শুরু থেকে علامة المضارع কে বিলুপ্ত করে فاء কালিমায় পেশ দিতে হবে এবং عين কালিমায় জযম ও لام কালিমার পরে একটি الف المقصورة যোগ করতে হবে, তাহলে اِسْمُ التَّفْضِيْلْ -এর مؤنث-এর সীগাহ গঠিত হবে। যেমন- تَفْعَلُ থেকে فُعْلٰى ।

اِسْمُ التَّفْضِيْلْ -এর ৬টি সীগাহ হয়। নিম্নে এর রূপান্তর দেখানো হলো-

تَصْرِيْفُ اِسْمِ التَّفْضِيْلِ

তুলনামূলক আধিক্য অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্যের রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	
		مَوْزُوْنٌ	مَوْزُوْنٌ بِهِ
وَاحِدِ مُذَكَّر	অধিক সুন্দর একজন পুরুষ	أَحْسَنُ	أَفْعَلُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر	অধিক সুন্দর দুজন পুরুষ	أَحْسَنَانِ	أَفْعَلاَنِ
جَمْعْ مُذَكَّر	অধিক সুন্দর সকল পুরুষ	أَحَاسِنُ/أَحْسَنُوْنَ	أَفَاعِلُ/أَفْعَلُوْنَ
وَاحِدِ مُؤَنَّث	অধিক সুন্দরী একজন স্ত্রী	حُسْنٰى	فُعْلٰى
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث	অধিক সুন্দরী দুজন স্ত্রী	حُسْنَيَانِ	فُعْلَيَانِ
جَمْعْ مُؤَنَّث	অধিক সুন্দরী সকল স্ত্রী	حُسَنٌ/حُسْنَيَاتٌ	فُعَلٌ/ فُعْلَيَاتٌ

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১. اسم المشتق কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. اسم الفاعل কাকে বলে? উহার গঠন প্রণালী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. اسم المَفْعُوْل কাকে বলে? উহার গঠন প্রণালী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. اسم الظرف কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫. اسم الالة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদহারণসহ লেখ।

৬. اسم التفضيل কাকে বলে? তা কতপ্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১. ক্রিয়া সম্পাদনকারীর গুণ বিদ্যমান اسم-এর নাম اسم الفاعل ( )

২. الثوب المصبوغ-এর অর্থ হলো, রঙিন কাপড়। ( )

৩. مكتوب শব্দটি اسم الظرف-এর সীগাহ। ( )

৪. اسم الالة-এর সীগাহ নয়টি। ( )

৫. اسم التفضيل-এর جمع مؤنث -এর সীগাহ হলো فاعل। ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ....ঐ اسم যার মধ্যে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কালের অর্থ বিদ্যমান।

২. ক্রিয়া সম্পাদন যন্ত্র বা উপকরণ বোঝায় এমন اسم-এর নাম........... ।

৩. مسكن হলো .... এর উদাহরণ।

৪. 'কর্তন করার একটি যন্ত্র' এর আরবি হলো................. ।

৫. زبير أجمل-এর বাংলা হলো .... ।

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : দশম পাঠ

أَبْوَابُ الْفِعْلِ

ফে‘লের باب সমূহ

উদাহরণ

(الف)		(ب)		(ج)	
نَصَرَ	সাহায্য করল	أَكْرَمَ	সম্মান করল	بَعْثَرَ	উত্তেজিত করলো
ضَرَبَ	প্রহার করল	صَرَّفَ	ফিরালো	بَسْمَلَ	বিসমিল্লাহ পড়লো
فَتَحَ	খুলল	شَارَكَ	অংশগ্রহণ করল		

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। (ألف) অংশের প্রত্যেক শব্দে তিনটি হরফ রয়েছে এবং তিনটি শব্দই حَرْفِ أَصْلِي তথা মূল হরফ। (ب) ও (ج) অংশের فعل গুলোতে তিনের অধিক হরফ আছে, তন্মধ্যে (ب) অংশের তিনটি حَرْفِ أَصْلِي বাকিগুলো حَرْفِ زائد তথা অতিরিক্ত হরফ এবং (ج) অংশের চারটি অক্ষরই حَرْفِ أَصْلِي বা মূল অক্ষর।

নিয়মাবলি

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ তথা (রূপান্তরশীল ক্রিয়া) মূল حَرْفِ-এর গঠন অনুসারে দু ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ثُلَاثِيٌّ (তিন অক্ষরবিশিষ্ট) ও ২. رُبَاعِيٌّ (চার অক্ষরবিশিষ্ট)

ثُلَاثِيْ-এর বর্ণনা : যার فِعْل ماضى-এর সীগায় حرف أصلى তিনটি রয়েছে, তাকে ثُلَاثِيْ বলে। যেমন- نَصَرَ، سَمِعَ، كَرُمَ، ضَرَبَ ইত্যাদি।

ثُلَاثِيْ দু প্রকার। যথা-

১. ثُلَاثِيْ مجرد (অতিরিক্তমুক্ত ছুলাছী) ২. ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ (অতিরিক্তসহ ছুলাছী)

১. ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ : যার مَاضِيْ-এর সীগায় حَرْفِ اَصْلِى ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো حَرْفْ পাওয়া যায় না, তাকে ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ বলে। যেমন- نَصَرَ، سَمِعَ ও ضَرَبَ ইত্যাদি।

ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ আবার দু ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. مُطَّرِدْ (অধিক ব্যবহৃত) এবং ২. شَاذْ (অপ্রচলিত)।

مُطَّرِدْ : যে فِعْل -এর وزن বেশি ব্যবহৃত হয়, তাকে مُطَّرِدْ বলে। যেমন- ضَرَبَ

شَاذْ : যে فِعْل -এর وزن কম ব্যবহৃত হয়, তাকে شَاذْ বলে। যেমন- فَضُلَ

২. ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ : যার ماضى-এর সীগায় حرف أصلى ছাড়াও অতিরিক্ত حرف পাওয়া যায়, তাকে ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ বলে । যেমন- اِجْتَنَبَ، سَاعَدَ ও أَكْرَمَ ইত্যাদি।

ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ আবার দু প্রকার। যথা-

১. غير ملحق برُبَاعِى بِهَمْزَةِ الْوَصل; যেমন- اِفْتِعَالٌ

২. غير ملحق برُبَاعِى بغير همزة الوصل ; যেমন- اِفْعَالٌ

رُبَاعِى-এর বর্ণনা : যার فِعْل ماضى-এর সীগায় حرف أصلى চারটি রয়েছে, তাকে رُبَاعِى বলে। যেমন- بعثر ; رُبَاعِى দু প্রকার। যথা-

১. رُبَاعِى مجرد ; ২. رُبَاعِى مزيد فيه

رُبَاعِى مزيد فيه আবার দু প্রকার। যথা-

১. رُبَاعِى مزيد فيه بهمزة الوصل ; যথা- اِفْعِنْلَالٌ

২. رُبَاعِى مزيد فيه بغير همزة الوصل যথা- تَفَعْلُلٌ

সংক্ষেপে فعل-এর باب সমূহ

ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ	مطرد-এর ৫ বাব	১. نَصَرَ ২. ضَرَبَ ৩. سَمِعَ ৪. فَتَحَ ৫. كَرُمَ
	شاذ-এর ৩ বাব	১. حَسِبَ ২. فَضِلَ ৩. كَادَ
ثُلَاثِىْ مزيد فيه	همزة الوصل-এর ৯ বাব	১. اِفْتِعَالٌ ২. اِسْتِفْعَالٌ ৩. اِنْفِعَالٌ ৪. اِفْعِلَالٌ ৫. اِفْعِيْلَالٌ ৬. اِفْعِيْعَالٌ ৭. اِفْعِوَّالٌ ৮. اِفَّاعُلٌ ৯. اِفَّعُّلٌ
	بغير همزة الوصل-এর ৫ বাব	১. إِفْعَالٌ ২. تَفْعِيْلٌ ৩. تَفَعُّلٌ ৪. تَفَاعُلٌ ৫. مُفَاعَلَةٌ
رُبَاعِى	رُبَاعِى مُجَرَّدْ -এর ১ বাব	فَعْلَلَةٌ
	بِهمزة الوصل-এর ২ বাব	১. اِفْعِلَّالٌ ২. اِفْعِنْلَالٌ
	بغير همزة الوصل-এর ১বাব	تَفَعْلُلٌ
ثُلَاثِىْ مزيد فيه	ملحق برُبَاعِى مُجَرَّدْ -এর ৭ বাব	১. فَعْلَلَةٌ ২. فَعْنَلَةٌ ৩. فَعْوَلَةٌ ৪. فَعْلَاةٌ ৭. فَعْيَلَةٌ ৬. فَيْعَلَةٌ ৫. فَوْعَلَةٌ
	ملحق برُبَاعِى بتدحرج-এর ৮ বাব	১. تَفَعْلُلٌ ২. تَفَعْنُلٌ ৩. تَمَفْعُلٌ ৪. تَفَعْلُةٌ ৫. تَفَوْعُلٌ ৬. تَفَعْوُلٌ ৭. تَفَيْعُلٌ ৮. تَفَعْيُلٌ
	ملحق برُبَاعِى باحرنجم-এর ২ বাব	১. اِفْعِنْلَالٌ ২. اِفْعِنْلَاءٌ

চিত্রের সাহায্যে باب এর-منشعب সমূহ

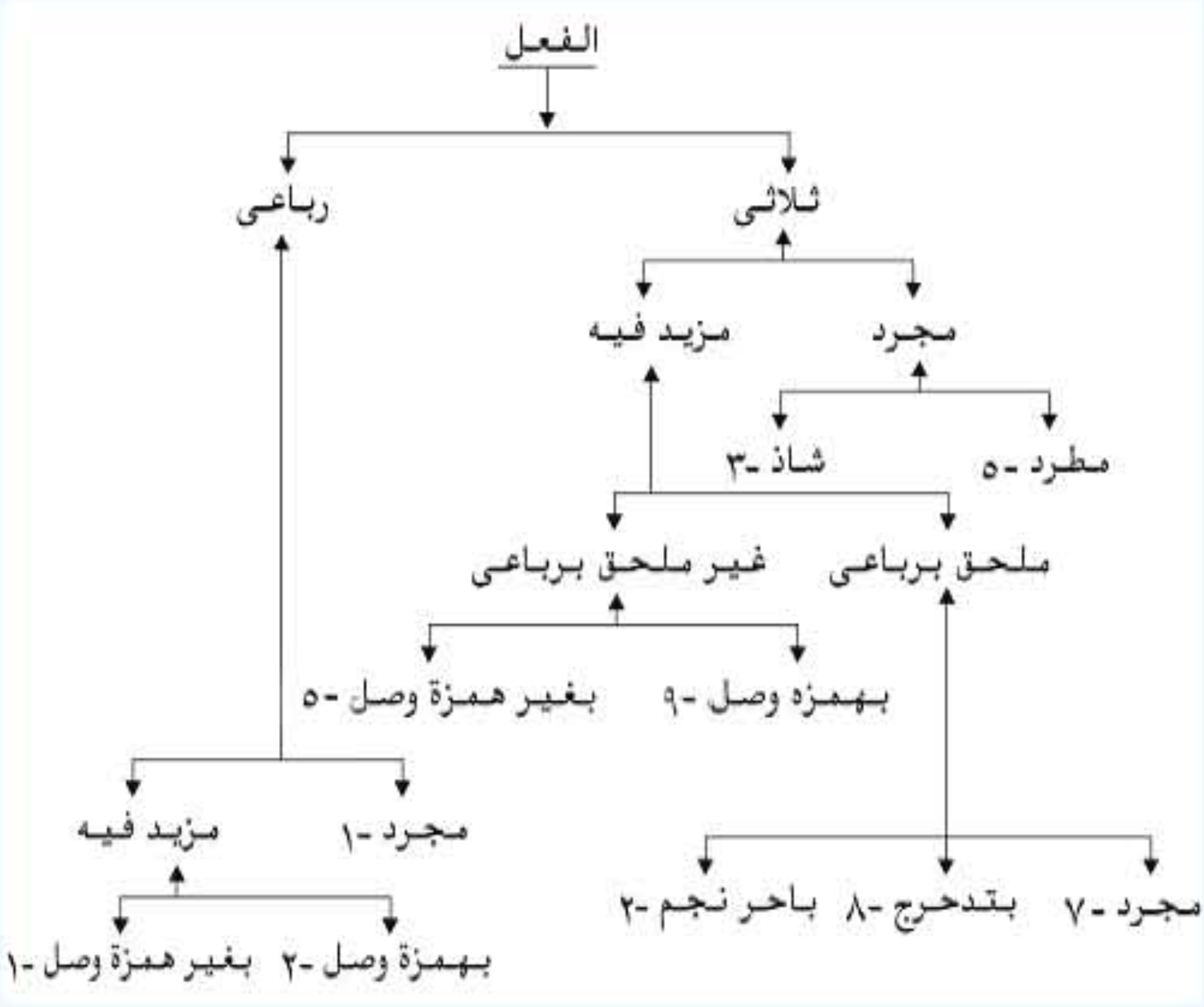
الفعل
رباعی
ثلاثی
مزید فیه
مجرد
شاذ -٣
مطرد -٥
غیر ملحق برباعی
ملحق برباعی
بغیر همزة وصل -٥
بهمزه وصل -٩
مزید فیه
مجرد -١
مجرد -٧
بتدحرج -٨
باحر نجم -٢
بهمزة وصل -٢
بغیر همزة وصل -١

ثُلَاثِیْ مُجَرَّدْ -এর সর্বমোট ৮ বাব	সর্বমোট ৪৩ বাব
ثُلَاثِیْ مَزِیْدْ فِیْهِ ملحق بِرُبَاعِی -এর সর্বমোট ১৭ বাব	
ثُلَاثِیْ مَزِیْدْ فِیْهِ غیر ملحق بِرُبَاعِی -এর সর্বমোট ১৪ বাব	
رُبَاعِی مُجَرَّدْ -এর ১ বাব	
رُبَاعِی مَزِیْدْ فِیْهِ-এর সর্বমোট ৩ বাব	

আরবি ভাষায় ৪৩ বাব থেকে প্রসিদ্ধ ১১টি বাবের আলোচনা নিম্নে প্রদান করা হলো-

প্রথম বাব : اَلْبَابُ الاَوَّلُ

فَعَلَ ، يَفْعُلُ (نَصَرَ ، يَنْصُرُ)

এ بَابْ-এর فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْفْ-এর عَيْنْ كَلِمَةْ টি যবরবিশিষ্ট হবে এবং فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ-এর عَيْنْ كَلِمَةْ টি পেশবিশিষ্ট হবে। যেমন- اَلنَّصْرُ وَالنُّصْرَةُ - সাহায্য করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
	نَصَرَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ
	يَنْصُرُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ
	نَصْرًا	مَصْدَرْ
فَهُوَ :	نَاصِرٌ	اِسْمِ فَاعِلْ
	وَ نُصِرَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ
	يُنْصَرُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
	نَصْرًا	مَصْدَرْ
فَهُوَ :	مَنْصُوْرٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل
اَلْاَمْرُ مِنْهُ :	اُنْصُرْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ
وَالنَّهْىُ عَنْهُ :	لَا تَنْصُرْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ
اَلظَّرْفُ مِنْهُ :	مَنْصَرٌ	اِسْمِ ظَرْفْ
وَالْآلَةُ مِنْهُ	مِنْصَرٌ	اِسْمِ اٰلَةْ وَاحِدِ صُغْرَى
	و مِنْصَرَةٌ	اِسْمِ اٰلَةْ وَاحِدِ وُسْطَى
	و مِنْصَارٌ	اِسْمِ اٰلَةْ وَاحِدِ كُبْرَى

صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
وَتَثْنِيَتُهُمَا	مَنْصَرَانِ	اِسْمِ ظَرْفْ تَثْنِيَةْ
	ومِنْصَرَانِ	اِسْمِ اٰلَةْ تَثْنِيَةْ صُغْرَى
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	مَنَاصِرُ	اِسْمِ ظَرْفْ جَمْع اِسْمِ اٰلَهْ جَمْع صُغْرَى، وُسْطَى
	ومَنَاصِيْرُ	اِسْمِ اٰلَهْ جَمْعْ كُبْرَى
اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنْهُ :	اَنْصَرُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُذَكَّرْ
وَالْمُؤَنَّثِ مِنْهُ :	نُصْرٰى	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُؤَنَّثْ
وَتَثْنِيَتُهُمَا	اَنْصَرَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ
	وَنُصْرَيَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	اَنْصَرُوْنَ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ
	و اَنَاصِرُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ مُكَسَّرْ
	و نُصَرُ	اِسْمِ تَفْضِيْلِ جَمْع مُؤَنَّثِ مُكَسَّرْ
	و نُصْرَيَاتٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُؤَنَّثِ سَالِمْ

এ بَابْ-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مَصْدَرْ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	اَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِيْ	অর্থ	مَصْدَرٌ
قَاعِدٌ	لَاتَقْعُدْ	اُقْعُدْ	يَقْعُدُ	قَعَدَ	বসা	اَلْقُعُوْدُ
تَارِكٌ	لَاتَتْرُكْ	اُتْرُكْ	يَتْرُكُ	تَرَكَ	ছেড়ে দেয়া	اَلتَّرْكُ
طَالِبٌ	لَاتَطْلُبْ	اُطْلُبْ	يَطْلُبُ	طَلَبَ	তালাশ করা	اَلطَّلَبُ
فَاسِدٌ	لَاتَفْسُدْ	اُفْسُدْ	يَفْسُدُ	فَسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা	اَلْفَسَادُ
حَاكِمٌ	لَاتَحْكُمْ	اُحْكُمْ	يَحْكُمُ	حَكَمَ	বিচার করা	اَلْحُكْمُ
نَاقِضٌ	لَاتَنْقُضْ	اُنْقُضْ	يَنْقُضُ	نَقَضَ	ভঙ্গ করা	اَلنَّقْضُ
نَاظِرٌ	لَاتَنْظُرْ	اُنْظُرْ	يَنْظُرُ	نَظَرَ	দেখা	اَلنَّظَرُ
كَافِرٌ	لَاتَكْفُرْ	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	অমান্য করা	اَلْكُفْرُ
دَارِسٌ	لَاتَدْرُسْ	اُدْرُسْ	يَدْرُسُ	دَرَسَ	অধ্যয়ন করা	اَلدِّرَاسَةُ
رَاقِدٌ	لَاتَرْقُدْ	اُرْقُدْ	يَرْقُدُ	رَقَدَ	ঘুমানো	اَلرُّقُوْدُ
نَاسِجٌ	لَاتَنْسُجْ	اُنْسُجْ	يَنْسُجُ	نَسَجَ	বুনা	اَلنَّسْجُ
سَاتِرٌ	لَاتَسْتُرْ	اُسْتُرْ	يَسْتُرُ	سَتَرَ	গোপন করা	اَلسَّتْرُ
حَارِثٌ	لَاتَحْرُثْ	اُحْرُثْ	يَحْرُثُ	حَرَثَ	চাষ করা	اَلْحَرْثُ
بَالِغٌ	لَاتَبْلُغْ	اُبْلُغْ	يَبْلُغُ	بَلَغَ	পৌঁছা	اَلْبُلُوْغُ

اَلْبَابُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় বাব

فَعَلَ ، يَفْعِلُ (ضَرَبَ ، يَضْرِبُ)

এ بَابْ-এর فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْفْ-এর عَيْنْ كَلِمَةْ টি যবরবিশিষ্ট হবে এবং فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ -এর عَيْنْ كَلِمَةْ টি যেরবিশিষ্ট হবে। যেমন- اَلضَّرْبُ، اَلضَّرْبَةُ -প্রহার করা, বিচরণ করা, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
	ضَرَبَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ
	يَضْرِبُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ
	ضَرْبًا	مَصْدَرْ
فَهُوَ :	ضَارِبٌ	اِسْمِ فَاعِلْ
	وَ ضُرِبَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ
	يُضْرَبُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
	ضَرْبًا	مَصْدَرْ
فَهُوَ :	مَضْرُوْبٌ	اِسْمِ مَفْعُوْلْ
الامر منه :	اِضْرِبْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ
والنهى عنه :	لاَ تَضْرِبْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ
الظرف منه :	مَضْرَبٌ	اِسْمِ ظَرْفْ
والآلة منه	مِضْرَبٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ صُغْرَى
	و مِضْرَبَةٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ وُسْطَى
	و مِضْرَابٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ كُبْرَى

صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
وَتَثْنِيَتُهُمَا	مِضْرَبَانِ	اِسْمِ ظَرْف تَثْنِيَةْ
	مِضْرَبَانِ	اِسْمِ اَلَةْ تَثْنِيَةْ صُغْرَى
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	مَضَارِبُ وَمَضَارِيْبُ	اِسْمِ ظَرْف جَمْع اِسْمِ اَلَهْ جَمْع صُغْرَى، وُسْطَى
		اِسْمِ اَلَهْ جَمْعْ كُبْرَى
افعل التفضيل منه :	اَضْرَبُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُذَكَّرْ
والمؤنث منه :	ضُرْبَىْ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُؤَنَّثْ
وَتَثْنِيَتُهُمَا	اَضْرَبَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ
	وَ ضُرْبَيَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	اَضْرَبُوْنَ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ
	وَ اَضَارِبُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ مُكَسَّرْ
	وَ ضُرَبٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلِ جَمْع مُؤَنَّثِ مُكَسَّرْ
	وَ ضُرْبَيَاتٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُؤَنَّثِ سَالِمْ

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِي	অর্থ	مَصْدَرٌ
ضَارِبٌ	لَا تَضْرِبْ	اِضْرِبْ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	প্রহার করা	اَلضَّرْبُ
غَاسِلٌ	لَا تَغْسِلْ	اِغْسِلْ	يَغْسِلُ	غَسَلَ	ধৌত করা	اَلْغَسْلُ
عَارِفٌ	لَا تَعْرِفْ	اِعْرِفْ	يَعْرِفُ	عَرَفَ	জানা/চেনা	اَلْمَعْرِفَةُ
عَارِضٌ	لَا تَعْرِضْ	اِعْرِضْ	يَعْرِضُ	عَرَضَ	পেশ করা	اَلْعَرْضُ
حَاذِفٌ	لَا تَحْذِفْ	اِحْذِفْ	يَحْذِفُ	حَذَفَ	বিলুপ্ত করা	اَلْحَذْفُ
غَافِرٌ	لَا تَغْفِرْ	اِغْفِرْ	يَغْفِرُ	غَفَرَ	ক্ষমা করা	اَلْمَغْفِرَةُ
فَاصِلٌ	لَا تَفْصِلْ	اِفْصِلْ	يَفْصِلُ	فَصَلَ	পৃথক করা	اَلْفَصْلُ
خَاتِمٌ	لَا تَخْتِمْ	اِخْتِمْ	يَخْتِمُ	خَتَمَ	শেষ করা	اَلْخَتْمُ
ظَالِمٌ	لَا تَظْلِمْ	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	অত্যাচার করা	اَلظُّلْمُ
غَارِسٌ	لَا تَغْرِسْ	اِغْرِسْ	يَغْرِسُ	غَرَسَ	রোপণ করা	اَلْغَرْسُ
جَالِسٌ	لَا تَجْلِسْ	اِجْلِسْ	يَجْلِسُ	جَلَسَ	বসা	اَلْجُلُوْسُ
غَالِبٌ	لَا تَغْلِبْ	اِغْلِبْ	يَغْلِبُ	غَلَبَ	জয়লাভ করা	اَلْغَلَبُ
كَاذِبٌ	لَا تَكْذِبْ	اِكْذِبْ	يَكْذِبُ	كَذَبَ	মিথ্যা বলা	اَلْكِذْبُ
كَاسِبٌ	لَا تَكْسِبْ	اِكْسِبْ	يَكْسِبُ	كَسَبَ	আয় করা	اَلْكَسْبُ

اَلْبَابُ الثَّالِثُ : তৃতীয় বাব

فَعِلَ ، يَفْعَلُ (سَمِعَ، يَسْمَعُ)

এ باب-এর فعل ماضى معروف টি যেরবিশিষ্ট হবে এবং فعل مضارع معروف-এর عين كلمة টি যবরবিশিষ্ট হবে। যথা- اَلسَّمْعُ وَالسَّمَاعَةُ - শ্রবণ করা, কান পেতে রাখা।

صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ	صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
	سَمِعَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف		مَسْمَعَانِ	اِسْمِ ظَرْف تَثْنِيَةْ
	يَسْمَعُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	وَتَثْنِيَتُهُمَا	ومِسْمَعَانِ	اِسْمِ اَلَةْ تَثْنِيَةْ صُغْرَى
	سَمْعًا	مَصْدَرْ			
فهو :	سَامِعٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	مَسَامِعُ	اِسْمِ ظَرْف جَمْع اِسْمِ اَلَهْ جَمع صُغْرَى، وُسْطَى
	و سُمِعَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ			
	يُسْمَعُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ		ومَسَامِيْعُ	اِسْمِ اَلَهْ جَمْعْ كُبْرَى
	سَمْعًا	مَصْدَرْ	افعل التفضيل منه :	اَسْمَعُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُذَكَّرْ
فهو :	مَسْمُوْعٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل	والمؤنث منه :	سُمْعَى	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُؤَنَّثْ
الامر منه :	اِسْمَعْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف		اَسْمَعَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ
والنهى عنه :	لَا تَسْمَعْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف	وَتَثْنِيَتُهُمَا	و سُمْعَيَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ
الظرف منه :	مَسْمَعٌ	اِسْمِ ظَرْف			
			وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	اَسْمَعُوْنَ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ
والآلة منه	مِسْمَعٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ صُغْرَى		و اَسَامِعُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جمع مُذَكَّرِ مُكَسَّرْ
	و مِسْمَعَةٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ وُسْطَى		و سُمَعٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلِ جمع مُؤَنَّثِ مُكَسَّرْ
	و مِسْمَاعٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ كُبْرَى		وسُمْعَيَاتٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جمع مُؤَنَّثِ سَالِمْ

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِي	অর্থ	مَصْدَرٌ
عَالِمٌ	لاَ تَعْلَمْ	اِعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	অবগত হওয়া	اَلْعِلْمُ
حَافِظٌ	لاَ تَحْفَظْ	اِحْفَظْ	يَحْفَظُ	حَفِظَ	মুখস্থ করা	اَلْحِفْظُ
جَاهِلٌ	لاَ تَجْهَلْ	اِجْهَلْ	يَجْهَلُ	جَهِلَ	অজ্ঞ থাকা	اَلْجَهْلُ
حَامِدٌ	لاَ تَحْمَدْ	اِحْمَدْ	يَحْمَدُ	حَمِدَ	প্রশংসা করা	اَلْحَمْدُ
فَاهِمٌ	لاَ تَفْهَمْ	اِفْهَمْ	يَفْهَمُ	فَهِمَ	বুঝা	اَلْفَهْمُ
غَاضِبٌ	لاَ تَغْضَبْ	اِغْضَبْ	يَغْضَبُ	غَضِبَ	রাগান্বিত হওয়া	اَلْغَضَبُ
شَاهِدٌ	لاَ تَشْهَدْ	اِشْهَدْ	يَشْهَدُ	شَهِدَ	সাক্ষ্য দেয়া	اَلشَّهَادَةُ
بَاخِلٌ	لاَ تَبْخَلْ	اِبْخَلْ	يَبْخَلُ	بَخِلَ	কৃপণতা করা	اَلْبُخْلُ
فَارِحٌ	لاَ تَفْرَحْ	اِفْرَحْ	يَفْرَحُ	فَرِحَ	খুশি হওয়া	اَلْفَرْحُ
حَازِنٌ	لاَ تَحْزَنْ	اِحْزَنْ	يَحْزَنُ	حَزِنَ	দুঃখিত হওয়া	اَلْحُزْنُ
عَاطِشٌ	لاَ تَعْطَشْ	اِعْطَشْ	يَعْطَشُ	عَطِشَ	পিপাসা অনুভব করা	اَلْعَطْشُ
جَاهِرٌ	لاَ تَجْهَرْ	اِجْهَرْ	يَجْهَرُ	جَهِرَ	স্পষ্ট করে বলা	اَلْجَهْرُ
يَابِسٌ	لاَ تَيْبَسْ	اِيْبَسْ	يَيْبَسُ	يَبِسَ	শুকিয়ে যাওয়া	اَلْيَبْسُ
سَالِمٌ	لاَ تَسْلَمْ	اِسْلَمْ	يَسْلَمُ	سَلِمَ	নিরাপদ হওয়া	اَلسَّلاَمَةُ
رَاكِبٌ	لاَ تَرْكَبْ	اركب	يَرْكَبُ	رَكِبَ	আরোহণ করা	اَلرُّكُوْبُ
شَارِبٌ	لاَ تَشْرَبْ	اِشْرَبْ	يَشْرَبُ	شَرِبَ	পান করা	اَلشُّرْبُ

اَلْبَابُ الرَّابِعُ : চতুর্থ বাব

فَعَلَ ، يَفْعَلُ (فَتَحَ يَفْتَحُ)

এ باب-এর فعل ماضى معروف এবং فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف উভয়ের عين كلمة টি مفتوح অর্থাৎ, যবরবিশিষ্ট হবে। যথা- اَلْفَتْحُ - খুলে দেয়া।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْثْ	صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
فَتَحَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ	وَتَثْنِيَتُهُمَا	مَفْتَحَانِ	اِسْمِ ظَرْفْ تَثْنِيَةْ
يَفْتَحُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ		و مِفْتَحَانِ	اِسْمِ اَلَهْ تَثْنِيَةْ صُغْرَى
فَتْحًا	مَصْدَرْ	وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	مَفَاتِحُ	اِسْمِ ظَرْفْ جَمْع اِسْمِ اَلَهْ جَمع صُغْرَى، وُسْطى
فهو : فَاتِحٌ	اِسْمِ فَاعِلْ			
و فُتِحَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ		و مَفَاتِيْحُ	اِسْمِ اَلَهْ جَمْعْ كُبْرَى
يُفْتَحُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ	افعل التفضيل منه :	اَفْتَحُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُذَكَّرْ
فَتْحًا	مَصْدَرْ	والمؤنث منه :	فُتْحٰى	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُؤَنَّثْ
فهو : مَفْتُوْحٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل	وَتَثْنِيَتُهُمَا	اَفْتَحَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ
الامر منه : اِفْتَحْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ		و فُتْحَيَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ
والنهى عنه : لاَ تَفْتَحْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ	وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	اَفْتَحُوْنَ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ
الظرف منه : مَفْتَحٌ	اِسْمِ ظَرْفْ			
والآلة منه مِفْتَحٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ صُغْرَى		و اَفَاتِحُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمع مُذَكَّرِ مُكَسَّرْ
و مِفْتَحَةٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ وُسْطى		و فُتَحٌ	اِسْمِ تَفْضِيلِ جَمع مُؤَنَّثِ مُكَسَّرْ
و مِفْتَاحٌ	اِسْمِ اَلَةْ وَاحِدِ كُبْرَى		و فُتْحَيَاتٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمع مُؤَنَّثِ سَالِمْ

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

إِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِي	অর্থ	مَصْدَرٌ
ذَاهِبٌ	لاَ تَذْهَبْ	اِذْهَبْ	يَذْهَبُ	ذَهَبَ	গমন করা	اَلذَّهَابُ
سَائِلٌ	لاَ تَسْأَلْ	اِسْأَلْ	يَسْأَلُ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা	اَلسُّؤَالُ
قَارِئٌ	لاَ تَقْرَأْ	اِقْرَأْ	يَقْرَأُ	قَرَأَ	পড়া	اَلْقِرَاءَةُ
مَانِعٌ	لاَ تَمْنَعْ	اِمْنَعْ	يَمْنَعُ	مَنَعَ	বাধা দেয়া	اَلْمَنْعُ
جَارِحٌ	لاَ تَجْرَحْ	اِجْرَحْ	يَجْرَحُ	جَرَحَ	আঘাত করা	اَلْجَرْحُ
نَاجِحٌ	لاَ تَنْجَحْ	اِنْجَحْ	يَنْجَحُ	نَجَحَ	কৃতকার্য হওয়া	اَلنَّجَاحُ
لاَعِنٌ	لاَ تَلْعَنْ	اِلْعَنْ	يَلْعَنُ	لَعَنَ	অভিশাপ দেয়া	اَللَّعْنُ
زَارِعٌ	لاَ تَزْرَعْ	اِزْرَعْ	يَزْرَعُ	زَرَعَ	চাষ করা	اَلزَّرْعُ
قَاطِعٌ	لاَ تَقْطَعْ	اِقْطَعْ	يَقْطَعُ	قَطَعَ	কাটা	اَلْقَطْعُ
بَادِئٌ	لاَ تَبْدَأْ	اِبْدَأْ	يَبْدَأُ	بَدَأَ	শুরু হওয়া	اَلْبَدْءُ
ظَاهِرٌ	لاَ تَظْهَرْ	اِظْهَرْ	يَظْهَرُ	ظَهَرَ	প্রকাশ পাওয়া	اَلظُّهُوْرُ
نَاصِحٌ	لاَ تَنْصَحْ	اِنْصَحْ	يَنْصَحُ	نَصَحَ	উপদেশ দেয়া	اَلنُّصْحُ
مَادِحٌ	لاَ تَمْدَحْ	اِمْدَحْ	يَمْدَحُ	مَدَحَ	প্রশংসা করা	اَلْمَدْحُ
جَاحِدٌ	لاَ تَجْحَدْ	اِجْحَدْ	يَجْحَدُ	جَحَدَ	অস্বীকার করা	اَلْجُحُوْدُ
رَافِعٌ	لاَ تَرْفَعْ	اِرْفَعْ	يَرْفَعُ	رَفَعَ	উঠানো	اَلرَّفْعُ
دَافِعٌ	لاَ تَدْفَعْ	اِدْفَعْ	يَدْفَعُ	دَفَعَ	দূর করা	اَلدَّفْعُ
جَاعِلٌ	لاَ تَجْعَلْ	اِجْعَلْ	يَجْعَلُ	جَعَلَ	করা/বানানো	اَلْجَعْلُ

اَلْبَابُ الْخَامِسُ : পঞ্চম বাব

فَعُلَ ، يَفْعُلُ (كَرُمَ ، يَكْرُمُ)

এ باب-এর فعل ماضى معروف এবং فعل مضارع معروف উভয়ের عين كلمة টি مضموم অর্থাৎ, পেশবিশিষ্ট হবে। যথা- اَلْكَرَامَةُ وَالْكَرَمُ - সম্মানিত হওয়া।

صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ	صَرْفِ صَغِيْرْ		بَحْثْ
	كَرُمَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ	والجمع منهما	مَكَارِمُ	اِسْمِ ظَرْفْ جَمْعْ اِسْمِ اٰلَهْ جَمْع صُغْرَى، وُسْطَى
	يَكْرُمُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ			
	كَرَمًا و كَرَامَةً	مَصْدَرْ		و مَكَارِيْمُ	اِسْمِ اٰلَهْ جَمَعْ كُبْرَى
فهو :	كَرِيْمٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	افعل التفضيل منه :	اَكْرَمُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُذَكَّرْ
الامر منه :	اُكْرُمْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ	والمؤنث منه :	كُرْمٰى	اِسْمِ تَفْضِيْلْ وَاحِدِ مُؤَنَّثْ
والنهى عنه :	لاَ تَكْرُمْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ	وَتَثْنِيَتُهُمَا	اَكْرَمَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُذَكَّرْ
الظرف منه :	مَكْرَمٌ	اِسْمِ ظَرْفْ			
والالة منه	مِكْرَمٌ	اِسْمِ اٰلَةْ وَاحِدِ صُغْرَى		و كُرْمَيَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثْ
	و مِكْرَمَةٌ	اِسْمِ اٰلَةْ وَاحِدِ وُسْطَى	وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	اَكْرَمُوْنَ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ
	و مِكْرَامٌ	اِسْمِ اٰلَةْ وَاحِدِ كُبْرَى		اَكَارِمُ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمع مُذَكَّرِ مُكَسَّرْ
وتثنيتهما	و مَكْرَمَانِ	اِسْمِ ظَرْفْ تَثْنِيَة		كُرَمٌ	اِسْمِ تَفْضِيلِ جَمع مُؤَنَّثِ مُكَسَّرْ
	و مِكْرَمَانِ	اِسْمِ اٰلَةْ تَثْنِيَةْ صُغْرَى		كُرْمَيَاتٌ	اِسْمِ تَفْضِيْلْ جَمع مُؤَنَّثِ سَالِمْ

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعُ	مَاضِي	অর্থ	مَصْدَرْ
قَرِيْبٌ	لاَتَقْرُبْ	اُقْرُبْ	يَقْرُبُ	قَرُبَ	নিকটবর্তী হওয়া	اَلْقُرْبُ
بَعِيْدٌ	لاَ تَبْعُدْ	اُبْعُدْ	يَبْعُدُ	بَعُدَ	দূরবর্তী হওয়া	اَلْبُعْدُ
كَثِيْرٌ	لاَ تَكْثُرْ	اُكْثُرْ	يَكْثُرُ	كَثُرَ	অধিক হওয়া	اَلْكَثْرَةُ
شَرِيْفٌ	لاَ تَشْرُفْ	اُشْرُفْ	يَشْرُفُ	شَرُفَ	ভদ্র হওয়া	اَلشَّرَافَةُ
حَسِيْنٌ	لاَ تَحْسُنْ	اُحْسُنْ	يَحْسُنُ	حَسُنَ	সুন্দর হওয়া	اَلْحُسْنُ
قَصِيْرٌ	لاَ تَقْصُرْ	اُقْصُرْ	يَقْصُرُ	قَصُرَ	খাট হওয়া	اَلْقَصْرُ
كَبِيْرٌ	لاَ تَكْبُرْ	اُكْبُرْ	يَكْبُرُ	كَبُرَ	বড় হওয়া	اَلْكِبْرُ
لَطِيْفٌ	لاَ تَلْطُفْ	اُلْطُفْ	يَلْطُفُ	لَطُفَ	সূক্ষ্ম হওয়া	اَللُّطْفُ
ثَقِيْلٌ	لاَ تَثْقُلْ	اُثْقُلْ	يَثْقُلُ	ثَقُلَ	ভারী হওয়া	اَلثِّقْلُ
بَرِيْعٌ	لاَ تَبْرُعْ	اُبْرُعْ	يَبْرُعُ	بَرُعَ	দক্ষ হওয়া	اَلْبَرَاعَةُ
صَعِيْبٌ	لاَ تَصْعُبْ	اُصْعُبْ	يَصْعُبُ	صَعُبَ	কঠিন হওয়া	اَلصَّعُوْبَةُ
عَظِيْمٌ	لاَ تَعْظُمْ	اُعْظُمْ	يَعْظُمُ	عَظُمَ	বড় হওয়া	اَلْعَظْمُ
طَاهِرٌ	لاَ تَطْهُرْ	اُطْهُرْ	يَطْهُرُ	طَهُرَ	পবিত্র হওয়া	اَلطُّهْرُ
كَرِيْمٌ	لاَ تَكْرُمْ	اُكْرُمْ	يَكْرُمُ	كَرُمَ	সম্মানিত হওয়া	اَلْكَرَامَةُ
ثَقِيْفٌ	لاَ تَثْقُفْ	اُثْقُفْ	يَثْقُفُ	ثَقُفَ	সভ্য হওয়া	اَلثَّقَافَةُ
بَدِيْعٌ	لاَ تَبْدُعْ	اُبْدُعْ	يَبْدُعُ	بَدُعَ	অনন্য হওয়া	اَلْبَدَاعَةُ

اَلْبَابُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ বাব

بَابِ اِفْتِعَالْ

এ বাবে فعل ماضى-এর শুরুতে همزة وصل এবং فاء كلمة ও عين كلمة-এর মাঝে تاء অতিরিক্ত হবে। যেমন– اَلْاِجْتِنَابُ- পরিহার করা, বিরত থাকা।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث	صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث
اِجْتَنَبَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف	يُجْتَنَبُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
يَجْتَنِبُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	اِجْتِنَابًا	مَصْدَرْ
اِجْتِنَابًا	مَصْدَرْ	فهو : مُجْتَنَبٌ	اِسْمِ مَفْعُوْلْ
فهو : مُجْتَنِبٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	الامر منه : اِجْتَنِبْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف
واُجْتُنِبَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ	والنهى عنه : لاَ تَجْتَنِبْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْىْ	أَمْرٌ	مُضَارِعْ	مَاضِىْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُقْتَبِسٌ	لاَ تَقْتَبِسْ	اِقْتَبِسْ	يَقْتَبِسُ	اِقْتَبَسَ	চয়ন করা	اَلاِقْتِبَاسُ
مُعْتَزِلٌ	لاَ تَعْتَزِلْ	اِعْتَزِلْ	يَعْتَزِلُ	اِعْتَزَلَ	পৃথক হয়ে যাওয়া	اَلاِعْتِزَالُ
مُلْتَمِسٌ	لاَ تَلْتَمِسْ	اِلْتَمِسْ	يَلْتَمِسُ	اِلْتَمَسَ	তালাশ করা	اِلاِلْتِمَاسُ
مُحْتَمِلٌ	لاَ تَحْتَمِلْ	اِحْتَمِلْ	يَحْتَمِلُ	اِحْتَمَلَ	সম্ভাবনা থাকা	اَلاِحْتِمَالُ
مُشْتَرِكٌ	لاَ تَشْتَرِكْ	اِشْتَرِكْ	يَشْتَرِكُ	اِشْتَرَكَ	অংশগ্রহণ করা	اَلاِشْتِرَاكُ
مُنْتَصِرٌ	لاَ تَنْتَصِرْ	اِنْتَصِرْ	يَنْتَصِرُ	اِنْتَصَرَ	বিজয় লাভ করা	اَلاِنْتِصَارُ

اَلْبَابُ السَّابِعُ : সপ্তম বাব

بَابِ اِسْتِفْعَالٌ

এ বাবে فعل ماضى-এর শুরুতে هَمْزَةُ الْوَصل এবং سين ও تاء অতিরিক্ত হবে। যেমন, اَلْاِسْتِنْصَارُ - সাহায্য প্রার্থনা করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث	صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث
اِسْتَنْصَرَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف	يُسْتَنْصَرُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
يَسْتَنْصِرُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	اِسْتِنْصَارًا	مَصْدَرْ
اِسْتِنْصَارًا	مَصْدَرْ	فهو : مُسْتَنْصَرٌ	اِسْمِ مَفْعُوْلْ
فهو : مُسْتَنْصِرٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	الامر منه : اِسْتَنْصِرْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف
واُسْتُنْصِرَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ	والنهى عنه: لاَ تَسْتَنْصِرْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْىٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعْ	مَاضِىْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُسْتَغْفِرٌ	لاَ تَسْتَغْفِرْ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ	ক্ষমা চাওয়া	اَلْاِسْتِغْفَارُ
مُسْتَخْلِفٌ	لاَ تَسْتَخْلِفْ	اِسْتَخْلِفْ	يَسْتَخْلِفُ	اِسْتَخْلَفَ	খলিফা বানানো	اَلْاِسْتِخْلاَفُ
مُسْتَمْتِعٌ	لاَ تَسْتَمْتِعْ	اِسْتَمْتِعْ	يَسْتَمْتِعُ	اِسْتَمْتَعَ	ভোগ করা	اَلْاِسْتِمْتَاعُ
مُسْتَأْذِنٌ	لاَ تَسْتَأْذِنْ	اِسْتَأْذِنْ	يَسْتَأْذِنُ	اِسْتَأْذَنَ	অনুমতি চাওয়া	اَلْاِسْتِيْذَانُ
مُسْتَسْلِمٌ	لاَ تَسْتَسْلِمْ	اِسْتَسْلِمْ	يَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمَ	আনুগত্য করা	اَلْاِسْتِسْلاَمُ
مُسْتَكْبِرٌ	لاَ تَسْتَكْبِرْ	اِسْتَكْبِرْ	يَسْتَكْبِرُ	اِسْتَكْبَرَ	বড়াই করা	اَلْاِسْتِكْبَارُ
مُسْتَعْمِلٌ	لاَ تَسْتَعْمِلْ	اِسْتَعْمِلْ	يَسْتَعْمِلُ	اِسْتَعْمَلَ	ব্যবহার করা	اَلْاِسْتِعْمَالُ

اَلْبَابُ الثَّامِنُ : অষ্টম বাব

بَابِ اِفْعَال

এ বাবে فعل ماضى-এর فاء كلمة-এর পূর্বে هَمْزَة قَطْعِى হবে। যেমন اَلْإِكْرَامُ - সম্মান করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث	صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث
اَكْرَمَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف	يُكْرَمُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
يُكْرِمُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	اِكْرَامًا	مَصْدَرْ
إِكْرَامًا	مَصْدَرْ	فهو : مُكْرَمٌ	اِسْمِ مَفْعُوْلْ
فهو : مُكْرِمٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	الامر منه : اَكْرِمْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف
وأُكْرِمَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ	والنهى عنه : لاَ تُكْرِمْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْىٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعْ	مَاضِىْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُسْلِمٌ	لاَ تُسْلِمْ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	ইসলাম গ্রহণ করা	اَلْإِسْلاَمُ
مُذْهِبٌ	لاَ تُذْهِبْ	أَذْهِبْ	يُذْهِبُ	أَذْهَبَ	দূর করে দেয়া	اَلْاِذْهَابُ
مُعْلِنٌ	لاَ تُعْلِنْ	أَعْلِنْ	يُعْلِنُ	أَعْلَنَ	ঘোষণা দেয়া	اَلْإِعْلاَنُ
مُكْمِلٌ	لاَ تُكْمِلْ	أَكْمِلْ	يُكْمِلُ	أَكْمَلَ	পরিপূর্ণ করা	اَلْإِكْمَالُ
مُعْلِمٌ	لاَ تُعْلِمْ	أَعْلِمْ	يُعْلِمُ	أَعْلَمَ	জানিয়ে দেয়া	اَلْإِعْلاَمُ
مُظْلِمٌ	لاَ تُظْلِمْ	أَظْلِمْ	يُظْلِمُ	أَظْلَمَ	অন্ধকার হয়ে যাওয়া	اَلْإِظْلاَمُ

اَلْبَابُ التَّاسِعُ : নবম বাব

بَابِ تَفْعِيْل

এ বাবে فِعْل مَاضِىْ-এর عين كلمة টি مكرر হবে। যেমন اَلتَّصْرِيْفُ - রূপান্তর করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث	صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث
صَرَّف	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف	يُصَرَّفُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
يُصَرِّفُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	تَصْرِيْفًا	مَصْدَرْ
تَصْرِيْفًا	مَصْدَرْ	فهو : مُصَرَّفٌ	اِسْمِ مَفْعُوْلْ
فهو : مُصَرِّفٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	الامر منه : صَرِّفْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف
وصُرِّفَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ	والنهى عنه : لاَ تُصَرِّفْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْىٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعْ	مَاضِىْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُعَذِّبْ	لاَ تُعَذّبْ	عَذِّبَ	يُعَذِّبُ	عَذَّبَ	শাস্তি দেয়া	اَلتعْذِيْبُ
مُرَجِّحْ	لاَ تُرَجّحْ	رَجِّحَ	يُرَجِّحُ	رَجَّحَ	প্রাধান্য দেয়া	اَلتَرْجِيْحُ
مُطَهِّرْ	لاَ تُطَهّرْ	طَهِّرَ	يُطَهِّرُ	طَهَّرَ	পবিত্র করা	اَلتطْهِيْرُ
مُحَرِّكْ	لاَ تُحَرّكْ	حَرِّكَ	يُحَرِّكُ	حَرَّكَ	নাড়া দেয়া	اَلتحْرِيْكُ
مُمَلِّكْ	لاَ تُمَلّكْ	مَلِّكَ	يُمَلِّكُ	مَلَّكَ	মালিক বানানো	اَلتَّمْلِيْكُ

اَلْبَابُ الْعَاشِرُ : দশম বাব

بَابِ تَفَعُّل

এ বাবে فعل ماضى-এর فاء كلمة-এর পূর্বে تاء এবং عين كلمة টি مكرر হবে।

যেমন– اَلتَّقَبُّلُ - গ্রহণ করা, কবুল করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث	صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث
تَقَبَّلَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف	يُتَقَبَّلُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ
يَتَقَبَّلُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	تَقَبُّلاً	مَصْدَرْ
تَقَبُّلاً	مَصْدَرْ	فهو : مُتَقَبَّلٌ	اِسْمِ مَفْعُوْلْ
فهو : مُتَقَبِّلٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	الامر منه : تَقَبَّلْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف
وتُقُبِّلَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ	والنهى عنه : لاَ تَتَقَبَّلْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْىٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِىْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُتَبَسِّمٌ	لاَ تَتَبَسَّمْ	تَبَسَّمْ	يَتَبَسَّمُ	تَبَسَّمَ	মুচকি হাসা	اَلتَّبَسُّمُ
مُتَعَلِّمٌ	لاَ تَتَعَلَّمْ	تَعَلَّمْ	يَتَعَلَّمُ	تَعَلَّمَ	শিক্ষার্জন করা	اَلتَّعَلُّمُ
مُتَكَلِّمٌ	لاَ تَتَكَلَّمْ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	কথা বলা	اَلتَّكَلُّمُ
مُتَجَنِّبٌ	لاَ تَتَجَنَّبْ	تَجَنَّبْ	يَتَجَنَّبُ	تَجَنَّبَ	বিরত থাকা	اَلتَّجَنُّبُ
مُتَهَجِّدٌ	لاَ تَتَهَجَّدْ	تَهَجَّدْ	يَتَهَجَّدُ	تَهَجَّدَ	তাহাজ্জুদ পড়া	اَلتَّهَجُّدُ
مُتَفَكِّرٌ	لاَ تَتَفَكَّرْ	تَفَكَّرْ	يَتَفَكَّرُ	تَفَكَّرَ	চিন্তা-গবেষণা করা	اَلتَّفَكُّرُ

اَلْبَابُ الْحَادِيْ عَشَرَ : একাদশ বাব

بَابِ مُفَاعَلَةْ

এ বাবে فعل ماضى-এর فاء كلمة-এবং عين كلمة-এর মাঝে الف অতিরিক্ত হবে। যেমন– اَلْمُقَاتَلَةُ ، اَلْقِتَالُ - পরস্পর লড়াই করা।

صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث	صَرْفِ صَغِيْرْ	بَحْث
قَاتَلَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف	يُقَاتَلُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْل
يُقَاتِلُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف	مُقَاتِلَةً وَقِتَالاً	مَصْدَرْ
مُقَاتِلَةً وَقِتَالاً	مَصْدَرْ	فهو : مُقَاتَلٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل
فهو : مُقَاتِلٌ	اِسْمِ فَاعِلْ	الامر منه : قَاتِلْ	اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف
وقُوْتِلَ	مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْل	والنهى عنه : لاَ تُقَاتِلْ	نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْىٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِىْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُعَاقِبٌ	لاَ تُعَاقِبْ	عَاقِبْ	يُعَاقِبُ	عَاقَبَ	শাস্তি দেয়া	اَلْمُعَاقَبَةُ
مُخَادِعٌ	لاَ تُخَادِعْ	خَادِعْ	يُخَادِعُ	خَادَعَ	ধোঁকা দেয়া	اَلْمُخَادَعَةُ
مُبَارِكٌ	لاَ تُبَارِكْ	بَارِكْ	يُبَارِكُ	بَارَكَ	বরকত দেয়া	اَلْمُبَارَكَةُ
مُجَادِلٌ	لاَ تُجَادِلْ	جَادِلْ	يُجَادِلُ	جَادَلَ	ঝগড়া করা	اَلْمُجَادَلَةُ

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

১। ثُلاَثِيْ مجرد কাকে বলে? এর সর্বমোট باب কয়টি ও কী কী?

২। ثُلاَثِيْ ও رُبَاعِى কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। ثُلاَثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

৪। ثُلاَثِيْ مزيدفيه غير ملحق برُبَاعِى -এর সর্বমোট বাব কয়টি ও কী কী?

৫। الطلب দ্বারা صرف صغير বর্ণনা কর।

৬। الكتابة মাসদার দ্বারা صرف صغير উল্লেখ কর।

৭। الغسل কোন বাবের মাসদার? তা দ্বারা صرف صغير উল্লেখ কর।

اَلْبَابُ الثَّانِـيْ

দ্বিতীয় অধ্যায়

عِلْمُ النَّحْوِ

ইলমে নাহু

উদাহরণ

(ألف)	
جَاءَ حَامِدٌ	হামেদ আসলো
نَصَرْتُ حَامِدًا	আমি হামেদকে সাহায্য করলাম
مَرَرْتُ بِحَامِدٍ	আমি হামেদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম
(ب)	
ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ	তারা গেলো
نَصَرْتُ هٰؤُلَاءِ	আমি তাদেরকে সাহায্য করলাম
مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ	আমি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর। (الف) অংশে حَامِدٌ শব্দটি ১ম বাক্যে فَاعِلٌ হওয়ায় مَرْفُوْعٌ হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে مَفْعُوْلٌ بِهٖ হওয়ায় مَنْصُوْبٌ হয়েছে, এবং তৃতীয় বাক্যে হরফে জারের কারণে مَجْرُوْرٌ হয়েছে। মোটকথা, উদাহরণগুলোতে তিন অবস্থায় তিন ধরনের إِعْرَابٌ হয়েছে। আর (ب) অংশে هٰؤُلَاءِ শব্দটি বাক্য তিনটিতে তিন অবস্থায় হওয়া সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় كَسْرَةٌ-এর উপর বহাল রয়েছে। কোনো إِعْرَابٌ গ্রহণ করেনি। এসব নিয়মকানুন জানার পদ্ধতির নাম হলো ইলমে নাহু।

নিয়মাবলি

عِلْمُ النَّحْوِ-এর পরিচয় : যে নিয়ম-কানুন জানার দ্বারা مُعْرَبْ ও مَبْنِىْ হওয়ার দিক থেকে ইসম, ফে'ল ও হরফ-এর শেষ অক্ষরে إِعْرَابْ তথা رَفْعْ বা نَصَبْ বা جَرْ-এর অবস্থা এবং বিভিন্ন শব্দের পরস্পরের সাথে সংযোজন করে বাক্য গঠন করার পদ্ধতি জানা যায়, তাকে عِلْمُ النَّحْوِ বলে।

عِلْمُ النَّحْوِ-এর আলোচ্য বিষয় :

ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো- كَلِمَةٌ ও كَلَامٌ তথা শব্দ ও বাক্য।

عِلْمُ النَّحْوِ-এর উদ্দেশ্য :

নাহু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো- আরবি ভাষা ব্যবহারে শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি থেকে মেধাশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা।

عِلْمُ النَّحْوِ-এর নামকরণ ও সংকলনের ইতিহাস :

বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তিকে إِنَّ اللّٰهَ بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ رَسُوْلُهُ আয়াতে رَسُوْلُهُ শব্দের لَامْ বর্ণে পেশের স্থলে যের দিয়ে পড়তে শুনেন। এর অর্থ হলো নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্ট। এ অর্থটি আয়াতটির বাস্তব উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং এটা কুফরী কালাম। এর বিশুদ্ধ পঠন হলো وَرَسُوْلُهُ (লাম বর্ণে পেশ দিয়ে) অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (ﷺ) মুশরিকদের থেকে মুক্ত।

প্রথমোক্ত পঠন শুনে আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (رَحِمَهُ اللّٰهُ) মনঃক্ষুণ্ন হয়ে হযরত আলী (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)-এর দরবারে গিয়ে এই ঘটনা ব্যক্ত করে বলেন যে, মানুষ নিয়ম-কানুন না জানার কারণে কুফরী কালাম করে থাকে। মুহতারাম! আপনি যদি আমাকে অনুমতি

দেন, তবে আমি এমন একটি বিধি-বিধান তৈরি করবো যা দ্বারা মানুষ শুদ্ধ আরবি বলতে ও লিখতে পারবে। তখন আলী (رضي الله عنه) বলেন, اُقْصُدْ نَحْوَهُ অর্থাৎ, অনুরূপ মনোনিবেশ কর। এক্ষেত্রে হযরত আলী (رضي الله عنه) কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (رحمه الله) তাঁর কথা মতো বেশ কিছু নিয়ম-কানুন লিখে হযরত আলী (رضي الله عنه)-কে দেখান। তখন আলী (رضي الله عنه) বলেন, مَا أَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوَ الَّذِىْ نَحَوْتَهُ অর্থাৎ, তুমি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছো, তা কতই না সুন্দর!

এভাবে আলী (رضي الله عنه) তাঁর বক্তব্যে বার বার نَحْوٌ শব্দটি ব্যবহার করার কারণে পরবর্তীকালে সকল সুধীবৃন্দ এ শব্দটিকেই শাস্ত্রটির নামকরণ হিসেবে পছন্দ করেন। তাই এ শাস্ত্রের নামকরণ করেন عِلْمُ النَّحْوِ (ইলমুন নাহু)।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। عِلْمُ النَّحْوِ কাকে বলে?

২। عِلْمُ النَّحْوِ -এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য লেখ।

৩। عِلْمُ النَّحْوِ প্রথম কে রচনা করেন? عِلْمُ النَّحْوِ নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।

৪। عِلْمُ النَّحْوِ -এর সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

اَلدَّرْسُ الأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

اَلْاِسْمُ وَأَقْسَامُهُ

ইসম ও উহার প্রকার

উদাহরণ

(الف)		(ب)		(ج)	
فَرَسٌ	একটি ঘোড়া	فَاطِمَةٌ	ফাতিমা	جَمِيْلٌ	জামিল
كِتَابٌ	একটি বই	اَلْبَقَرَةٌ	গাভীটি	اَلْمَسْجِدُ	মসজিদটি
جَوَّالٌ	একটি মোবাইল	اَلْمُعَلِّمَةٌ	শিক্ষয়ত্রী	يَابَانْ	জাপান
(د)		**(ه)**		**(و)**	
طَالِبٌ	একজন ছাত্র	طَالِبَانِ	দুজন ছাত্র	طُلَّابٌ	অনেক ছাত্র
صَدِيْقٌ	একজন বন্ধু	صَدِيْقَانِ	দুজন বন্ধু	اَصْدِقَاءُ	অনেক বন্ধু
رَجُلٌ	একজন লোক	رَجُلَانِ	দুজন লোক	رِجَالٌ	অনেক লোক

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা এক একটি নাম বোঝাচ্ছে।

(الف) ও (ج) অংশের শব্দগুলো দ্বারা পুরুষ বোঝানো হয়েছে এবং শব্দগুলোর শেষে ‘ة’ (গোল তা) নেই। কিন্তু (ب) অংশের শব্দগুলো দ্বারা স্ত্রী বোঝানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শব্দের শেষে ‘ة’ (গোল-তা) রয়েছে।

অন্যদিকে (الف) অংশের প্রত্যেকটি শব্দ অনির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। আর (ب) অংশের প্রতিটি শব্দ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়।

অন্যদিকে (د) অংশের শব্দগুলো একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায়। (ه) অংশের শব্দগুলো দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তু বোঝায়। (و) অংশের শব্দগুলো দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়।

নিয়মাবলি

اِسْمْ-এর পরিচয় : যে শব্দ কোনো কিছুর নাম বোঝায় এবং কোনো কালের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাকে اِسْمْ বলে। যেমন–

ক. ব্যক্তির নাম		খ. প্রাণীর নাম		গ. বস্তুর নাম	
رَفِيْقٌ	রফিক	هِرَّةٌ	বিড়াল	طَاوِلَةٌ	টেবিল
شَمِيْمٌ	শামীম	شَاةٌ	বকরি	جَوَّالٌ	মোবাইল
بِلَالٌ	বেলাল	ظَبِيَّةٌ	হরিণী	قَلَمٌ	কলম
ঘ. স্থানের নাম		**ঙ. সময়ের নাম**		**চ. দোষ বা গুণের নাম**	
مَعْرَضٌ	মেলা	ثَانِيَةٌ	সেকেন্ড	حَسِيْنٌ	সুন্দর
سُوْقٌ	বাজার	دَقِيْقَةٌ	মিনিট	قَبِيْحٌ	অসুন্দর
مَدِيْنَةٌ	শহর	سَاعَةٌ	ঘণ্টা	اَسْوَدُ	কালো

اِسْمْ-এর প্রকার : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে اِسْمْ-এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে-

☐ **লিঙ্গভেদে اِسْمْ দু প্রকার।** যথা–

১। مُذَكَّرٌ (পুরুষ)

২। مُؤَنَّثٌ (স্ত্রী)

مُذَكَّرْ (পুরুষ)-এর বর্ণনা :

যে اِسْمْ দ্বারা পুরুষ বোঝায়, তাকে مُذَكَّرْ বলে।

مُذَكَّرْ দু প্রকার। যথা- ১। مُذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ ; ২। مُذَكَّرٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ

১. مُذَكَّرْ حَقِيْقِي : যে اِسْمْ দ্বারা বাস্তবে পুরুষ বোঝানো হয়, তাকে مُذَكَّرْ حَقِيْقِي বলে। যেমন- ثَوْرٌ، رَجُلٌ، خَالِدٌ، بَكْرٌ ইত্যাদি।

২. مُذَكَّرْ غَيْرِ حَقِيْقِي : যে اِسْمْ দ্বারা বাস্তবে পুরুষ বোঝায় না এবং যার মাঝে مُؤَنَّثْ-এর কোনো চিহ্ন ও পাওয়া যায় না, তাকে مُذَكَّرْ غَيْر حَقِيْقِي বলে। যেমন- كِتَابٌ، حَجَرٌ ইত্যাদি।

مُؤَنَّثْ (স্ত্রী)-এর বর্ণনা :

যে اِسْمْ দ্বারা স্ত্রী বোঝায়, তাকে مُؤَنَّثْ বলে।

مُؤَنَّثْ তিন প্রকার। যেমন-

১. مؤنث حَقِيْقِي ; ২. مُؤَنَّثْ غير حَقِيْقِي ও ৩. مُؤَنَّثْ سِمَاعِيْ

১. مُؤَنَّثْ حَقِيْقِي : যে اِسْمْ দ্বারা বাস্তবে স্ত্রী জাতি বোঝায়, তাকে مُؤَنَّثْ حَقِيْقِي বলে। যেমন- مَرْيَمٌ، إِمْرَأَةٌ، فَاطِمَةٌ ইত্যাদি।

২. مُؤَنَّثْ غَيْر حَقِيْقِي : যে اِسْمْ দ্বারা বাস্তবে স্ত্রী জাতি বোঝায় না, তবে এর মাঝে مُؤَنَّثْ -এর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাকে مُؤَنَّثْ غَيْر حَقِيْقِي বলে। যেমন- فَاكِهَةٌ، طَاوِلَةٌ ইত্যাদি।

৩. مُؤَنَّثِ سِمَاعِيْ : যে اِسْمْ দ্বারা প্রকৃত স্ত্রী জাতি বোঝায় না, যার মধ্যে مُؤَنَّثْ -এর কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় না। শুধু আরবদের থেকে শুনেই এগুলোকে مُؤَنَّثْ ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে مُؤَنَّثْ سِمَاعِيْ (শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ) বলে। যেমন- أَرْضٌ، يَدٌ، عَيْنٌ، دَارٌ، شَمْسٌ ইত্যাদি

مُؤَنَّثْ-এর আলামত : مُؤَنَّثْ -এর আলামতগুলো হলো-

১। শব্দের শেষে ‘ة’ (গোল তা) হওয়া। যেমন– شَاعِرَةٌ، كَاتِبَةٌ

২। শব্দের শেষে اَلِفُ مَقْصُوْرَةْ হওয়া। যেমন– سَلْمٰى، حُبْلٰى

৩। শব্দের শেষে اَلِفُ مَمْدُوْدَةْ হওয়া। যেমন- حَمْرَاءُ

৪। শব্দের শেষে উহ্য ة (গোল তা) হওয়া। যেমন- اَرْضٌ শব্দটি মূলে ছিল اَرْضَةٌ

☐ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের ভিত্তিতে اِسْمٌ দু প্রকার। যথা-

১. مَعْرِفَةٌ (নির্দিষ্ট) ২. نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট)

مَعْرِفَةٌ-এর পরিচয় : যে اِسْمٌ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয়, তাকে مَعْرِفَةٌ বলে। مَعْرِفَةٌ -এর ব্যবহার পদ্ধতি হলো-

১. مَعْرِفَةٌ -এর শুরুতে ال ব্যবহার হয়, কিন্তু শেষে تَنْوِيْنٌ হয় না।

২. نَكِرَةٌ- কে مَعْرِفَةٌ করার জন্যে প্রথমে ال যুক্ত করতে হয়।

نَكِرَةٌ-এর পরিচয় : যে اِسْمٌ দ্বারা অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয়, তাকে نَكِرَةٌ বলে। نَكِرَةٌ -এর আলামত হলো শব্দের শেষে تَنْوِيْنٌ হওয়া।

نَكِرَةٌ-কে مَعْرِفَةٌ করার পদ্ধতি : نَكِرَةٌ-কে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে مَعْرِفَةٌ করা যায়। যথা-

১. নাকেরা শব্দের প্রথমে اَلِفْ وَلَامْ যুক্ত করে। যেমন- اَلرَّجُلُ

২. কোনো নাকেরা ইসেমকে মারেফার দিকে إِضَافَةٌ করে। যেমন-كِتَابُ اللهِ

৩. مَوْصُوْلٌ যুক্ত করে। যেমন- اَلَّذِىْ ضَرَبَ

৪. اِسْمُ الْإِشَارَةِ যুক্ত করে। যেমন- هٰذَا رَجُلٌ

☐ আরবি ভাষায় বচনভেদে اِسْمٌ তিন প্রকার। যথা–

১. وَاحِدٌ (একবচন), ২. تَثْنِيَةٌ (দ্বিবচন), ৩. جَمْعٌ (বহুবচন)।

১. وَاحِدْ-এর পরিচয় : যে শব্দ দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝানো হয়, তাকে وَاحِدْ তথা একবচন বলে। যেমন– كِتَابٌ - একটি বই।

২. تَثْنِيَةٌ-এর পরিচয় : যে শব্দ দ্বারা দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তু বোঝানো হয়, তাকে تَثْنِيَةٌ তথা দ্বিবচন বলে। যেমন- كِتَابَانِ - দুটি বই।

تَثْنِيَةٌ-এর গঠন প্রণালী : وَاحِدْ-এর শেষে ان অথবা ين যুক্ত করে تَثْنِيَةٌ গঠন করতে হয়ে। যেমন-

قَلَمٌ + يِنِ = قَلَمَيْنِ	قَلَمٌ + اَنِ = قَلَمَانِ
رَجُلٌ + يِنِ = رَجُلَيْنِ	رَجُلٌ + اَنِ = رَجُلاَنِ

৩. جَـمْع-এর পরিচয় : যে শব্দ দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝানো হয়, তাকে جَـمْع তথা বহুবচন বলে। যেমন- كتب - অনেক বই।

جَـمْع-এর প্রকার : جَـمْع প্রথমত দু প্রকার। যথা-

১. اَلْـجَمْعُ السَّالِمُ ও ২. اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ

যে جَـمْع-এর মাঝে وَاحِدْ-এর وَزَنْ বহাল থেকে যায়, তাকে اَلْـجَمْعُ السَّالِمُ বলে এবং যে جَـمْع-এর মাঝে وَاحِدْ-এর وَزَنْ ঠিক থাকে না; বরং ভেঙ্গে যায়, তাকে اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ বলে। وَاحِدْ থেকে اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ গঠনের নির্দিষ্ট কোনো নিয়মপদ্ধতি নেই। আরবদের ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। তবে اَلْـجَمْعُ السَّالِمُ বানানোর নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি রয়েছে। তা হলো-

وَاحِدْ-এর শেষে ون ، ين বা ات যুক্ত করে جَـمْع سـالِمُ গঠন করতে হয়। يـن বা ون দ্বারা গঠিত جَـمْع কে جَـمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ আর ات দ্বারা গঠিত جَـمْع কে جَمَـع مُؤَنَّـثِ سَالِمْ বলে।

وَاحِدْ	اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ		وَاحِدْ	اَلْـجَمْعُ السَّالِمُ	
رَجُلٌ	رِجَالٌ		عَالِمٌ	عَالِمُوْنَ/ عَالِمِيْنَ	جَـمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ
مَسْجِدٌ	مَسَاجِدُ		مُدَرِّسٌ	مُدَرِّسُوْنَ / مُدَرِّسِيْنَ	
قَلَمٌ	اَقْلَامٌ		طَالِبَةٌ	طَالِبَاتٌ	جَمع مُؤَنَّثِ سَالِمْ
غُلَامٌ	غِلْمَانٌ		صَابِرَةٌ	صَابِرَاتٌ	

جَـمْع-এর আরো কিছু প্রকার :

১. جَـمْع مُنْتَهٰى الْجُمُوْع : যে جَـمْع-কে আর جَـمْع করা যায় না, তাকে جَـمْع مُنْتَهٰى الْجُمُوْع বলে। এ جَـمْع-এর অধিক ব্যবহৃত দুটি وزن নিম্নে দেওয়া হলো-

(الف) مَفَاعِلٌ যথা- مَسَاجِدُ

(ب) مَفَاعِيْلٌ যথা- مَفَاتِيْحُ، مَصَابِيْحُ

২. جَمْع مِنْ غَيْرِ لَفْظ : যে جَـمْع-এর নিজস্ব কোনো وَاحِدْ শব্দ নেই; বরং ভিন্ন وَاحِدْ শব্দ রয়েছে, তাকে جَمْع مِنْ غَيْرِ لَفْظ বলে। যথা- إِمْرَأَةٌ থেকে نِسَاءٌ

৩. اِسْمُ الْجَمْع : যে وَاحِدْ-এর শব্দ جَـمْع-এর অর্থ প্রদান করে, তাকে اِسْمُ الْجَـمْع বলে। যেমন- قَوْمٌ = জাতি/গোষ্ঠী, شَعْبٌ = সম্প্রদায় / জাতি, وَفْدٌ = প্রতিনিধি দল ইত্যাদি।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। اِسْمٌ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। مُذَكَّرٌ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مُؤَنَّثٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। مُؤَنَّثٌ -এর আলামত কয়টি কী কী?

৫। مُؤَنَّثٌ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৬। مُذَكَّرٌ কাকে বলে? অর্থসহ পাঁচটি مُذَكَّرٌ লেখ।

৭। مُؤَنَّثٌ কাকে বলে? অর্থসহ পাঁচটি مُؤَنَّثٌ শব্দ লেখ।

৮। مَعْرِفَةٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৯। نَكِرَةٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

১০। وَاحِدٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

১১। تَثْنِيَةٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

১২। جَمْعٌ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১৩। تَثْنِيَةٌ কিভাবে গঠন করতে হয়? উদাহরণসহ লেখ।

১৪। جَمْعٌ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যে শব্দ কোনো কিছুর .... বোঝায়, তাকে اِسْمٌ বলে।

২। যে اِسْمٌ দ্বারা .... বোঝানো হয়, তাকে مُذَكَّرٌ বলে।

৩। যে اِسْمٌ দ্বারা স্ত্রী বোঝানো হয়, তাকে .... বলে।

৪। عَائِشَةُ، فَاطِمَةُ ও صديقة শব্দগুলো ....।

৫। ‘ة’ (গোল তা) .... -এর আলামত।

৬। ال হলো ....-এর আলামত।

৭। তানবীন হলো ....-এর আলামত।

৮। رِجَالٌ শব্দটি .... ।

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ

মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি

উদাহরণ

بَيْتُ اللّٰهِ	আল্লাহর ঘর।
كِتَابُ زَيْدٌ	যায়েদের কিতাব।
رَسُوْلُ اللّٰهِ	আল্লাহর রসূল।
عِيْدُ الْمُسْلِمِيْنَ	মুসলমানদের ঈদ।
صَلاَةُ الْفَجْرِ	ফজরের নামায।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রতিটি বাক্যাংশের প্রথম শব্দটি পরবর্তী শব্দের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করেছে। বাংলাতে কার/কিসের? উত্তরে এ বাক্যাংশগুলো আসে। প্রথম শব্দ যার সাথে সম্বন্ধ করে, বাংলাতে তার ক্ষেত্রে র/এর যুক্ত হয়, তাকে مُضَافْ اِلَيْهِ এবং অপরটিকে مُضَافْ বলে।

নিয়মাবলি

إِضَافَةٌ-এর পরিচয় : বাক্যে একটি اِسْمْ -এর সাথে অপর একটি اِسْمْ -এর সম্বন্ধ স্থাপন করাকে إِضَافَةٌ বলে। প্রথম শব্দকে مُضَافْ এবং দ্বিতীয় শব্দকে مُضَافْ إِلَيْهِ বলে।

যেমন– كِتَابُ زَيْدٍ (যায়েদের কিতাব)। এখানে كِتَابٌ হলো مُضَافْ এবং زَيْدٌ হলো مُضَافْ اِلَيْهِ।

مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْـهِ চেনার সহজ পদ্ধতি : বাংলায় দুটি শব্দের মাঝে 'র' অথবা 'এর' থাকলে বুঝতে হবে শব্দ দুটির মাঝে إِضَـافَةٌ-এর সম্পর্ক রয়েছে, এদের একটি مُضَاف এবং অপরটি مُضَاف اِلَيْهِ ; বাংলা ভাষায় مُضَـاف اِلَيْـهِ প্রথমে এবং مُضَـاف পরে আসে কিন্তু আরবি ভাষায় مُضَاف প্রথমে এবং مُضَاف اِلَيْه পরে আসে।

مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه-এর বিধান :

১. مُضَاف টি تَنْوِيْنْ ও ال যুক্ত হবে না।

২. مُضَاف টি تَثْنِيَةٌ বা جَمْع مُذَكَّرْ سَالِمْ হলে إِضَافَةٌ-এর সময় تَثْنِيَةٌ বা جَـمْع-এর نُوْنْ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩. مُضَاف টি তার পূর্বের عَامِلْ অনুসারে إِعْرَابْ গ্রহণ করবে এবং مُضَاف اِلَيْه টি مُضَاف কর্তৃক مَجْرُوْرْ হবে।

৪. مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مُرَكَّبِ نَاقِصْ গঠিত হয়, যাকে تَرْكِيْبِ إِضَافِيْ বলা হয়

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। اضافة কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه কাকে বলে?

৩। مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه-এর বিধানাবলি লেখ।

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১। مُضَاف প্রথমে বসে। ( )

২। مُضَاف اِلَيْه প্রথমে বসে। ( )

৩। كِتَابُ زَيْدٍ বাক্যে كِتَابُ হলো مُضَاف। ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বাক্যের এক শব্দের সাথে অপর শব্দের সম্বন্ধগুলোকে .... বলে।

২। كِتَابُ زَيْدٍ বাক্যে كِتَابُ হলো........................

৩। صَدِيْقِى বাক্যে صَدِيْقٌ হলো ....

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

اَلضَّمَائِرُ

দমীরসমূহ

উদাহরণ

هُوَ عَالِمٌ	সে জ্ঞানী।
هُمْ مُسْلِمُوْنَ	তারা মুসলমান।
أَنْتَ إِمَامٌ	তুমি ইমাম।
أَنْتُمْ لاَعِبُوْنَ	তোমরা খেলোয়াড়।
أَنَا طَالِبٌ	আমি ছাত্র।

আলোচনা

উপরের উদাহরণসমূহ লক্ষ্য কর। প্রতিটি বাক্যে একটি করে শব্দের নিচে দাগ দেয়া হয়েছে। এই দাগ দেয়া শব্দগুলোর প্রতিটি কোনো না কোনো اِسْمٌ -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- هُوَ - সে, هُمَا - তারা দুজন, أَنْتُمْ - তোমরা সকলে ইত্যাদি।

নিয়মাবলি

ضَمِيْرٌ-এর পরিচয় : اِسْمٌ-এর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার হয়, তাকে ضَمِيْرٌ বলা হয়। আর اِسْمٌ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত সব ضَمِيْرٌ-কে একত্রে ضَمَائِرٌ বলে।

ضَمِيْرٌ-এর প্রকার : ضَمِيْرٌ মোট পাঁচ প্রকার। যথা-

ক. ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِلٌ খ. ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُنْفَصِلٌ গ. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ

ঘ. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُنْفَصِلٌ ঙ. ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ

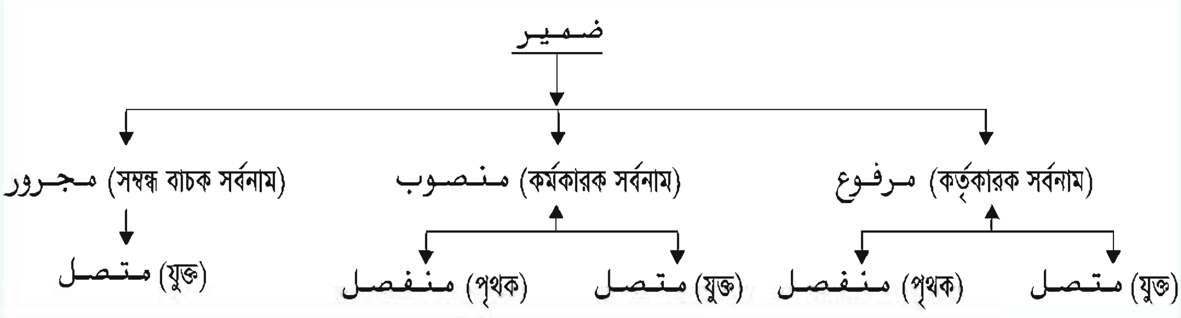
ضمير
مرفوع (কর্তৃকারক সর্বনাম)
منصوب (কর্মকারক সর্বনাম)
مجرور (সম্বন্ধ বাচক সর্বনাম)
متصل (যুক্ত)
منفصل (পৃথক)
متصل (যুক্ত)
منفصل (পৃথক)
متصل (যুক্ত)

অর্থ	ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِلْ	ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ	
সে (একজন পুরুষ)	هُوَ	فَعَلَ	....
তারা (দুজন পুরুষ)	هُمَا	فَعَلَا	ا
তারা (সকল পুরুষ)	هُمْ	فَعَلُوْا	وْا
সে (একজন স্ত্রী)	هِيَ	فَعَلَتْ	تْ
তারা (দুজন স্ত্রী)	هُمَا	فَعَلَتَا	تَا
তারা (সকল স্ত্রী)	هُنَّ	فَعَلْنَ	نَ
তুমি (একজন পুরুষ)	اَنْتَ	فَعَلْتَ	تَ
তোমরা (দুজন পুরুষ)	اَنْتُمَا	فَعَلْتُمَا	تُمَا
তোমরা (সকল পুরুষ)	اَنْتُمْ	فَعَلْتُمْ	تُمْ
তুমি (একজন স্ত্রী)	اَنْتِ	فَعَلْتِ	تِ
তোমরা (দুজন স্ত্রী)	اَنْتُمَا	فَعَلْتُمَا	تُمَا
তোমরা (সকল স্ত্রী)	اَنْتُنَّ	فَعَلْتُنَّ	تُنَّ
আমি (একজন পুং/স্ত্রী)	اَنَا	فَعَلْتُ	تُ
আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী)	نَحْنُ	فَعَلْنَا	نَا

ضَمِيْرُ مَجْرُوْرٍ مُتَّصِلْ		ضَمِيْرُ مَنْصُوْبٍ		
অর্থ	مُتَّصِلْ	অর্থ	مُنْفَصِلْ	مُتَّصِلْ
তার আছে (পুং)	لَهُ	তাকে (পুং)	اِيَّاهُ	فَعَلَهُ
তাদের দুজনের আছে (পুং)	لَهُمَا	তাদের দুজনকে (পুং)	اِيَّاهُمَا	فَعَلَهُمَا
তাদের সকলের আছে (পুং)	لَهُمْ	তাদের সকলকে (পুং)	اِيَّاهُمْ	فَعَلَهُمْ
তার আছে (স্ত্রী)	لَهَا	তাকে (স্ত্রী)	اِيَّاهَا	فَعَلَهَا
তাদের দুজনের আছে (স্ত্রী)	لَهُمَا	তাদের দুজনকে (স্ত্রী)	اِيَّاهُمَا	فَعَلَهُمَا
তাদের সকলের আছে (স্ত্রী)	لَهُنَّ	তাদের সকলকে (স্ত্রী)	اِيَّاهُنَّ	فَعَلَهُنَّ
তোমার আছে (পুং)	لَكَ	তোমাকে (পুং)	اِيَّاكَ	فَعَلَكَ
তোমাদের দুজনের আছে (পুং)	لَكُمَا	তোমাদের দুজনকে (পুং)	اِيَّاكُمَا	فَعَلَكُمَا
তোমাদের সকলের আছে (পুং)	لَكُمْ	তোমাদের সকলকে (পুং)	اِيَّاكُمْ	فَعَلَكُمْ
তোমার আছে (স্ত্রী)	لَكِ	তোমাকে (স্ত্রী)	اِيَّاكِ	فَعَلَكِ
তোমাদের দুজনের আছে (স্ত্রী)	لَكُمَا	তোমাদের দুজনকে (স্ত্রী)	اِيَّاكُمَا	فَعَلَكُمَا
তোমাদের সকলের আছে (স্ত্রী)	لَكُنَّ	তোমাদের সকলকে (স্ত্রী)	اِيَّاكُنَّ	فَعَلَكُنَّ
আমার আছে (পুং/স্ত্রী)	لِيْ	আমাকে (পুং/স্ত্রী)	اِيَّايَ	فَعَلَنِيْ
আমাদের আছে (পুং/স্ত্রী)	لَنَا	আমাদেরকে (পুং/স্ত্রী)	اِيَّانَا	فَعَلَنَا

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। ضَمِيْر কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِلْ কয়টি? ধারাবাহিকভাবে ضَمِيْر গুলো লেখ।

৩। ضَمِيْر مَجْرُوْرِ مُتَّصِلْ কয়টি ও কী কী? লেখ।

গ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১। هِىَ হলো وَاحِدِ مُؤَنَّثْ -এর ضَمِيْر । ( )

২। اَنْتُمَا হলো বহুবচনের ضَمِيْر । ( )

৩। هُمَا দুজন পুরুষ/মহিলার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ( )

৪। أَنْتُمْ অর্থ হলো তোমরা সকল স্ত্রী। ( )

৫। ضَمِيْر কোনো اِسْمْ -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ( )

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلْمَوْصُوْفُ وَالصِّفَةُ

মাওসূফ ও সিফাত

উদাহরণ

قَلَمٌ جَدِيْدٌ	নতুন কলম।
عِلْمٌ نَافِعٌ	উপকারি বিদ্যা।
لِبَاسٌ جَمِيْلٌ	সুন্দর পোশাক।
فَاكِهَةٌ لَذِيْذَةٌ	সুস্বাদু ফল।
سَيَّارَةٌ خَاصَّةٌ	প্রাইভেট কার।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রতিটি বাক্যাংশের দ্বিতীয় اِسْمٌ টি প্রথম اِسْمٌ -এর গুণ বা দোষ বর্ণনা করছে। দ্বিতীয়টি اِسْمٌ কে صِفَةٌ এবং প্রথমটি اِسْمٌ কে مَوْصُوْفٌ বলে।

নিয়মাবলি

১। যে اِسْمٌ দ্বারা অন্য কোনো اِسْمٌ -এর গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয়, তাকে صِفَةٌ বলা হয়।

২। যে اِسْمٌ -এর গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয়, তাকে مَوْصُوْفٌ বলা হয়।

৩। صِفَةٌ পরে বসে مَوْصُوْفٌ আগে বসে। যেমন- قَلَمٌ جَدِيْدٌ - নতুন কলম। এখানে قَلَمٌ হলো مَوْصُوْفٌ এবং جَدِيْدٌ হলো صِفَةٌ

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। مَوْصُوْفٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। صِفَةٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مَوْصُوْفٌ ও صِفَةٌ নির্ণয় কর :

مَاءٌ عَذْبٌ دَوَاءٌ مُضِرٌّ ضَيْفٌ كَرِيْمٌ مَدْرَسَةٌ دِيْنِيَّةٌ لَبَنٌ أَبْيَض مَدْرَسَةٌ اِبْتِدَائِيَّةٌ فَاكِهَةٌ لَذِيْذَةٌ حَقِيْبَةٌ صَغِيْرَةٌ عِلْمٌ نَافِعٌ

গ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১। যে اِسْمٌ -এর গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয়, তাকে صِفَةٌ বলে। ( )

২। فَاكِهَةٌ لَذِيْذَةٌ বাক্যে لَذِيْذَةٌ হলো صِفَةٌ । ( )

৩। سَيَّارَةٌ خَاصَّةٌ বাক্যে سَيَّارَةٌহলো مَوْصُوْفٌ ( )

৪। যে اِسْمٌ দ্বারা দোষ বা গুণ বর্ণনা করা হয়, তাকে صِفَةٌ বলে। ( )

৫। নীল আসমান বাক্যে নীল হলো مَوْصُوْفٌ । ( )

ঘ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যে اِسْمٌ দ্বারা অন্য কোনো اِسْمٌ -এর গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয়, তাকে ...... বলে।

২। যে اِسْمٌ -এর গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয়, তাকে .... বলে।

৩। قَلَمٌ جَدِيْدٌ বাক্যে جَدِيْدٌ হলো................ ।

৪। فَاكِهَةٌ لَذِيْذَةٌ বাক্যের অর্থ .... ।

اَلْدَّرْسُ اَلْـخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ

ইস্তিফহামের হরফসমূহ

উদাহরণ

مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ ؟	লোকটি কে?
مَاذَا رَأَيْتَ ؟	তুমি কী দেখলে?
كَيْفَ حَالُكَ ؟	তুমি কেমন আছ?
أَيْنَ ذَهَبْتَ ؟	তুমি কোথায় গেলে?
مَتَى رَجَعْتَ ؟	তুমি কখন ফিরে আসলে?

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর। প্রত্যেক উদাহরণে এক একটি প্রশ্নকারী শব্দ আছে। এ প্রশ্নবোধক শব্দগুলোকে একত্রে أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ বলে।

নিয়মাবলি

أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ-এর পরিচয় : যেসব শব্দ দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাকে أَدَوَاتُ الْاِسْـتِفْهَامِ বলে। أَدَوَاتُ الْاِسْـتِفْهَامِ সাধারণত বাক্যের প্রথমে বসে। যেমন–

لِمَاذَا غِبْتَ بِالْأَمْسِ؟ - তুমি কেন গতকাল অনুপস্থিত ছিলে?

كَمْ طَالِبًا فِي فَصْلِكَ؟ - তোমার ক্লাসে কতজন ছাত্র?

لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟ - এ কলমটি কার?

أَدَوَاتُ الاِسْتِفْهَامِ-এর হরফসমূহ :

اِسْتِفْهَامٌ-এর হরফ ১৩টি। যথা-

১	مَنْ - কে?	৪	كَمْ - কত?	৭	كَيْفَ - কেমন?	১০	اَيَّانَ - কখন?
২	مَتٰى - কখন?	৫	هَلْ - কি?	৮	اَىُّ - কোনটি?	১১	لِمَنْ - কার?
৩	مَاذَا/مَا - কী?	৬	لِمَ/لِمَاذَا - কেন?	৯	اَيْنَ - কোথায়?	১২	اَنّٰى - কোথা থেকে?

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। أَدَوَاتُ الاِسْتِفْهَامِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।।

২। যে কোনো পাঁচটি أَدَوَاتُ الاِسْتِفْهَامِ অর্থসহ লেখ।

৩। أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লিখ :

১। أَدَوَاتُ الاِسْتِفْهَامِ হলো ইঙ্গিত করার শব্দাবলি। ( )

২। اَيْنَ অর্থ কোথায়? ( )

৩। هَلْ অর্থ কেন? ( )

৪। لِمَنْ অর্থ কার? ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। أَدَوَاتُ الاِسْتِفْهَامِ সাধারণত বাক্যের .... বসে।

২। اَلْاِسْتِفْهَامِ অর্থ .... ।

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ

ইসমে ইশারাসমূহ

উদাহরণ

(الف)		(ب)	
هٰذَا كِتَابٌ	এটি একটি বই।	هٰذِهٖ بَقَرَةٌ	এটি একটি গাভী।
هٰذَانِ كِتَابَانِ	এ দুটি বই।	هَاتَانِ بَقَرَتَانِ	এ দুটি গাভী।
هٰؤُلَاءِ كُتُبٌ	এগুলো বই।	هٰؤُلَاءِ بَقَرَاتٌ	এগুলো গাভী।
(ج)		(د)	
ذٰلِكَ كِتَابٌ	ঐটি একটি বই।	تِلْكَ بَقَرَةٌ	ঐটি একটি গাভী।
ذٰلِكَ كِتَابَانِ	ঐ দুটি বই।	تَانِكَ بَقَرَتَانِ	ঐটি দুটি গাভী।
اُوْلٰئِكَ كُتُبٌ	ঐগুলো বই।	اُوْلٰئِكَ بَقَرَاتٌ	ঐগুলো গাভী।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। (الف) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দগুলো নিকটে অবস্থানকারী পুরুষজাতীয় বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করছে। (ب) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দগুলো নিকটে অবস্থানকারী স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছে। (ج) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দাবলি দূরবর্তী কোনো পুরুষজাতীয় বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করছে। (د) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দাবলি দূরবর্তী স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছে।

নিয়মাবলি

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ-এর পরিচয় : যেসব اِسْمٌ নিকটের কিংবা দূরের ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তাদেরকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ বলে। যেমন- هٰذَا مَسْجِدٌ এ বাক্যে هٰذَا নিকটবর্তী অর্থ বোঝায় এবং ذٰلِكَ مَسْجِدٌ বাক্যে ذٰلِكَ দূরবর্তী অর্থ বোঝায়।

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ-এর প্রকার : এটি দু প্রকার। যথা–

১। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ : যে اِسْمٌ নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তাকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ বলে। যেমন– هٰذَا أَخِيْ -এ আমার ভাই।

২। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدِ: যেসব اِسْمٌ দূরবর্তী কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তাকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدِ বলে। যেমন– ذٰلِكَ كِتَابٌ -ঐটি একটি বই।

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ-এর সংখ্যা : أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ মোট ১২টি। যথা–

লিঙ্গ	أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ		أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدِ	
مُذَكَّرٌ (পুরুষ বাচক)	هٰذَا	এটা	ذٰلِكَ	ঐটি
	هٰذَانِ	এ দুটি	ذَانِكَ	ঐ দুটি
	هٰؤُلَاءِ	এগুলো	أُولٰئِكَ	ঐগুলো
مُؤَنَّثٌ (স্ত্রী বাচক)	هٰذِهٖ	এটি	تِلْكَ	ঐটি
	هَاتَانِ	এ দুটি	تَانِكَ	ঐ দুটি
	هٰؤُلَاءِ	এগুলো	أُولٰئِكَ	ঐগুলো

ব্যবহার বিধি : إِسْمُ الْإِشَارَةِ-এর ব্যবহারবিধি হলো-

১। إِسْمُ الْإِشَارَةِ সব সময় مُشَارٌ اِلَيْهِ তথা তার পরবর্তী শব্দ অনুযায়ী ব্যবহার হবে। অর্থাৎ, مذكر-এর জন্যে إِسْمُ الْإِشَارَةِ টিও مذكر হবে এবং مُؤَنَّثْ -এর জন্যে إِسْمُ الْإِشَارَةِ -টিও مُؤَنَّثْ হবে। যেমন- هٰذَا كِتَابٌ - এটা একটি বই , هٰذِهِ كُرَّاسَةٌ - এটি একটি খাতা।

২। বচনভেদেও مُشَارٌ اِلَيْهِ একবচনের ক্ষেত্রে إِسْمُ الْإِشَارَةِ -টি একবচনের হবে এবং مُشَارٌ اِلَيْهِ টি যদি تَثْنِيَةٌ বা جَمْع হয় তাহলে إِسْمُ الْإِشَارَةِ টিও تَثْنِيَةٌ বা جَمْع হবে। যেমন-

هٰذِهِ الْكُرَّاسَةُ	هٰذَا كِتَابٌ
هَاتَانِ الْكُرَّاسَتَانِ	هٰذَانِ كِتَابَانِ
هَؤُلَاءِ الْكُرَّاسَاتُ	هَؤُلَاءِ كُتُب

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৩। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ لِلْقَرِيْبِ কাকে বলে? উহা কয়টি? লেখ।

৪। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ لِلْبَعِيْدِ কাকে বলে? উহা কয়টি? লেখ।

৫। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ কয়টি ও কী কী?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। هٰذَا قَلَمٌ বাক্যে هٰذَا ইসমটি ....।

২। تِلْكَ دَجَاجَةٌ বাক্যে تِلْكَ ইসমটি ....।

৩। যে اِسْمٌ নিকটের ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তাকে .... বলে।

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

اَلْمُرَكَّبُ وَ الْـجُمْلَةُ

মুরাক্কাব ও জুমলা

উদাহরণ

(الف)		(ب)	
خَالِدٌ سَائِقٌ	খালেদ একজন ড্রাইভার	غُلَامُ زَيْدٍ	যায়েদের গোলাম
هُوَ عَالِمٌ	তিনি একজন জ্ঞানী	كِتَابٌ جَدِيْدٌ	নতুন বই
عِنْدِىْ مَالٌ	আমার নিকট সম্পদ আছে	أَحَدَ عَشَرَ	এগারো
اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ	কুরআন আল্লাহর বাণী	بَعَلَبَكَّ	বাআলাবাক্কা শহর
سَافَرَ الْمُسْلِمُوْنَ إِلٰى الْكَعْبَةِ	মুসলমানগণ কাবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করলেন	سِيبْوَيْهْ	সিবওয়াইহ

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। (الـف) অংশের বাক্যগুলো দুটি, তিনটি বা চারটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এমন বাক্য যা অর্থপূর্ণ হয়েছে এবং পাঠক/শ্রোতা পূর্ণঅর্থ বুঝতে সক্ষম। কিন্তু (ب) অংশে দুটি শব্দের সমন্বয়ে বাক্যরূপ হলেও তা অর্থপূর্ণ হয়নি এবং পাঠক/শ্রোতা পূর্ণঅর্থ বুঝতে সক্ষম নয়।

নিয়মাবলি

مُرَكَّبٌ-এর সংজ্ঞা : দুই বা ততোধিক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা গঠিত বক্তব্য বা বচনকে مُرَكَّبٌ তথা যৌগিক বলে। যেমন- غُلَامُ زَيْـدٍ - যায়েদের গোলাম; كِتَـابٌ جَدِيْـدٌ - নতুন বই, ثَلَاثَةُ أَقْلَامٍ - তিনটি কলম ইত্যাদি।

مُرَكَّبْ-এর প্রকার : আরবি ভাষায় مُرَكَّبْ পাঁচ প্রকার। যথা-

১. مُرَكَّبِ إِضَافِيْ : مُضَافْ ও مُضَافْ إِلَيْه দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ। যেমন- رَسُوْلُ اللهِ - আল্লাহর রসূল।

২. مُرَكَّبِ تَوْصِيْفِيْ : صِفَةْ ও مَوْصُوْفْ দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ । যেমন- كِتَابُ جَدِيْدٍ - নতুন বই।

৩. مُرَكَّبِ بِنَائِيْ : এমন দুটি শব্দের মিলিত রূপ যার দ্বিতীয়টির প্রথমে একটি حَرْفِ عَطْف উহ্য থাকে। যেমন- أَحَدَ عَشَرَ এটি মূলত أَحَدٌ وَّ عَشَرٌ ছিল।

৪. مُرَكَّبِ مَنْعِ صَرْفِ : যে দুটি শব্দের স্ব-স্ব অর্থ বিলুপ্ত হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন- بَعَلَبَكَّ (একটি শহরের নাম)। শব্দে بَعْلُ - মূর্তি بَكُّ - জনৈক বাদশা। কিন্তু উভয়শব্দ যৌগিকভাবে একটি শহরের নাম হয়েছে।

৫. مُرَكَّبِ صَوْتِي : ধ্বনিসূচক কোনো শব্দ অন্য শব্দের সাথে মিলিত হওয়া। যেমন- سِيْبَوَيْهْ (সিবওয়াইহ); এখানে ويه শব্দটি ধ্বনিসূচক শব্দ।

جُمْلَةٌ-এর পরিচয় : যে শব্দ সমষ্টি দ্বারা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং শ্রোতাও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে, তাকে جُمْلَةٌ বা مُرَكَّب تَامْ বলে। প্রকাশ থাকে যে, جُمْلَةٌ-এর মাঝে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে যাতে শ্রোতার মনে কোনোরূপ প্রশ্ন জাগবে না। আরবিতে جُمْلَةٌ -এর অপর নাম كَلَامْ সুতরাং বাক্য হতে হলে নিম্নের তিনটি বিষয় থাকতে হবে। যথা-

১. কমপক্ষে দুটি كَلِمَةٌ বা পদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

২. দুটির একটি مُسْنَدْ اِلَيْهِ অর্থাৎ, যার প্রতি সম্পর্ক প্রদত্ত হতে হবে।

৩. অপরটি مُسْنَدْ অর্থাৎ, সম্পর্কিত হওয়ার উপযোগী হতে হবে।

جُمْلَةٌ-এর প্রকার : جُمْلَةٌ দু প্রকার। যথা-

১. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ - বর্ণনামূলক বাক্য।

২. اَلْجُمْلَةُ الإِنْشَائِيَّةُ - রচনামূলক বাক্য।

১. اَلْـجُمْلَةُ الْـخَبَرِيَّةُ-এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের বক্তাকে তার বক্তব্যের ব্যাপারে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়, তাকে اَلْـجُمْلَةُ الْـخَبَرِيَّةُ বলে। যেমন- زَيْدٌ قَـائِمٌ - (যায়েদ দণ্ডায়মান), خَالِدٌ عَالِمٌ (খালেদ জ্ঞানী)।

২. اَلْـجُمْلَةُ الْإِنْشَـائِيَّةُ-এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের বক্তাকে তার বক্তব্যের কারণে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটাই বলা যায় না, তাকে اَلْـجُمْلَةُ الْإِنْشَـائِيَّةُ বলে। যেমন- اِضْرِبْ زَيْدًا (যায়েদকে প্রহার কর)।

اَلْـجُمْلَةُ الْـخَبَرِيَّةُ আবার দু প্রকার। যথা-

১. اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ - اِسْمْ প্রধান বাক্য; ২. اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ - فِعْلْ প্রধান বাক্য।

১. اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْـمِيَّةُ -এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের প্রথম অংশ اِسْـمْ হয়, তাকে اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ عَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী ব্যক্তি)। এ বাক্যের প্রথম অংশকে مُبْتَـدَأٌ বলে এবং অন্য অংশটিকে خَـبْرٌ বলে। আর উভয় মিলে اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ হয়।

২. اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّـةُ-এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের প্রথম অংশ ফে'ল হয়, তাকে اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ বলে এবং যার দ্বারা فِعْلْ সম্পাদিত হয়, তাকে فَاعِـلْ বলে। যেমন- خَرَجَ رَاشِدٌ (রাশেদ বের হলো)। উভয় মিলে اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ গঠিত হয়।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

১। مُرَكَّبٌ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

২। كَلَامٌ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

৩। اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ : অষ্টম পাঠ

اَلْمُبْتَدَأُ وَالْـخَبَرُ

মুবতাদা ও খবর

উদাহরণ

اَلْعِلْمُ نَافِعٌ	জ্ঞান উপকারী।
اَلْقَلَمُ جَدِيْدٌ	কলমটি নতুন।
اَلْمُدَرِّسُ حَاضِرٌ	শিক্ষক উপস্থিত।
هُوَ عَالِمٌ	তিনি একজন জ্ঞানী।
أَنَا طَالِبٌ	আমি ছাত্র।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি বাক্যের দুটি করে অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উল্লেখ রয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো সংবাদ বা বক্তব্য রয়েছে। যেমন- اَلْقَلَمُ جَدِيْدٌ অর্থাৎ, কলমটি নতুন। বাক্যটিতে প্রথম অংশ হলো اَلْقَلَـمُ অর্থাৎ, কলমটি; যা একটি বস্তু। আর দ্বিতীয় অংশ হলো جَدِيْدٌ অর্থাৎ নতুন; যা প্রথম اِسْمٌ টি সম্পর্কে সংবাদ বা বক্তব্য।

নিয়মাবলি

مُبْتَدَأ-এর পরিচয় : যে اِسْمٌ সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা কোনো সংবাদ প্রদান করা হয়, তাকে مُبْتَدَأ বলা হয়।

خَبَرٌ-এর পরিচয় : مُبْتَدَأٌ সম্পর্কে যা বলা হয় বা যে সংবাদ প্রদান করা হয়, তাকে خَبَرٌ বলা হয়।

مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ-এর ব্যবহারবিধি :

১। مُبْتَدَأٌ সাধারণত বাক্যের শুরুতে থাকে এবং خَبَرٌ সাধারণত বাক্যের শেষ অংশে থাকে।

২। مُبْتَدَأٌ সব সময় مَعْرِفَةٌ হয় এবং خَبَرٌ সব সময় نَكِرَةٌ হয়।

৩। مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ মিলে যে বাক্য গঠিত হয়, তাকে اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ বলে।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। مُبْتَدَأٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। خَبَرٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ-এর ব্যবহারবিধি লেখ।

৪। اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ কাকে বলে?

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ 'শু' হলে লেখ :

১। যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে مُبْتَدَأٌ বলা হয়। ( )

২। مُبْتَدَأٌ সাধারণত বাক্যের শুরুতে থাকে। ( )

৩। خَبَرٌ সব সময় مَعْرِفَةٌ হয়। ( )

৪। বাক্যের শেষ অংশে خَبَرٌ থাকে। ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। مُبْتَدَأٌ সাধারণত বাক্যের .... থাকে।

২। خَبَرٌ সাধারণত বাক্যের .... থাকে।

৩। مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ মিলে .... হয়।

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ : নবম পাঠ

اَلْفَاعِلُ وَ نَائِبُ الْفَاعِلِ

ফায়েল ও নায়েবে ফায়েল

উদাহরণ

(ألف)		(ب)	
جَاءَ مَحْمُوْدٌ	মাহমুদ আসলো	نُصِرَ خَالِدٌ	খালেদকে সাহায্য করা হলো
يَذْهَبُ مَسْرُوْرٌ	মাসরূর যাবে	يُدْرَسُ الْكِتَابُ	কিতাবটি পড়া হচ্ছে
حَدَّثَتْ عَائِشَةُ	আয়েশা বর্ণনা করলো	تُطْعَمُ الطَّعَامُ	খানা খাওয়া হচ্ছে
دَخَلَ شَفِيْقٌ	শফিক প্রবেশ করলো	خُلِقَ الإِنْسَانُ	মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। (الف) অংশের প্রত্যেকটি বাক্যের দুটি করে অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি فِعْلٌ তথা কোনো কাজ এবং দ্বিতীয় অংশটি اِسْمٌ তথা উক্ত فِعْلٌ তথা কাজটি সম্পাদনকারী। যেমন- جَاءَ مَحْمُوْدٌ- মাহমুদ আসলো। এ বাক্যে প্রথম অংশ جَاءَ তথা আসলো, যা একটি فِعْلٌ বা কাজ এবং দ্বিতীয় অংশ مَحْمُوْدٌ তথা এক ব্যক্তি, যার মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন হয়েছে। (ب) অংশের فِعْلٌ গুলোর فَاعِلٌ তথা কর্তার কথা উল্লেখ নেই। مَفْعُوْلٌ بِهٖ তথা কর্মকে তার স্থলে রাখা হয়েছে।

নিয়মাবলি

فَاعِلٌ-এর পরিচয় : فَاعِلٌ এমন اِسْمٌ-কে বলে যা দ্বারা فِعْلٌ টি সম্পাদন হয়। যেমন- قَرَأَ مَسْعُوْدٌ (মাসুদ পড়লো) এ বাক্যে مسعود হলো فاعل কারণ, পড়া فِعْلٌ টি মাসুদ সম্পাদনা করেছে।

فَاعِلْ-এর প্রকার : فَاعِلْ দু প্রকার। যথা-

১. اِسْمْ مظهر তথা প্রকাশ্য اِسْمْ যেমন- ذَهَبَ زَيْدٌ (যায়েদ গেলো)। এখানে زيد শব্দটি প্রকাশ্য اِسْمْ مظهر তথা প্রকাশ্য ইসম।

২. اِسْمْ مضمر তথা সর্বনাম। ذَهَبَ (সে গেলো)। এখানে ذَهَبَ মধ্যস্থিত هو দমীরটি اِسْمْ مضمر তথা অপ্রকাশ্য দমীর।

فَاعِلْ-এর ব্যবহারবিধি : فَاعِلْ-এর ব্যবহারবিধি নিম্নরূপ -

১। فَاعِلْ সর্বদা পেশবিশিষ্ট হবে।

২। প্রত্যেক فَاعِلْ-এর জন্য একটি فِعْلْ এবং অবস্থাভেদে مفعول থাকা আবশ্যক।

৩। فَاعِلْ বাক্যে প্রকাশ্য ইসম হতে পারে। আবার ضميرও হতে পারে। যদি فَاعِلْ-টি প্রকাশ্য ইসম হয় তবে তার فِعْلْ সর্বদা একবচন হবে। চাই فَاعِلْ একবচন, দ্বিবচন কিংবা বহুবচন হোক। যেমন- نَصَرَ الْمُسْلِمُ ; نَصَرَ الْمُسْلِمَانِ ; نَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ

৪। فَاعِلْ-টি যদি দমীর বা সর্বনাম হয়, তবে فعل-টি فَاعِلْ-এর বচন অনুযায়ী হবে। فَاعِلْ একবচন হলে فِعْلْ -ও একবচন হবে, দ্বিবচন হলে দ্বিবচন এবং বহুবচন হলে বহুবচন হবে। যেমন- اَلْمُسْلِمُ نَصَرَ ; اَلْمُسْلِمَانِ نَصَرَا ; اَلْمُسْلِمُوْنَ نَصَرُوْا

৫। فَاعِلْ-টি যদি مُؤَنَّثْ حَقِيْقِيْ হয়, তবে فِعْلْ-টি সর্বাবস্থায় مُؤَنَّثْ হবে। যেমন- فَاطِمَةُ قَرَأَتْ ; قَرَأَتْ فَاطِمَةُ

نَائِبْ فَاعِلْ-এর পরিচয় : এটা এমন একটি اِسْمْ-কে বলে, যার দিকে কোনো একটি فعل مجهول কে সম্পর্কিত করা হয়। অথবা, فَاعِلْ -কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে যে مفعول কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাকে نائب فَاعِلْ বলে।

যেমন- ضرب زيـد (যায়েদ প্রহৃত হলো)। এ বাক্যে ضُرِبَ ফে'লের فَاعِـلْ উল্লেখ নেই। زيد মাফউলকে فَاعِلْ-এর স্থানে উল্লেখ করে نائـب فَاعِـلْ হিসেবে فَاعِـلْ-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যেক فِعْـلْ -এর জন্যে একটি رفـع বিশিষ্ট فَاعِـلْ আবশ্যক। আর যেহেতু এখানে فَاعِـلْ নেই তাই বাক্যের চাহিদানুযায়ী مفعـول-কে فَاعِـلْ-এর জায়গায় এনে তার মধ্যে পেশ দেয়া হয়েছে। মূলত সে হচ্ছে মাফউল।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। فَاعِلْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। فَاعِلْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। نَائِبُ الفَاعِلْ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১। فَاعِلْ সাধারণত فعل-এর পরে বসে। (   )

২। فَاعِلْ -এর দ্বারা فعل সম্পাদিত হয়। (   )

৩। حدثت عائشة বাক্যে حدثت হলো فَاعِلْ (   )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যে اِسْمٌ দ্বারা فعل সম্পাদন হয়, তাকে ....বলে।

২। যার স্থানে مفعول به-কে উল্লেখ করা হয় তাকে............ বলে।

৩। فَاعِلْ সাধারণত .... আসে।

৪। فعل সাধারণত................ আসে।

৫। نَصَرَ خَالِدٌ বাক্যে .... خَالِدٌ হলো ....।

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : দশম পাঠ

اَلْمَفْعُوْلُ

মাফউল

উদাহরণ

جَلَسْتُ جِلْسَةَ الأَمِيْرِ	আমি বাদশাহের মতো বসলাম
كَتَبَ مَحْمُوْدٌ رِسَالَةً	মাহমুদ একটি চিঠি লিখলো।
اِشْتَرَى خَالِدٌ قَلَمًا	খালেদ একটি কলম ক্রয় করলো।
شَرِبَتِ الْهِرَّةُ اللَّبَنَ	বিড়ালটি দুধ পান করলো।
خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ صَبَاحًا	আমি প্রত্যুয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি বাক্যে একটি করে শব্দের নিচে দাগ দেয়া আছে। এই দাগ দেয়া শব্দগুলোর ওপর কর্তার কাজ সংঘটিত বা পতিত হয়েছে।

নিয়মাবলি

مَفْعُوْلٌ-এর পরিচয় : فَاعِلٌ তথা কর্তার কাজ যার উপর পতিত বা সংঘটিত হয়, তাকে مَفْعُوْلٌ বলা হয়। যেমন- يَكْتُبُ خَالِدٌ رِسَالَةً (খালেদ একটি চিঠি লিখ)।

مَفْعُوْلٌ-এর ব্যবহারবিধি :

১। مَفْعُوْلٌ সর্বদা নসব বা যবরবিশিষ্ট হবে।

২। বাক্যে সাধারণত প্রথমে فِعْلٌ তারপর فَاعِلٌ এবং তারপর مَفْعُوْلٌ বসে।

مَفْعُوْلٌ-এর প্রকার : مَفْعُوْلٌ তথা কর্ম মোট পাঁচ প্রকার। যথা-

১. مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ (ক্রিয়ামূলক কর্মপদ);

২. مَفْعُوْلٌ بِهٖ (প্রকৃত কর্মপদ);

৩. مَفْعُوْلٌ فِيْهِ (স্থান/কালবাচক কর্মপদ);
৪. مَفْعُوْلٌ لَهٗ (কারণবাচক কর্মপদ);
৫. مَفْعُوْلٌ مَعَهٗ (সঙ্গবাচক কর্মপদ)

১. مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ-এর পরিচয় : مَفْعُوْلٌ مطلق এমন মাসদার, যা তার পূর্বে উল্লিখিত فِعْلٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর উক্ত مَفْعُوْلٌ টি তার فِعْلٌ-এর تَاكِيْدٌ অথবা প্রকার বর্ণনা করে কিংবা তার সংখ্যা বোঝায়। যেমন-

ضَرَبْتُ ضَرْبًا (আমি প্রহার করার মতো প্রহার করলাম);
جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِئِ (আমি কারী সাহেবের বসার মতো বসলাম);
جَلَسْتُ جَلْسَاتٍ (আমি বহুবার বসলাম)।

এখানে প্রথম বাক্যে فِعْلٌ-এর তাকীদ, দ্বিতীয় বাক্যে প্রকার ও তৃতীয় বাক্যে সংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

২. مَفْعُوْلٌ به-এর পরিচয় : فَاعِلٌ (কর্তা)-এর فِعْلٌ বা ক্রিয়া যার ওপর পতিত হয়, তাকে مَفْعُوْلٌ به বলে। যেমন- خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ (আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করলেন)। এ বাক্যে اَلْإِنْسَانُ শব্দটি مَفْعُوْلٌ بِهٖ হয়েছে।

৩. مَفْعُوْلٌ فِيْهِ-এর পরিচয় : যে ইসেম দ্বারা পূর্বে উল্লিখিত فِعْلٌ টি সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বোঝায়, তাকে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বলে। এর অপর নাম ظَرْفٌ; এটা আবার দু প্রকার। যথা- ক. ظَرْفُ الزَّمَانْ (কালবাচক বিশেষ্য) খ. ظَرْفُ الْمُكَانْ (স্থানবাচক বিশেষ্য)।

ক. ظَرْفُ الزَّمَانْ : فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার কাল বা সময়কে ظَرْفُ الزَّمَانْ বলে। যেমন- صُمْتُ الْيَوْمَ (আমি আজ রোযা রাখলাম)। এ বাক্যে اَلْيَوْمُ শব্দটি ظَرْفُ الزَّمَانْ হয়েছে।

খ. ظَرْفُ الْمُكَانْ : فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার স্থানকে ظَرْفُ الْمُكَانْ বলে। যেমন- جَلَسْتُ خَلْفَكَ (আমি তোমার পেছনে বসলাম)। এ বাক্যে خَلْفَكَ শব্দটি ظَرْفُ الْمُكَانْ হয়েছে।

৪. مَفْعُوْلٌ لَهُ -এর পরিচয় : যে ইসেম তার পূর্বে উল্লিখিত فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে, তাকে مَفْعُوْلٌ له বলে। যেমন- قُمْتُ إِكْرَامًا لِزَيْدٍ (আমি যায়েদের সম্মানার্থে দাঁড়ালাম)। এ বাক্যে إِكْرَامًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ له হয়েছে।

৫. مَفْعُوْلٌ مَعَهُ-এর পরিচয় : যে مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারক مَعَ (সহ)-এর অর্থবোধক وَاوْ এর পর আসে, তাকে مَفْعُوْلٌ مَعَهُ বলে। যেমন- جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتَ (শীত জুব্বা নিয়ে আসলো)।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

ক. প্রশ্নাবলির উত্তর দাও :

১। مَفْعُوْلٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪। مَفْعُوْلٌ لَهُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ-এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

খ. ভুল হলে 'ভু' এবং শুদ্ধ হলে 'শু' লেখ :

১। مَفْعُوْلٌ -এর ওপর কর্তার কাজ পতিত হয়। ( )

২। বাক্যে مَفْعُوْلٌ সাধারণত فَاعِلٌ -এর পূর্বে বসে। ( )

৩। شَرِبَتِ الْهِرَّةُ اللَّبَنَ বাক্যে اَللَّبَنُ হলো مَفْعُوْلٌ । ( )

৪। أَكَلْتُ الرُّزَّ বাক্যে اَلرُّزُّ হলো مَفْعُوْلٌ । ( )

৫। فَاعِلٌ তথা কর্তার কাজকে مَفْعُوْلٌ বলে। ( )

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। فَاعِلٌ -এর فِعْلٌ যার উপর পতিত হয়, তাকে .... বলে।

২। সাধারণত প্রথমে فِعْلْ............. বসে।

৩। اِشْتَرَى خَالِدٌ قَلَمًا বাক্যে قَلَمًا .... ।

৪। أَكَلْتُ الرُّزَّ বাক্যে اَلرُّزُّ.......................... ।

৫। شَرِبَتِ الْهِرَّةُ اللَّبَنَ বাক্যে اَلْهِرَّةُ .... ।

اَلْبَابُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অধ্যায়

قِسْمُ التَّرْجَمَةِ وَالرَّسَائِلِ وَالإِنْشَاءِ
অনুবাদ, চিঠিপত্র ও রচনা অংশ

قِسْمُ التَّرْجَمَةِ
অনুবাদ অংশ

اَلدَّرْسُ الأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

اَلْمُرَكَّبُ الإِضَافِي : সম্বন্ধবাচক যৌগিক শব্দ

আরবি	বাংলা
رَسُوْلُ اللهِ	আল্লাহর রসূল
وَرَقُ الشَّجَرَةِ	গাছের পাতা
ضِحْكُ الْمَرْأَةِ	মহিলার হাসি
حَارِسُ الدَّارِ	বাড়ির দারোয়ান
حُلْوُ الْعِنَبِ	আঙ্গুরের মিষ্টি
بُكَاءُ طِفْلٍ	শিশুর কান্না
كِتَابُ طَالِبٍ	জনৈক ছাত্রের গ্রন্থ
مُعَلِّمُوْ الْجَامِعَةِ	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ
مُسْلِمُوْ بَنْغَلَادِيْش	বাংলাদেশের মুসলমানগণ
طَالِبَا الْمَدْرَسَةِ	মাদ্রাসার দুজন ছাত্র

আরবি	বাংলা
صَفُّ الطُّلاَّبِ	ছাত্রদের সারি
مَدِيْنَةُ الْمَسَاجِدِ	মসজিদের নগরী
عَدُوُّ الاِسْلاَمِ	ইসলামের শত্রু
أَهْلُ الْقَرْيَةِ	গ্রামের অধিবাসী
سَمَكُ النَّهْرِ	নদীর মাছ
أَثَاثُ الْبَيْتِ	ঘরের আসবাবপত্র / ফার্নিচার
طَرِيْقُ الْجَنَّةِ	জান্নাতের পথ
غُرْفَةُ النَّوْمِ	শয়ন কক্ষ
مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ	মাদরাসার অধ্যক্ষ
دَارُكَ	তোমার ঘর
دَارُهُ	তার ঘর
خَاتَمُهَا	তার (স্ত্রী) আংটি
حَيَاتِي	আমার জীবন
مَمَاتِيْ	আমার মৃত্যু

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

গাছের পাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। ছাত্রদের সারি। ঘরের ফার্নিচার। সমুদ্রের ঢেউ। হাসপাতালের ডাক্তার। হরিণের দুটি চোখ। ফুটবল খেলোয়াড়গণ। আমাদের মসজিদ। মাদ্রাসার টেবিল। আকাশের পানি। পুকুরের মাছ। মুখের দাড়ি।

اَلدَّرْسُ الثَّانِي : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْمُرَكَّبُ التَّوْصِيفِي

مَوْصُوْفٌ ও صِفَةٌ সংযুক্ত যৌগিক শব্দ

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
بَيْتٌ كَبِيْرٌ	বড় ঘর।	أُسْتَاذٌ بَارِعٌ	দক্ষ শিক্ষক।
وَلَدٌ صَالِحٌ .	ভালো ছেলে।	شَاعِرٌ مَعْرُوْفٌ .	বিখ্যাত কবি।
عِلْمٌ نَافِعٌ .	উপকারী বিদ্যা।	كَاتِبٌ صَادِقٌ .	সত্যবাদী লেখক।
طَالِبٌ ذَكِيٌّ .	মেধাবী ছাত্র।	رَجُلٌ صَالِحٌ .	নেককার লোক।
بَابٌ وَاسِعٌ .	প্রশস্ত দরজা।	عَالِمٌ مَاهِرٌ .	অভিজ্ঞ আলেম।
اَلنَّبِيُّ الأَمِيْنُ .	বিশ্বস্ত নবী।	اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ.	মর্যাদাবান কুরআন
اَلْوَلَدُ الْحَسِيْنُ .	সুন্দর ছেলেটি।	اَلْحَاكِمُ الْعَادِلُ .	ন্যায়বিচারক শাসক
اَلْمَلِكُ الْعَادِلُ .	ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ	اَلتَّاجِرُ الصَّادِقُ .	সত্যবাদী ব্যবসায়ী
اَلشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ .	অভিশপ্ত শয়তান।	اَلْعَاصِيُ الْكَبِيْرُ .	বড় অপরাধী
اَلإِمْرَأَةُ الصَّالِحَةُ .	সৎ মহিলাটি।	اَلْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ	আরব দেশ।
اَلْفِتْيَةُ الذَّكِيَّةُ .	মেধাবী তরুণীটি।	اَلْخِدْمَةُ الْكَامِلَةُ	পরিপূর্ণ সেবা।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

সুন্দর ছেলেটি। ন্যায় বিচারক শাসক। প্রতিশ্রুতি পালনকারিনী বান্ধবী। বড় খাতা। উপকারী কথা। ভালো ছাত্রটি। দুটি সুন্দর ব্যাগ। সম্মানিত কবিগণ। ইসলামি শিক্ষা। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান।

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

اَلْـجُمَلُ الاِسْمِيَّةُ مَعَ الإِضَافَةِ

إِضَافَةْ-যোগে বিশেষ্যবাচক বাক্যসমূহ

বাংলা	আরবি
اَلْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ .	কাবা মুসলমানদের কিবলা।
اَلْقُرْاٰنُ كِتَابُ اللّٰهِ .	কুরআন আল্লাহর কিতাব।
اَلْحَدِيْثُ كَلَامُ الرَّسُوْلِ .	হাদীস রাসূলের বাণী।
اَلْكِذْبُ أُمُّ الذُّنُوْبِ .	মিথ্যা পাপের মূল।
اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ .	ধৈর্য বেহেশতের চাবি।
دَاكَا عَاصِمَةُ بَنْغَلَادِيْش .	ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।
اَلْكَسْلُ سَبَبُ الْفَقْرِ .	অলসতা দরিদ্রতার কারণ।
اَلنَّشَاطَةُ سَبَبُ السَّعَادَةِ .	উদ্যমতা সফলতার কারণ।
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ كِرَامٌ .	জান্নাতবাসীগণ সম্মানিত।
نُجُوْمُ السَّمَاءُ لَامِعَةٌ .	আকাশের তারকাগুলো উজ্জ্বল।
أَوْرَاقُ الشَّجَرَةِ خَضْرَاءُ .	গাছের পাতাগুলো সবুজ।
شُرْبُ الْخَمْرِ مَمْنُوْعٌ .	মদ্যপান নিষিদ্ধ।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

শুক্রবার ছুটির দিন। বাইতুল্লাহ সেজদার স্থান। করিমের পিতা নৌকার মাঝি। প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল। আজকের শিশু ভবিষ্যতের আশা। জাতির নেতা তাদের সেবক। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানের সভাপতি। সম্পদের ভালোবাসা মানুষের অভ্যাস।

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلْجُمَلُ الاِسْمِيَّةُ مَعَ الصِّفَةِ

সিফাতসূচক শব্দযোগে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

বাংলা	আরবি
خَالِدٌ طَالِبٌ ذَكِيٌّ .	খালেদ একজন মেধাবী ছাত্র।
اَلْعَرَبِيُّ لُغَةٌ غَنِيَّةٌ .	আরবি একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা।
عَائِشَةُ بِنْتٌ حَاذِقَةٌ .	আয়েশা একজন দক্ষ মেয়ে।
عُمَرُ حَاكِمٌ عَادِلٌ .	ওমর একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক।
اَلْبَنْغَلاَ لُغَةٌ قَدِيْمَةٌ .	বাংলা একটি পুরাতন ভাষা।
اَلذِّئْبُ حَيَوَانٌ مُفْتَرِسٌ .	বাঘ একটি হিংস্র প্রাণী।
اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ دَسْتُوْرٌ .	কুরআনুল কারীম হলো সংবিধান।
اَلتَّاجِرُ الاَمِيْنُ مَمْدُوْحٌ .	বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী প্রশংসিত।
اَلْكِتَابُ الْجَيِّدُ نَافِعٌ .	ভালো বই উপকারী।
اَلطَّالِبُ الْبَنْغَلاَدِيْشِيُّ ذَكِيٌّ .	বাংলাদেশী ছাত্র মেধাবী।
اَلتَّعْلِيْمُ الاِسْلاَمِيُّ وَاجِبٌ .	ইসলামি শিক্ষা অত্যাবশ্যক।
اَلسَّمَكُ الطَّازِجُ لَذِيْذٌ .	তাজা মাছ সুস্বাদু।
اَلْفَاكِهَةُ النَّاضِجَةُ لَذِيْذَةٌ .	পাকা ফল সুস্বাদু।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

এরিষ্টটল একজন মহান দার্শনিক। প্রবাহিত পানি পবিত্র। বাসী খাবার ক্ষতিকারক। শৃগাল একটি বন্য পশু। নাহু একটি সহজ বিষয়। আয়েশা একজন চালাক মেয়ে।

اَلدَّرْسُ الْـخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ : ক্রিয়াবাচক বাক্যসমূহ

বাংলা	আরবি
ذَهَبَ رَاشِدٌ إِلٰى دَاكَا .	রাশেদ ঢাকা গেলো।
جَلَسَتْ فَاطِمَةُ فَوْقَ الْكُرْسِيِّ .	ফাতেমা চেয়ারের ওপর বসলো।
خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ صَبَاحًا .	আমি ভোরে ঘর হতে বের হলাম।
اَكَلْتُ خُبْزًا .	তুমি একটি রুটি খেলে।
كَتَبَ سَعِيْدٌ رِسَالَةً .	সায়ীদ একটি চিঠি লেখলো।
خَلَقَ اللّٰهُ الإِنْسَانَ .	আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করলেন।
مَا قَرَأْتَ الْكِتَابَ .	তুমি বইটি পড়লে না।
مَا حَفِظْتُمُ الدَّرْسَ .	তোমরা পাঠটি মুখস্থ করলে না।
لَعِبَ الطُّلاَّبُ كُرَةَ الْقَدَمِ .	ছাত্ররা ফুটবল খেললো।
قَرَأَتْ أُمُّ خَالِدٍ كِتَابًا .	খালেদের আম্মা একটি বই পড়লেন।
اِشْتَرَيْتُ سَاعَةً .	আমি একটি ঘড়ি ক্রয় করলাম।
خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا .	মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

সে রহিমকে মেরেছে। তারা রেডিও শুনেছে। আমি আল্লাহর প্রশংসা করেছি। তোমরা হাদীস মুখস্থ করেছ। আমরা মাছ শিকার করেছি। তুমি দুধ পান করেছ। তারা দুজন বই পড়েছে।

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

اَلْـجُمَلُ الْفِعْلِيَّةُ مَعَ الْمَفَاعِيْلِ

اَلْمَفَاعِيْلُ যোগে ক্রিয়াবাচক বাক্যসমূহ

বাংলা	আরবি
أَمَرَ الْأَبُ اِبْنَهُ .	পিতা তার পুত্রকে আদেশ করেছে।
يَعْبُدُ اللهَ النَّاسُ .	মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে।
خَلَقَ اللهُ الْكَوْنَ .	আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।
يَنْصُرُ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ .	আল্লাহ মুমিনগণকে সাহায্য করেন।
أَعْطَى خَالِدٌ الْفَقِيْرَ .	খালিদ ফকিরটিকে দান করেছে।
نَحْمَدُ اللهَ .	আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি।
اَلطُّلَّابُ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ .	ছাত্ররা জ্ঞান অন্বেষণ করে।
خَدِمَ الاِبْنُ اَبَاهُ .	ছেলেটি তার পিতার সেবা করেছে।
أَخَذَ النَّاسُ اللِّصَّ .	লোকেরা চোরটিকে ধরেছে।
أُرِيْدُ نَظَّارَةً .	আমি একটি চশমা চাই।
ذَبَحَ نَاصِرٌ شَاةً .	নাসির একটি বকরী জবাই করেছে।
يَبْنِى رَحِيْمٌ بَيْتًا .	রহিম একটি ঘর বানাবে।
يَأْكُلُ فَارُوْقٌ الرُّزَّ .	ফারুক ভাত খাচ্ছে।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

আমি বইটি পড়ছি। খালেদা পানি পান করছে। আমি ভয়ে যাইনি। আহমাদ মসজিদের সামনে দাড়িয়েছে। ইবরাহীম গ্লাসটি ভেঙ্গে ফেলেছে। নাঈম কুরআন হিফজ করেছে।

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : সপ্তম পাঠ

اَلْجُمَلُ الْمُخْتَلِفَةُ

বিভিন্ন বাক্যসমূহ

বাংলা	আরবি
أُنْصُرْ أَخَاكَ .	তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর।
إِحْفَظِ الدَّرْسَ .	তুমি পাঠটি মুখস্থ কর।
أُعْبُدِيْ اللهَ . حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ .	তুমি (স্ত্রী) আল্লাহর ইবাদত কর। তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও।
إِسْمَعُوْا قَوْلِي .	তোমরা আমার কথা শোন।
لِيَذْهَبْ خَالِدٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ .	খালেদ যেন মাদরাসায় যায়।
أَكْرِمُوْا أَسَاتِذَتَكُمْ .	তোমরা তোমাদের শিক্ষকগণকে সম্মান কর।
إِجْلِسُوْا هُنَا .	তোমরা এখানে বস।
رَاضُوْا صَبَاحًا .	তোমরা সকালে ব্যায়াম কর।
لَا تُشْرِكْ بِاللهِ أَحَدًا .	আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না।
لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ أَبَدًا .	তুমি কখনো মদপান কর না।
لَا تُضَيِّعِي الْوَقْتَ .	তুমি (স্ত্রী) সময় নষ্ট কর না।
لَا يَخْرُجِ الطُّلَّابُ مِنَ الصَّفِّ .	ছাত্ররা যেন ক্লাস থেকে বের হয় না।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

তুমি মাদ্রাসায় যাও। তোমরা খাটের ওপর বস। তার মসজিদে যাওয়া উচিৎ। জুমার দিন বরকতময়। আল্লাহ সত্যবাদীকে ভালোবাসেন। এটি আমার টুপি।

قِسْمُ الرِّسَالَةِ وَالْعَرِيْضَةِ

চিঠিপত্র ও দরখাস্ত অংশ

١- أُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى أَبِيْكَ تَطْلُبُ مِنْهُ خَمْسَةَ مِائَةِ تَاكَا .

১. তোমার পিতার নিকট পাঁচশত টাকা চেয়ে একখানা পত্র লেখ।

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٤م
عَبْدُ اللهِ
مَدْرَسَةُ دَارُ النَّجَاةِ بِدِمْرَا

أَبِيْ الْمُكَرَّمْ
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

بَعْدَ السَّلاَمِ الْمَسْنُوْنِ أَرْجُوْ اَنَّكُمْ جَمِيْعًا بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ ، اَنَا أَيْضًا بِالسَّلاَمَةِ ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ بِأَنِّيْ فُزْتُ بِالتَّقْدِيْرِ الأَوَّلِ بِدُعَائِكُمْ. فَاَرْسِلُوْا إِلٰى خَمْسَ مِائَةِ تَاكَا لِشَرَاءِ الْكُتُبِ الْجَدِيْدَةِ .

بَلِّغُوْا سَلاَمِىْ إِلٰى أُمِّىْ الْمُحْتَرَمَةِ وَالْكِبَارِ وَالشَّفَقَةِ إِلَى الصِّغَارِ.

إِبْنُكُمُ الْعَزِيْزُ
عَبْدُ اللهِ

طَابِعْ

إِلٰى :
عَبْدُ الرَّحْمٰنْ
شَارِعِ نُوْرْ حُسَيْن ، بَرِيْسَالْ.

من :
عَبْدُ اللهِ
مَسْكَنُ الطُّلاَّبِ ، دَارُ النَّجَاةِ بِدِمْرَا.

٢- أُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى صَدِيْقِكَ بِمُنَاسَبَةِ زِوَاجِ أُخْتِكَ .

২. তোমার বোনের বিবাহ উপলক্ষে বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে একখানা পত্র লেখ।

اَلتَّارِيْخْ : ....
تَحْمِيْدْ اِسْلاَمْ
نُوَاخَالِيْ

صَدِيْقِى الْـحَمِيْمْ !
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

بَعْدَ السَّلاَمِ أَرْجُوْ أَنَّكَ مَعَ السَّلاَمَةِ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالٰى وَأَنَا أَيْضًا كَذٰلِكَ. اِنَّ زِوَاجَ أُخْتِي سَوْفَ يَنْعَقِدُ فِي السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ الشَّهْرِ الْـجَارِى إِنْ شَاءَ اللهُ، اَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمُشَارِكَةِ فِي هَذِهِ الْـحَفْلَةِ الْمُبَارَكَةِ .

أَعْتَقِدُ أَنَّكَ تَـحْضُرُ الْـحَفْلَةَ يَقِيْنًا .

مَعَ السَّلاَمِ صَدِيْقُكَ
تَـحْمِيْدْ اِسْلاَمْ

طَابِعْ

إِلٰى :	من :
زُهَيْرٌ	تَحْمِيْدْ اِسْلاَمْ
اَلصَّفُّ الْخَامِس لِلِابْتِدَائِيْ	بِيْغُوْمْ غَنْزْ
مَدْرَسَةُ تُوْمْسُوْرْ، نُوَاخَالِي.	نُوَاخَالِي

٣- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى اُمِّكَ تُـخْبِرُهَا عَنْ اِسْتِعْدَادِكَ لِلِاِمْتِحَانِ النِّهَائِى .

৩. সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে তোমার আম্মাকে একটি পত্র লেখ।

اَلتَّارِيْخُ : ....
قَمَرُ الدِّيْن
سِلْهَتْ

وَالِدتِىْ الْمُكَرَّمْ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ أَرْجُوْ اَنَّكُنَّ بِخَيْرٍ وَأَنَا اَيْضًا مَعَ الْعَافِيَةِ يَا أُمَّاهْ! سَيَنْعَقِدُ اِمْتِحَانُنَا النِّهَائِيُّ مِنَ الْعَاشِرَةِ نُوْفِمْبَرْ وَقَدْ تَمَّ اِسْتِعْدَادِىْ لِلِاِمْتِحَانِ. فَاَدْعُوْ اللهَ لِصِحَّتِكِ وَلِفَوْزِكِ وَبَلِّغِى سَلاَمِىْ اِلٰى جَمِيْعِ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ .

اِبْنُكِ الْعَزِيْزِ
قَمَرُ الدِّيْن

طَابِعْ

إِلَى :
آمِنَةْ بِنْتِ شَفِيْقِ
بِيْرَامَارَا
كُوْشْتِيَا.

من :
قَمَرُ الدِّيْن
اَلْمَدْرَسَةُ العالية بسلهت.
اَلصَّفُّ الْـخَامِس لِلإِبْتِدَائِيْ

٤- أُكْتُبْ عَرِيْضَةً إِلٰى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنهُ الْإِجَازَة لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

8. মাদরাসা অধ্যক্ষের নিকট তিন দিনের ছুটি চেয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।

اَلتَّارِيْخُ : ١٢/ ٢/ ٢٠١٨م

اِلٰى
مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ
مَدْرَسَةُ دَارُ السُّنَّةْ سَرْسِيْنَهْ
فِيْرُزْفُوْر.

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الْإِجَازَةِ لِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ .

سَيِّدِىْ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

بَعْدَ التَّسْلِيْمِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّي مُتَعَلِّمٌ فِي الصَّفِّ الْـخَامِسِ فِي مَدْرَسَتِكُمْ. أَنَا فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ اِلَى الإِجَازَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْحُضُوْرِ فِي حَفْلَةِ زِوَاجِ أُخْتِي مِنْ ٢٠١٨/٢/١٣م اِلٰى ٢٠١٨/٢/١٥م .

فَالرِّجَاءُ مِنْكُمْ اَنْ تَتَكَرَّمُوْا عَلَيَّ بِالْإِجَازَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ وَلَكُمُ الشُّكْرُ الْكَثِيْرُ عَلٰى حُسْنِ تَعَاوُنِكُمْ .

اَلْعَارِضُ
طَالِبُكُمُ الْمُطِيْعُ
مُحَمَّدْ عَزِيْزُ الرَّحْمٰن
اَلصَّفِّ الْـخَامِسِ : الرقم ١

٥. اُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلٰى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الدِّرَاسَةِ مَجَّانًا .

৫. বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্যে মাদরাসার অধ্যক্ষের নিকট একখানা দরখাস্ত লেখ।

التاريخ : ١٥/ ٢/ ٢٠١م

اِلٰى

مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ

مَدْرَسَةُ الْكَامِلْ اَلْأَمِيْنْ بِبَاغِيَةْ.

بَرِيْسَالْ.

اَلْمَوْضُوْعْ : طَلَبُ الدِّرَاسَةِ مَجَّانًا .

سَيِّدِىْ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

بَعْدَ أَدَاءِ السَّلاَمِ اَلْتَمِسُ إِلَيْكُمْ بِأَنِّىْ طَالِبَةٌ مِنَ الصَّفِّ الْـخَامِسِ فِي هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ وَأَبِيْ فَلَّاحٌ لاَ يُمْكِنُ لَهُ اَنْ يَتَحَمَّلَ تَكَالِيْفَ الدِّرَاسَةِ .

فَأَرْجُوْ اِلٰى خِدْمَتِكُمْ أَنْ تَتَكَرَّمُوْا عَلَيَّ بِعَفْوِ الرُّسُوْمِ كَىْ أَسْتَطِيْعَ أَنْ أَدْرُسَ فِي مَدْرَسَتِكُمْ وَلَكُمْ الشُّكْرُ الْـجَمِيْلُ عَلٰى حَسْنِ تَعَاوُنِكُمْ .

اَلْعَارِضَةْ

طَالِبَتُكُمُ الْمُطِيْعَةُ

تَشْرِيْفَةْ تَحْسِيْنْ (نَافِعَةْ)

الصف : اَلْـخَامِسُ ، الرقم ١

قِسْمُ الإِنْشَاءِ

রচনা অংশ

١. اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ

اَلْقُرْآنُ هُوَ كِتَابُ اللّٰهِ . أَنْزَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِدَايَةِ النَّاسِ. وَهُوَ أَهَمُّ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي يُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ. وَهُوَ دَسْتُوْرٌ كَامِلٌ لِلْحَيَاةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَفِيْهِ بَيَانٌ لِكُلِّ أَمْرٍ. وَهُوَ يَهْدِىْ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ. فَالْقُرْآنُ يَزِيْدُ دَرَجَةَ حَامِلِهْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْبَحْثِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشْرَفُ أُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ وَنَعْمَلَ بِهِ.

১. কুরআনুল কারীম

কুরআন হলো আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ তায়ালা উহা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল করেছেন। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব, যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবসমূহ সত্যায়ন করে। এটি মানবজীবনের পরিপূর্ণ সংবিধান। আর এর মধ্যেই সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এটি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখায়। সুতরাং কুরআন তাকে বহনকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়; তা পড়ায় হোক বা গবেষণায়। নবী করিম (স) বলেছেন, কুরআনের বাহক আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তিনি, যিনি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। অতএব আমাদের উচিত কুরআনকে আকড়ে ধরা এবং তদানুযায়ী আমল করা।

٢. اَلصَّلاَةُ

اَلصَّلاَةُ هِىَ عِبَادَةٌ مَشْرُوْعَةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ. اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّيْنِ ، هِيَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ . فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَهِيَ الْفَجْرُ وَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ . كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَأَتُوْا الزَّكَاةَ. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ. وَمَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ. فَالصَّلاَةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ. الَّتِي تَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. فَعَلَيْنَا أَنْ نُقِيْمَ الصَّلاَةَ فِي حَيَاتِنَا.

২. সালাত

নামায হলো সকল মুসলমানের জন্যে প্রবর্তিত একটি ইবাদত। নামায হলো দ্বীনের স্তম্ভ। শাহাদাতাইন-এর পর এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন। মিরাজের রাতে নামাযকে পাঁচবার ফরজ করা হয়েছে। তা হলো- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর আর যাকাত দাও। তাই যে ব্যক্তি নামাযকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল। আর যে নামায প্রতিষ্ঠা করল সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করল। নামায হলো জান্নাতের চাবিকাঠি, যা অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। অতএব আমাদের উচিত জীবনে নামায প্রতিষ্ঠা করা।

٣. اَلْعِلْمُ

اَلْعِلْمُ هُوَ الإِدْرَاكُ وَالْمَعْرِفَةُ ، وَهُوَ مَلَكَةٌ يُعْرَفُ بِهِ حَقَائِقَ الأَشْيَاءَ. وَهُوَ قِسْمَانِ ، عِلْمُ الدِّيْنِ وَعِلْمُ الدُّنْيَا. عِلْمُ الدِّيْنِ يَشْتَمِلُ عَلٰى عِلْمِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ ، وَعِلْمُ الدُّنْيَا الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِحُصُوْلِ الدُّنْيَا. كَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ إِلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ إِقْرَأْ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (إِقْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ).

فَطَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةْ. وَهُوَ يُهَذِّبُ أَخْلاَقَ النَّاسِ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ. فَعَلَيْنَا نَطْلُبُ الْعِلْمَ بِكُلِّ جَدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَأَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِي حَيَاتِنَا الْكُلِّيَّةِ.

৩. জ্ঞান

ইলম হলো অনুধাবন করা ও জানা। এটা এমন একটি শক্তি যার মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। ইলম দু'প্রকার; দ্বীনের ইলম ও দুনিয়ার ইলম। কুরআন ও হাদীস সম্পর্কীত ইলমকে দ্বীনের ইলম। আর দুনিয়া অর্জনের সাথে সম্পর্কিত ইলমে দুনিয়ার ইলম বলে। আল্লাহ থেকে নবী করিম (স)-এর নিকট প্রথম বাণী ছিল ইক্বরা বা পড়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর আবশ্যক। আর এটা মানুষের চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে। অতএব আমাদের উচিৎ ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে জীবনের সব ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা।

٤. اَلنَّظَافَةُ

اَلنَّظَافَةُ هِيَ طَهَارَةُ الإِنْسَانِ جِسْمَهُ وَلِبَاسَهُ مِنَ النَّجَسِ. وَلَهَا أَهَمِّيَّةٌ كَبِيْرَةٌ فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ. وَالإِسْلاَمُ أَيْضًا اِهْتَمَّ اِهْتِمَامًا كَثِيْرًا. حَيْثُ لاَ تُقْبَلُ الْعِبَادَةُ بِغَيْرِ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلنَّظَافَةُ مِنَ الإِيْمَانِ. فَالإِسْلاَمُ جَعَلَ الطَّهَارَةَ فَرْضًا لِلصَّلاَةِ وَالطَّوَافِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَهِيَ تَحْفَظُ الإِنْسَانَ مِنَ

الأَمْرَاضِ ، وَتَـجْعَلُهُمْ مَحْبُوْبًا عِنْدَ اللهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَيُـحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. فَعَلَيْنَا أَنْ نُنَظِّفَ أَجْسَامَنَا وَنُطَهِّرَ قُلُوْبَنَا مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ .

৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হলো, মানুষের শরীর ও পোষাকাদি নাপাকী থেকে পবিত্র রাখা। মানবজীবনে এর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামও এর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি পবিত্রতা ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। নবী করিম (স) বলেন, পবিত্রতা ইমানের অংশ। তাই ইসলাম সালাত, তাওয়াফ ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য পবিত্রতাকে আবশ্যক করেছেন। এটা মানুষকে রোগ থেকে হেফাজত করে এবং আল্লাহর নিকট নৈকট্য করে তোলে। আল্লাহ বলেন, তিনি পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। অতএব আমাদের উচিৎ আমাদের শরীর পরিষ্কার রাখা এবং কুফরী ও শিরক হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

٥. حُبُّ الْوَطَنِ

حُبُّ الْوَطَنِ هُوَ مَيْلاَنُ الْقَلْبِ لِلْمَكَانِ الَّذِيْ يُوْلَدُ الإِنْسَانُ فِيْهِ. وَهُوَ أَمْرٌ طَبِيْعِيٌّ خَارِجٌ عَنِ الْكَسْبِ، يَنْشَأُ فِي قَلْبِ الإِنْسَانِ مُنْذُ الْوِلاَدَةِ ، وَيَتَمَكَّنُ فِيْهِ إِلَى الْمَوْتِ. كُلُّ إِنْسَانٍ يُـحِبُّ وَطَنَهُ أَكْثَرَ مِنْ وَطَنِ غَيْرِهِ. اَلْوَطَنُ هُوَ نِعْمَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ شَكَرَ نِعْمَةَ اللهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ كَفَرَ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. فَلِذَا يُقَالُ حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ . إِنَّ الْوَطَنَ كَالأُمِّ يُرَبِّيْ مُوَاطِنَهُ وَيُعْطِيْ جَـمِيْعَ وَسَائِلَ الْعَيْشِ وَالرَّاحَةِ. فَعَلَيْنَا أَنْ نُحِبَّ الْوَطَنَ وَنَـحْفَظَ مِنَ الْمَكْرُوْهَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْـخَارِجِيَّةِ.

৫. স্বদেশ প্রেম

স্বদেশ প্রেম হলো ঐ স্থানের জন্যে অন্তরের ঝোঁক যে স্থানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে থাকে। স্বদেশ প্রেম হলো স্বভাবজাত বিষয়। এটা উপার্জন করা যায় না। জন্ম থেকে সৃষ্টি হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। প্রত্যেক মানুষই অন্যান্য দেশ থেকে তার নিজ দেশকে ভালোবাসে। মাতৃভূমি আল্লাহ তায়ালার এক মহান নিয়ামত। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল সে মুমিন। আর যে অস্বীকার করলো সে মুমিন নয়। তাই তো বলা হয়ে থাকে – জন্মভূমির ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। মাতৃভূমি হলো মাতৃতুল্য। সে তার অধিবাসীদেরকে প্রতিপালন করে, জীবনধারণ ও সুখশান্তির সকল উপকরণ সরবারহ করে। অতএব আমাদের উচিৎ দেশকে ভালোবাসা এবং ভিতর ও বাহিরের সকল অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করা।

٦. اَلْبَقَرَةُ

اَلْبَقَرَةُ هِيَ حَيَوَانٌ اَهْلِيٌّ. وَلَهَا أَرْبَعُ قَوَائِمٍ وَذَنَبٌ طَوِيْلٌ حَافِرٌ . وَهِيَ تَأْكُلُ الْعُشْبَ وَالنَّبَاتَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَتَشْرَبُ مَاءً كَثِيْرًا . يَزْرَعُ بِهَا الْفَلاَّحُوْنَ وَيَنْقُلُ بِهِ النَّاسُ الأَمْوَالَ مِنَ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانْ، وَيَصْنَعُوْنَ بِجِلْدِهِ الْحِذَاءَ وَالْحَقِيْبَةَ وَيَشْرَبُوْنَ لَبَنَ الْبَقَرَةِ . لُحُوْمُ الْبَقَرَةِ أَلَذُّ فِي الأَكْلِ. تُوْجَدُ الْبَقَرَةُ فِي جَمِيْعِ بِلاَدِ الْعَالِمِ كَمَا تُوْجَدُ فِي بَنْغَلاَدِيْشَ. فَعَلَيْنَا أَنْ نَحْفَظَ هٰذَا الْحَيَوَانَ النَّافِعَ .

৬. গরু

গরু একটি গৃহপালিত পশু। এর চারটি পা এবং লম্বা একটি লেজ আছে। গরু বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ঘাস খায় এবং প্রচুর পানি পান করে। কৃষকরা এর সাহায্যে জমি চাষ করে। মানুষ এর সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল বহন করে। এর চামড়া দ্বারা জুতা ও ব্যাগ তৈরি করে এবং তারা গাভীর দুধ পান করে। গরুর গোশত খেতে খুব সুস্বাদু। বাংলাদেশের ন্যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গরু পাওয়ায় যায়। অতএব আমাদের উচিত আমরা যেন এ উপকারী পশুটিকে সংরক্ষণ করি।

শিক্ষক নির্দেশিকা (প্রথম অংশ)

আরবি আমাদের জন্যে একটি বিদেশী ভাষা। বিদেশী ভাষা শিক্ষণের কাজটির সফলতা অনেকটা কলাকৌশলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশে আরবি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও পাঠদান কৌশল শেখানোর জন্য এখনও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ না থাকায় আরবি শেখানোর ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত হচ্ছে না। তাই শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং স্বীয় পড়াশুনার মাধ্যমে অর্জিত কৌশল প্রয়োগ করে আরবি ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে সফলতা আনায়নে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। একজন ভাষা শিক্ষকের জন্যে পাঠদানের ক্ষেত্রে যেসব দিক গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় এনে পাঠদান করা কর্তব্য তার কতিপয় দিক ও সাধারণ কলাকৌশল সম্পর্কে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ক. প্রতিদিনের পাঠদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, ভাষা শেখানো মানেই হলো শিক্ষার্থীকে ভাষার চারটি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলো কিনা। কোনো একটি বা একাধিক দক্ষতা শেখানোর উদ্দেশ্যে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

খ. বইটি নির্দিষ্ট কর্মদিবসের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য প্রতিটি সেমিষ্টারের জন্য নির্ধারিত অংশটুকু সামনে রেখে শিক্ষক দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা (লিখিত/অলিখিত) তৈরি করে পাঠদান করবেন। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠদানের গতি সমান রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। যদি সময় বেশি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে রিভিশন করানোর মাধ্যমে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করবেন।

গ. শ্রেণিকক্ষেই যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ মুখস্থ/বুঝতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। সেজন্যে দলীয় কাজ, যৌথ পাঠ, মুখে মুখে বলানো, জোড়ায় জোড়ায় কাজ ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

ঘ. বিশুদ্ধ উচ্চারণে ভাষা শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। তাই কোনো শিক্ষকের উচ্চারণ যদি সুন্দর না থাকে, তবে তাকে অন্য কোনো শিক্ষকের সহায়তা কিংবা কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর আরবি ভাষার ক্লাস নেয়া উচিৎ। কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের ভুল শেখানো যাবে না। শিক্ষার্থী একবার ভুল শিখে ফেললে তা ভবিষ্যতে শোধরানো কঠিন হয়ে পড়ে।

ঙ. আরবি ভাষার ক্লাসে সাধ্যমত আরবি বলার চেষ্টা করতে হবে। আরবি ভাষার ক্লাস সম্পূর্ণটা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

চ. আরবি খাতায় স্বাক্ষর দেওয়া, নম্বর দেওয়া, উৎসাহমূলক কোনো কিছু লেখা, মুল্যায়ন মতামত দেওয়া ইত্যাদির সবকিছুই আরবিতে লেখা বাঞ্ছনীয়। বাংলা বা ইংরেজি ব্যবহার দূষণীয়।

ছ. আরবি পাঠদানের জন্য নির্ধারিত পিরিয়ডকে তিনভাগে ভাগ করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রথম পাঁচ মিনিট কুশল/সালাম বিনিময়, শ্রেণি বিন্যাস, বাড়ির কাজ সংগ্রহ, মনোযোগ আকর্ষণ, পূর্বজ্ঞান যাচাই, নতুন পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক কাজে ব্যয় করবেন। দ্বিতীয় অংশে নির্দেশিত পদ্ধতিতে মূলবিষয় পাঠদান করবেন। আর শেষ অংশে পাঁচ মিনিট সময় থাকতে ক্লাসে পাঠদান কার্যক্রমের সমাপ্তি টেনে শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পারল কিনা তা বিভিন্ন প্রশ্ন ও কাজের মাধ্যমে যাচাই করে দেখবেন অর্থাৎ মূল্যায়ন করবেন। যদি অধিকাংশ শিক্ষার্থী আপনার পাঠ বুঝতে সক্ষম হয় তবে আপনি একজন সফল শিক্ষক বলে মনে করবেন।

জ. ভাষা শেখার চারটি দক্ষতার আলোকে অর্জিত শিখনফলসমূহ শিক্ষার্থীরা যেন অর্জন করতে পারে শিক্ষককে সেজন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

শোনার শিখনফলগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে অর্জন করানোর লক্ষ্যে শিক্ষক নিজে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়েও অনুশীলন করাবেন। শিক্ষকের বক্তব্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা শিক্ষক তা পাঠদানকালে প্রশ্ন করে যাচাই করবেন। একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে দিয়ে বা বলতে দিয়ে অন্যরা তা শুনল কিনা প্রশ্ন করে যাচাই করবেন। শ্রেণিকক্ষে ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত পাঠ শুনানো যেতে পারে। শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, বিতর্ক, বক্তৃতা, ভাষণ, আলোচনা, অন্যের উপস্থাপিত বক্তব্য, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট থেকে আরবি ভাষার আলোচনা, কথোপকথন, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ডাউনলোড করে তা মনোযোগ দিয়ে শুনে শিক্ষার্থীদের শোনানোর মাধ্যমে তাদের শোনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে চেষ্টা করতে হবে।

বলার শিখনফলগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে অর্জন করানোর লক্ষ্যে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বক্তৃতা, আলোচনা, অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও গল্প বলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিবেন। শ্রেণিকক্ষে বলার পরিবেশ তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীরা বলতে গিয়ে ভুল করলেও উৎসাহিত করবেন। বলায় অভ্যস্থ হয়ে গেলে একপর্যায়ে ভুল শুদ্ধ হয়ে যাবে। বলার জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় কিংবা দলীয়ভাবে আরবিতে বলতে বাধ্য করবেন। বিশেষ করে কথোপকথনের পাঠটি শেখানোর সময় বলা দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে শিক্ষক সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো পর্যায় বলার জন্য বাধ্য করবেন।

পড়ার শিখনফলগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে অর্জন করানোর লক্ষ্যে শিক্ষক সরবে শুদ্ধ উচ্চারণে গদ্য পাঠ, ছন্দ অনুযায়ী কবিতার আবৃত্তি ছাড়াও নীরবে দ্রুত কোনো বিষয় পড়ে মর্মোপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীরা পড়ে শব্দভান্ডার বাড়াবে এবং নতুন পঠিত শব্দাবলি দিয়ে বাক্য নির্মাণ কৌশল শিখবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ছাড়াও বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পড়ার ব্যাপারে যেন অভ্যস্থ হয়ে উঠে শ্রেণিকক্ষে তা অনুশীলন করাবেন এবং বাড়িতে অনুশীলন করার কাজ দিবেন।

লেখার শিখনফলগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে অর্জন করানোর লক্ষ্যে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট কোনো নির্বাচিত বিষয় দেখে দেখে লিখতে বলবেন (নাসখ করাবেন) কিংবা মাঝে মাঝে ইমলা বা শ্রুতলিপি করাবেন। লেখাগুলো শুদ্ধ করে দিবেন। কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আয়তনে নিজের মতো করে লিখতে দেবেন। লেখার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত করবেন। চিঠিপত্র, আবেদনপত্র সঠিক আঙ্গিকে ও ভাষা অনুযায়ী যেন লিখতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক নমুনাপত্র দেখিয়ে দিবেন। সুনির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট আয়তনে শিক্ষার্থীরা যেন লিখতে পারে সেজন্য শ্রেণিকক্ষে সময় নির্ধারণ করে দিয়ে শিক্ষক কোন বিষয়ে লেখার অনুশীলন করাবেন। বাড়িতে লেখার জন্য এমন বিষয়ে এ্যাসাইনমেন্ট দিবেন, যা কোনো নোটবই বা গাইড বইতে পাওয়া না যায়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষ সময়কে সামনে রেখে ম্যাগাজিন/ দেয়ালিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাতে শিক্ষার্থীদের লিখতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা ভুল লিখলেও তাদের কোনোভাবেই ভর্ৎসনা করা যাবে না। এভাবে স্বাধীন লেখার অভ্যাস করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লেখক হিসেবে তৈরি করতে হবে। লেখা যাতে সুন্দর হয় এবং দ্রুত লিখতে পারে সেজন্য ইমলা করানোর পাশাপাশি বাড়ির কাজ বেশি দিবেন।

ঝ. প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা পাঠদান সফল করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেক শিক্ষককে উপকরণ তৈরী ও ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। বিশেষ উপকরণের পাশাপাশি নিম্নোক্ত সাধারণ উপকরণাদি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে চেষ্টা করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, বোর্ড, চক/মার্কার কলম, ডাস্টার, VIP কার্ড, পোস্টার পেপার, ওভার হেড প্রজেক্টর, ট্রান্সপারেন্সি শীট, অডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ভিডিও সেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার, সিডি/ডিভিডি, নির্দেশক কাঠি, মানচিত্র, চার্ট, রেডিও, টেলিভিশন, আরবি-ইংরেজি, আরবি-বাংলা ও বাংলা-আরবি অভিধান, দেশি-বিদেশি আরবি পত্রিকা, পাঠ সংশ্লিষ্ট সহায়ক গ্রন্থসসমূহ, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব ইত্যাদি বস্তু উপকরণ হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

শিক্ষক নির্দেশিকা (দ্বিতীয় অংশ)

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই যতই ভাল হোক না কেন তার উদ্দেশ্য সাধন অনেকাংশে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। তাই বইটি পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কতগুলো বিষয়ে যত্নবান হবেন বলে আশা করি।

* সর্বপ্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি ভালভাবে পড়ে নিবেন।

* বছরের শুরুতেই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়বেন।

* বইটিতে মোট পাঁচটি বাব বা অধ্যায় রয়েছে। ছরফ, নাহু, অনুবাদ, চিঠি ও আবেদন পত্র এবং ইনশা। প্রত্যেক সেমিষ্টারে ৫টি বাব থেকে যৌক্তিক অংশ পাঠদান করার জন্য বছরের শুরু থেকেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করতে হবে।

* ছরফের ক্লাসে তাহকীক এবং নাহু ও অনুবাদের ক্লাসে সাধ্যমত তারকীবের গুরুত্ব দেবেন।

* শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুখস্ত করাবেন।

* কাওয়াইদ অংশের প্রত্যেকটি পাঠ পড়ানোর জন্য প্রথমত উদাহরণগুলো এমনভাবে বুঝাবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাওয়াইদ সহজে চিনতে ও বুঝতে পারে। অতঃপর কাওয়াইদ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে সাধ্যমত বইয়ে প্রদত্ত উদাহরণের বাইরেও উদাহরণ বোর্ডে লিখে বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

* নিয়ম (قاعدة) বুঝানো ও আলোচনার পর শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে উদাহরণ পেশ করতে বলবেন।

* এমন কিছু বাড়ির কাজ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবন করার মত দক্ষতা তৈরি হয়।

* কুরআন ও হাদীসের উদাহরণ ব্যবহার করার প্রতি অভ্যাস তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন।

* শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ক্লাস ওয়ার্ক ও হোম ওয়ার্ক দেবেন যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পাদন করে।

* বেশি বেশি ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

* আরবি ব্যাকরণ এর ক্লাসে মাঝে মধ্যে আরবি ভাষার বই ব্যবহার করবেন এবং তা থেকে নির্দিষ্ট قاعدة বের করতে বলবেন।

* শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান করে পড়াবেন।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫ম - আরবি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

> বিদ্বানের কলমের কালি
> শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র
>
> -আল হাদিস

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য